বিষয়ভিত্তিক সূরা ও আয়াতসমূহের সমন্বয়

■

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত
আল কুরআনুল করীমের বাংলা তরজমা
(৬০তম মুদ্রণ, তারিখ- নভেম্বর, ২০২০)
অনুসরণে এই গবেষণা।

[লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশেরই কোন ফটোকপি, স্ক্যান, রেকর্ড কিংবা অন্য কোন তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতিতে অনুলিপি করা কিংবা ই-বুক আকারে প্রকাশ করা আইনত নিষিদ্ধ।]

মানব হৃদয়ে আল কুরআন

গ্রন্থকার-সংগ্রাহক-সমন্বয়ক
বীর মুক্তিযোদ্ধা-এ্যাডভোকেট
মুহম্মদ শফিউদ্দিন ভূঁইয়া
(এম. এস. ভূঁইয়া)

সরলরেখা প্রকাশনা সংস্থা

মানব হৃদয়ে আল কুরআন
লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা-এ্যাডভোকেট
মুহম্মদ শফিউদ্দিন ভূঁইয়া
(এম. এস. ভূঁইয়া)
স্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৩
প্রকাশক : সরলরেখা প্রকাশনা সংস্থা

শোরুম : কক্ষ # ৩১, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, সেঞ্চুরি আর্কেড, দ্বিতীয় তলা, ঢাকা-১২১৭। প্রধান কার্যালয়: ২০৮/১/ক, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ যোগাযোগ: ০১৭১৬৪৭৭৬০০ প্রচ্ছদ : আরিফুর রহমান। মুদ্রণ : কালার ক্রিয়েশন, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

মূল্য : ৬৮০.০০ টাকা মাত্র

‘Manob Hridoyee Al Quran’
written by Heroic Freedom Fighter-Advocate
Muhammad Shafiuddin Bhuiyan
(M. S. Bhuiyan)
Published by ‘Saralrekha Prokasona Sangstha.’

Price : 680.00 Taka
www.saralrekha.com

978-984-96633-7-9

‘হে আমার রব!
হিসাব গ্রহণের দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে
আর মু’মিনদেরকে ক্ষমা করে দিন।’

‘হে আমার রব!
তাহাদের প্রতি দয়া কর
যেভাবে শৈশবে তাহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন।’

আমার বাবা-মুহম্মদ খোদা বক্স ভূঁইয়া
এবং
মা- মোসাম্মৎ আছিয়া বেগম

তাঁহাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায়।

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

পবিত্র আল কুরআন পাঠের পর নিজের অনুভূতিলব্ধ অর্জিত জ্ঞানের আলোকে আল কুরআনুল করীমে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য মহান সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ও উহার ভাবার্থভিত্তিক সংবিধিবদ্ধ মৌলিক সমন্বয় সাধন ও একত্রিকরণের ক্ষুদ্র সত্য প্রচেষ্টায় গভীর মনোযোগের ফলাফল বা মূলকথা বর্ণনা করা হইল :

আল্লাহ্‌র বাণী

আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং অবশ্য আমিই উহার সংরক্ষক।
[১৫ সূরা হিজ্‌র (৯)]

বস্তুত ইহা সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।
[৮৫ সূরা বুরূজ (২১), (২২)]

আল কুরআনুল করীম যাহা মানব হৃদয়ে প্রবর্তিত এবং মানব জীবনের জন্য একটি সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা (The Complete code of life), ইহা আল্লাহ্‌র প্রেরিত আসমানী কিতাব, আইনগ্রন্থ এবং মানব সংবিধান (Constitution) যাহা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন কিছুই করা যাইবে না এবং উহা অলঙ্ঘনীয়। আর এই ক্ষেত্রে কুরআন নিজেই নিজের চ্যালেঞ্জ (Challenge) করিয়াছে।

ইনশা-আল্লাহ্‌, এই পবিত্র কুরআন মনোযোগ দিয়া ধীরে ধীরে নিজ ধারণক্ষমতার মধ্যে বুঝিয়া বুঝিয়া সঠিক ও নির্ভুলভাবে পড়ার জন্য, কুরআন শিক্ষা ও কুরআনকে জানা, বুঝা, শেখা এবং আমলের জন্য, কুরআনের মর্মার্থ উদ্ধার করার জন্য, কুরআনকে সঠিক মূল্যায়নের জন্য, কুরআনকে প্রতিষ্ঠার জন্য, কুরআনের আয়াতসমূহ হালকাভাবে না দেখার জন্য, কুরআনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করার জন্য, সত্য ও সরল দ্বীন ইসলামের পথে চলার জন্য, কুরআনের দ্বীনকে লইয়া বাড়াবাড়ি না করার

জন্য, আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য, কাবা ও কাবার মালিককে চিনার জন্য, ঈমানদার মূসলমান হওয়ার জন্য, আল্লাহ্‌র তাবত সৃষ্টি সম্পর্কে জানা ও আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে দেখিয়া আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার জন্য, ন্যায় বিচার এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করা কুরআনের ডাক।

আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রসুলগণের জীবনের আলোকে জীবন বিধান পালনের জন্য, নবী-রসুলদের জীবন-বৃত্তান্ত জানা ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (তাঁহার উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হউক) এর সুন্নত অনুকরণ ও অনুসরণের জন্য, শেষ নবীর উম্মতের মর্যাদা রক্ষার জন্য, আল্লাহ্‌র প্রকৃতি জানা ও মানার জন্য, রুহ্‌কে পরিশুদ্ধ করিবার জন্য, জীবন ও মৃত্যুর জ্ঞান অন্বেষণের জন্য, জাহেরী ও বাতেনী এলেম শিক্ষার জন্য, নিজের পাপ-পূণ্যের পার্থক্য করার জন্য, সঠিক এবাদতের জন্য, ক্ষমা প্রার্থনার জন্য সহজ রাস্তা একমাত্র আল্লাহ্‌কে ডাকা, তাঁহার মনোনিত ইসলাম ধর্মকে অনুসরণ করার জন্য এবং আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পন করা কুরআনের শিক্ষা।

ইহকাল-পরকালের জ্ঞান অর্জনের জন্য, জান্নাত-জাহান্নাম চিনার জন্য, বেহেশতে শান্তির জন্য, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য, পার্থিব ও পরলৌকিক জীবনের সঠিক মূল্যায়নের জন্য, পারলৌকিক জীবন স্থায়ী ও সুন্দর করার জন্য, জ্ঞানীদের অনুসরণ করার জন্য, বিতাড়িত শয়তান হইতে সাবধান হওয়ার জন্য, শিরক বা কুফরী না করার জন্য, জ্বিন ও ইনসান সৃষ্টি সম্পর্কে জানার জন্য, উগ্রতা পরিহার করা ও নম্রতার অনুশীলন করার জন্য, কিয়ামত বা কর্মফল দিবস সম্পর্কে জানা ও সৎকর্মের মাধ্যমে প্রস্তুতির জন্য, মু'মিন ও মুনাফিক সম্পর্কে জানার জন্য, ভূয়া মাজার পূজারী ও উগ্র সন্ন্যাসবাদ সম্পর্কে সাবধানতার জন্য এবং সর্বশেষ আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করা প্রত্যেক মুমিনের অবশ্য কর্তব্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রণীত আল কুরআনুল করীমের বাংলা তরজমা এবং আরও কতক কুরআন গ্রন্থের অনুসরণে এই গবেষণা।

বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর উপর কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও রুকু থেকে যে সকল আয়াত সন্নিবেশিত করা হইয়াছে উহাদের সাথে বিচ্ছিন্ন আয়াতের ক্ষেত্রে উহার পূর্বের আয়াত এবং পরের আয়াত যদি কথিত বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত থাকে তাহা হইলে পাঠককে মূল ভাবার্থ বুঝিবার জন্য অবশ্যই পড়িতে

হইবে। অন্যথায় কোন কোন বিচ্ছিন্ন আয়াতের বেলায় ভুল ধারনার সৃষ্টি হইতে পারে।

একটি মহৎ কাজের জন্য আমি আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞ এবং শুকরীয়া আদায় করিতেছি। এই দুর্লভ ও কঠিন কাজ করিতে গিয়া কোনরূপ ত্রুটি ও ভূল করিলে আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থী।

নিশ্চয়ই আল কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ যাহা তিনি জিবরাঈল মারফত হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর হৃদয়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ মানব হৃদয়ে কুরআন অবতীর্ণ বা নাযিল করেন। আল্লাহ্‌ বলেন, 'এই কুরআন যদি পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম তবে উহাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ দেখা যাইত।' উপরোক্ত মহান বাণীর মূল্যায়ণ স্বরূপ অত্র পুস্তকের নামকরণ "মানব হৃদয়ে আল কুরআন" নির্ধারণ করিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করিতেছি।

আমার বিশ্বাস প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি মসজিদে, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, প্রতিটি লাইব্রেরীতে এবং জ্ঞান অন্বেষণের জন্য এই গবেষণামূলক রেফারেন্স (Reference) বইটি ছাত্র-শিক্ষকসহ সকলের প্রয়োজন। ফলে অনেক কিছু সহজে তাৎক্ষণিকভাবে আয়ত্বে আনা যাইবে।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আমার ও সকলের জীবনে উপকারে আসুক এই আমার প্রার্থণা। কবুল করার মালিক মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন। আমীন! আল্লাহ্‌ মহান ও আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল।

বীর মুক্তিযোদ্ধা-এ্যাডভোকেট
মুহম্মদ শফিউদ্দিন ভূঁইয়া (এম.এস. ভূঁইয়া)
গ্রাম-বুরুমদী, ডাকঘর-ধন্দীবাজার,
উপজেলা-সোনারগাঁও, জেলা-নারায়ণগঞ্জ।
চেম্বারঃ রুম নং-৩০৩৬ (তৃতীয় তলা), এনেক্স বিল্ডিং,
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
Mobile: 01819-219241
Email: msbhuiyan1954@gmail.com

অভিমত

'মানব হৃদয়ে আল কুরআন' বইটির লেখক বীর মুক্তিযোদ্ধা- এ্যাডভোকেট মুহম্মদ শফিউদ্দিন ভূঁইয়া সাহেব তার লেখনীতে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান, ইতিহাস, বর্তমান-ভবিষ্যৎ ইত্যাদি ঘটনাপ্রবাহ বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি একত্রিত ও সমন্বিত করেন যা অত্যন্ত আকর্ষনীয় ও অনুসরনীয়।

সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায়, আলো-আঁধার এক নয়। আঁধারে থেকে অসত্যকে সত্য মনে করে আঁকড়িয়ে ধরা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বরং পবিত্র কুরআনের আলোকে তার সুক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ করাই বিজ্ঞজনের একান্ত কর্তব্য যা লেখকের লেখনীতে অত্যন্ত সাবলীলভাবে ফুটে উঠেছে। মূলত: পবিত্র কুরআনেই রয়েছে মানবজীবনের সকল কঠিন ও জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। রয়েছে আধুনিককালের সকল জিজ্ঞাসার সন্তোসজনক জবাব। এতে রয়েছে মানবজাতির আলোচনা, মানব জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পর্যালোচনা, রয়েছে সরল সঠিক পন্থার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তা গ্রহন ও বরণ করার অনুপ্রেরণা। বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের বাস্তব পরিকল্পনা। আরো রয়েছে সমস্যায় জর্জরিত দূর্দশাগ্রস্ত বিপন্ন মানবতার কল্যাণ ও পরিত্রান লাভের প্রস্তাবনা। অতএব কল্যাণকামী মানুষ মাত্রই পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর চিরশান্তি, চিরমুক্তি লাভের প্রয়োজনেই কুরআনকে জীবনে অপরিহার্য করে নিতে হবে। আর 'মানব হৃদয়ে আল কুরআন' বইটিতে লেখক অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে শব্দ বিন্যাসের অলংকারে সজ্জিত, ব্যাকরণের বাঁধনে লিপিবদ্ধ, ভাষার উচ্ছাসে সমৃদ্ধ, ভাবের আবেগে প্রানবন্ত কুরআনকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আয়াতের সমন্বয়ে পরিবেশন করেছে যা মানবহৃদয়কে করবে আন্দোলিত এবং তরঙ্গায়িত। বইটি

পাঠক হৃদয়ে বিপ্লব সৃষ্টি করবে বলে আমার বিশ্বাস। এমনি বিস্ময়কর একটি গ্রন্থ পাঠক পাঠিকার খেদমতে তুলে ধরার জন্য বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা- এ্যাডভোকেট মুহম্মদ শফিউদ্দিন ভূঁইয়া সাহেবকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। মহান রাব্বুল আলামীন যেন তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক উন্নতি-অগ্রগতি, কল্যাণ, শান্তি-মুক্তি এবং সমৃদ্ধি লাভে ধন্য করেন। আমীন।

আলহাজ্ব মাওলানা ক্বারী মোঃ হাবিবুল্লাহ বেলালী

আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্বারী, যুগশ্রেষ্ঠ বক্তা,
বিভিন্ন টিভি মিডিয়ার ভাষ্যকার, ইসলামী লেখক এবং
খতীব, বনানী সেন্ট্রাল মসজিদ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশকের কথা

‘তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাহাকে ইচ্ছা বিশেষ করিয়া বাছিয়া নেন।
আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।’ – সূরা আলে ইমরান ৩:৭৪

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী মুহম্মদ শফিউদ্দিন ভূঁইয়া সংকলিত ও সম্পাদিত ‘মানব হৃদয়ে আল কুরআন’ গ্রন্থটি ‘সরলরেখা প্রকাশনা সংস্থা’ প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী বা সর্বশেষ নবী-রাসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা:) এর কাছে নাজিল হয়েছে। কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করে জীবন পরিচালনা করা প্রতিটি মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য। কুরআন যেমন হেদায়াতের গ্রন্থ তেমনি দুনিয়া ও আখিরাতের পাথেয়। মানুষ তার হৃদয়ে যদি কুরআন ধারণ করতে পারে তবে সে পাবে দুনিয়ার সুখ ও পরকালে মুক্তি। লেখক তার ভুমিকায় কুরআনের মধ্যে শিখনীয় ও পালনীয় সবকিছু অসাধারণ ও সাবলিলভাবে বর্ণনা করেছেন।

‘মানব হৃদয়ে আল কুরআন’ গ্রন্থটিতে বিভিন্ন বিষয়ের আলোকে কুরআনের সংশ্লিষ্ট সূরা ও আয়াতসমূহকে ধারাবাহিকভাবে ও ক্রমানুসারে বিষয়ভিত্তিক সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এছাড়াও সর্বশেষ কুরআনের ১১৪ টি সূরার নাম ও বাংলা অর্থসহ এবং কুরআনের সংক্ষিপ্ত আয়াতসমূহ ও সিজদার আয়াতগুলোর একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে।

বইটির কলেবর অহেতুক বৃদ্ধি না করার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সূরাসমুহ উল্লেখ না করে সংক্ষেপে পুরা সূরা পড়ার কথা বলেছেন।

গ্রন্থটিতে আল্লাহর পরিচয় ও সার্বভৌমত্ব, আদেশ নিষেধ, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহ প্রেরিত নবী ও রাসূল, শয়তান প্রভৃতি বিষয়ের আয়াতগুলোকে একসাথে পাঠের জন্য সম্পাদনা ও সংকলন করা হয়েছে যা পাঠকের বুঝতে সহজ হবে এবং মনে রাখারও সুবিধা হবে। তাছাড়া প্রতিটি আয়াতের সূরা ও আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে মূল কুরআন থেকে সহজে পাঠক আয়াতটি মিলিয়ে নিতে পারবেন। বইটি রচনার ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আল কুরআনুল কারীম বাংলা তরজমা অনুসরণ করা হয়েছে।

আশা করি ‘মানব হৃদয়ে আল কুরআন’ বইটি পাঠক হৃদয়ে স্থান করে নিবে। সেই সাথে আল কুরআন অনুযায়ী জীবন-যাপন সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আল্লাহ আমাদের কবুল করুন।

নাজমুস সায়াদাত
পরিচালক
সরলরেখা প্রকাশনা সংস্থা

বিষয়সূচিঃ

১. আল্লাহ্ কর্তৃক মানব এবং অপরাপর সৃষ্টি..... ১৭
২. আল্লাহ্র প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টি.....২৪
৩. রুহ্-আল্লাহ্র আদেশ.....২৫
৪. জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি.....২৭
৫. মানুষের পার্থিব জীবন.....২৯
৬. আকাশ-পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, মেঘ, বায়ূ, চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত্রি ইত্যাদি.....৩৬
৭. ইসলামই আল্লাহ্র একমাত্র ধর্ম.....৫০
৮. ধর্ম লইয়া বাড়াবাড়ি করিও না.....৫৪
৯. কুরআনকে তুচ্ছ মুল্যে বিক্রি করিও না.....৫৬
১০. আল কুরআন এবং উহার চ্যালেঞ্জ.....৫৮
১১. মানব হৃদয়ে আল কুরআন নাযিল বা অবতীর্ণ.....৬৫
১২. আল্লাহ্র অবতীর্ণ কিতাবে ঈমান আনা.....৬৬
১৩. আল কুরআন পাঠের বিধান.....৭৭
১৪. আল্লাহ্ জগতসমূহের প্রতিপালক ও অভিভাবক এবং কুরসি ও সার্বভৌমত্বের মালিক.....৭৯
১৫. আল্লাহ্ সকল সৃষ্ট জীবের রিযিকদাতা ৮৭
১৬. আল্লাহ্র সুন্দর সুন্দর নাম এবং আল্লাহ্র রংও সুন্দর.....৯১
১৭. আল্লাহ্র আকাশসীমা, সৈনিক, প্রহরী এবং বাণী বাহক.....৯৩
১৮. আল্লাহ্ সাধ্যের বাহিরে কাহাকেও কোন কাজ দেন না.....৯৭
১৯. আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পন করা.....৯৯
২০. ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ এবং পরনিন্দা না করা..... ১০২
২১. আল্লাহ্র নিকট তওবা করা.....১০৪
২২. আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা..... ১০৭
২৩. সত্য-মিথ্যার উপর আল্লাহ্র বাণী..... ১১২
২৪. জ্বিন ও ইনসান সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী..... ১১৫
২৫. শিরক ও কুফরীর ফল..... ১১৭

২৬. মুমিন ও মোনাফিক সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী.....১২৪
২৭. আল্লাহ্র ইচ্ছা.....১৩১
২৮. আল্লাহ্র শাস্তি ও ধ্বংস..... ১৩৮
২৯. জীবন ও মৃত্যু..... ১৪৬
৩০. কিয়ামত, কর্মফল বা ফয়সালা দিবস..... ১৫১
৩১. সৎকর্ম.....১৬৫
৩২. জ্ঞানী ও বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের জন্য আল্লাহ্র বাণী.....১৭৩
৩৩. সালাত ও যাকাত, সিয়াম সাধনা, হজ্জ ও ওমরা, সিজদা ইত্যাদি ১৭৭
৩৪. কুরবানীর বিধান.....১৮৩
৩৫. আল্লাহ্র মসজিদ সম্পর্কে বাণী.....১৮৫
৩৬. কলম সম্পর্কিত আল্লাহ্র বাণী.....১৮৯
৩৭. ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা.....১৯০
৩৮. ফারায়েজ, অছিয়ত এবং মুসলিম বন্ধন সম্পর্কিত আল্লাহ্র বাণী.....১৯২
৩৯. বায়'আত গ্রহণ সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী.....১৯৯
৪০. দুগ্ধ, মৌমাছির মধু, ফল-ফুল, খাদ্য-দ্রব্য, পশু এবং হালাল-হারাম প্রসঙ্গ..... ২০১
৪১. ইব্রাহিম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ).....২০৭
৪২. ঈশা (আঃ) ও মারইয়াম..... ২১৩
৪৩. মূসা (আঃ), হারুন (আঃ), ফির-আওন ও কারূন.....২১৮
৪৪. যুলকারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজ.....২৩৩
৪৫. লুত (আঃ).....২৩৫
৪৬. নূহ (আঃ).....২৩৭
৪৭. সুলায়মান (আঃ) ও বিলকিস..... ২৪১
৪৮. ইউনুস (আঃ).....২৪৫
৪৯. হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ).....২৪৭
৫০. বিতাড়িত শয়তান (ইবলীস) প্রসঙ্গ.....২৫৫
৫১. আল কুরআন এর সংক্ষিপ্ত আয়াতসমূহ.....২৬৪
৫২. আল কুরআন এর ১১৪ টি সূরার নাম ও বাংলা অর্থ.....২৬৭
৫৩. আল কুরআন এর মধ্যে ১৪ টি সিজদা.....২৭১

মানব হৃদয়ে
আল কুরআন

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

বিষয়-১

আল্লাহ্ কর্তৃক মানব এবং অপরাপর সৃষ্টি

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(২৯) তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

আয়াত-(২৫১) সুতরাং তাহারা আল্লাহ্‌র হুকুমে উহাদের পরাভুত করিল; দাউদ জালূতকে সংহার করিল, আল্লাহ্ তাহাকে রাজত্ব ও হিক্‌মত দান করিলেন এবং যাহা তিনি ইচ্ছা করিলেন তাহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ্ জগৎসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল।

২.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(১) হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন; এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাঁহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর, এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

আয়াত-(৩৪) পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ্ তাহাদের এক-কে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং এইজন্য যে, পুরুষ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ্ যাহা সংরক্ষিত করিয়াছেন, তাহা হিফাযত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাহাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাহাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাহাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাহাদেরকে প্রহার কর। যদি তাহারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ।

৩.

৬ সূরা আন-আম

আয়াত-(১) সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আস্‌মান ও জমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, আর সৃষ্টি করিয়াছেন অন্ধকার ও আলো। এতদ্‌সত্ত্বেও কাফিররা তাহাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়। (২) তিনিই তোমাদেরকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিযাছেন, অতঃপর এক কাল নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং আর একটি নির্ধারিত কাল আছে যাহা তিনিই জ্ঞাত, এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর। (৩) আসমান ও জমীনে তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যাহা অর্জন কর তাহাও তিনি অবগত আছেন।

আয়াত-(১৬৫) তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করিয়াছেন এবং যাহা তিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। তোমার পতিপালক তো শাস্তি প্রদানে দ্রুত আর তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়াময়।

৪.

৭ সূরা আ'রাফ

আয়াত-(১৭২) স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তাহারা বলে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা সাক্ষী রহিলাম।' ইহা এইজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম।'

আয়াত-(১৮৯) তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করেন যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তাহার সঙ্গে সংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং ইহা লইয়া সে অনায়াসে চলাফেরা করে। গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তাহারা উভয়ে তাহাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে, 'যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্নাঙ্গ সন্তান দাও তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকিবই।'

৫.

১৫ সূরা হিজর

আয়াত-(২৪) তোমাদের মধ্য হইতে পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে আমি তাহাদেরকে জানি এবং পরে যাহারা আসিবে তাহাদেরকেও জানি। (২৫) তোমার প্রতিপালকই উহাদেরকে সমবেত করিবেন; তিনি তো প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (২৬) আমি তো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি গন্ধযুক্ত কর্দমের শুস্ক ঠন্‌ঠনা মৃত্তিকা হইতে। (২৭) এবং ইহার পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি জ্বিন অত্যুষ্ণ অগ্নি হইতে।

আয়াত-(৮৫) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করি নাই এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং, তুমি পরম সৌজন্যের সঙ্গে উহাদেরকে ক্ষমা কর।

৬.
২০ সূরা তা-হা
আয়াত-(৫৫) আমি মৃত্তিকা হইতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি, উহাতেই তোমাদেরকে ফিরাইয়া দিব এবং উহা হইতে পূণর্বার তোমাদেরকে বাহির করিব।

৭.
২১ সূরা আম্বিয়া
আয়াত-(১৬) আকাশ ও পৃথিবী এবং যাহা উহাদের অন্তর্বর্তী তাহা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।

৮.
২২ সূরা হাজ্জ
আয়াত-(৫) হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অনুধাবন কর- আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা হইতে, তাহার পর শুক্র হইতে, তাহার পর 'আলাকা' হইতে, তাহার পর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশ্‌তপিণ্ড হইতে- তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য, আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তাহার পর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বাহির করি, পরে যাহাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে, যাহার ফলে উহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর উহাতে আমি বারি বর্ষণ করিলে উহা শস্য-শ্যামলা হইয়া আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।

৯.
২৩ সূরা মু'মিনুন
আয়াত-(১২) আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকার উপাদান হইতে, (১৩) অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে; (১৪) পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাক-এ, অতঃপর আলাক্‌কে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত অস্থি-পঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢাকিয়া দেই গোশ্‌ত দ্বারা; অবশেষে উহাকে গড়িয়া তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব

সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্‌ কত মহান! (১৫) ইহার পর তোমরা অবশ্যই মরিবে, (১৬) অতঃপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদেরকে উত্থিত করা হইবে। (১৭) আমি তো তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করিয়াছি সপ্তস্তর এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই,
আয়াত-(১১৫) তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না?

১০.
২৪ সূরা নূর
আয়াত-(৪৫) আল্লাহ্‌ সমস্ত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে, উহাদের কতক পেটে ভর দিয়া চলে, কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে, আল্লাহ্‌ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১১.
২৫ সূরা ফুরকান
আয়াত-(৫৪) এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে; অতঃপর তিনি তাহার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তোমার পতিপালক সর্বশক্তিমান।
আয়াত-(৫৯) তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই 'রহমান', তাঁহার সম্বন্ধে যে অবগত আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।

১২.
২৯ সুরা আনকাবূত
আয়াত-(২০) বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমন কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করিবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহ্‌ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৩.
৩০ সুরা রূম
আয়াত-(২৭) তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি ইহাকে সৃষ্টি করিবেন পুনর্বার; ইহা তাঁহার জন্য অতি সহজ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁহারই; এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
আয়াত-(৫৪) আল্লাহ্‌, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি; শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

১৪.
৩১ সুরা লুকমান
আয়াত-(২৮) তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

১৫.
৩৫ সূরা ফাতির
আয়াত-(১১) আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে; অতঃপর শুক্রবিন্দু হইতে, অতঃপর তোমাদেরকে করিয়াছেন যুগল! আল্লাহ্‌র অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না এবং তাহার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তাহা তো রহিয়াছে 'কিতাবে'। ইহা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

১৬.
৩৭ সূরা সাফ্‌ফাত
আয়াত-(১১) উহাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, উহারা সৃষ্টিতে দৃঢ়তর, না আমি অন্য যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছি তাহা? উহাদেরকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি আঠাল মৃত্তিকা হইতে।
আয়াত-(৯৬) 'প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যাহা তৈরী কর তাহাও।'

১৭.
৩৮ সূরা সোয়াদ
আয়াত-(২৭) আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নাই। অনর্থক সৃষ্টি করার ধারণা উহাদের যাহারা কাফির, সুতরাং কাফিরদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।

১৮.
৩৯ সূরা যুমার
আয়াত-(৬) তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিযাছেন একই ব্যক্তি হইতে। অতঃপর তিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকার আন'আম। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই আল্লাহ্; তোমাদের প্রতিপালক; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহারই; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তবে তোমরা মুখ ফিরাইয়া কোথায় চলিয়াছ?

১৯.
৪০ সূরা মু'মিন
আয়াত-(৫৭) মানব সৃজন অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা জানে না।
আয়াত-(৬৭) 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে, পরে শুক্রবিন্দু হইতে, তারপর আলাকা হইতে, তারপর তোমাদেরকে বাহির করেন শিশুরূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, তারপর হইয়া যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটে ইহার পূর্বেই! যাহাতে তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যেন তোমরা অনুধাবন করিতে পার।

২০.
৪৯ সূরা হুজুরাত
আয়াত-(১৩) হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হইতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।

২১
৫০ সূরা কাফ্
আয়াত-(১৬) আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রনা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।

২২.
৫১ সূরা যারিয়াত
আয়াত-(৪৭) আমি আকাশ নির্মান করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী। (৪৮) আর ভূমি, আমি উহাকে বিছাইয়া দিয়াছি, আমি কত সুন্দর প্রসারণকারী।

২৩.
৫৪ সূরা কামার
আয়াত-(৪৯) আমি সকল কিছু সৃষ্টি করিয়াছি নির্ধারিত পরিমাপে,

২৪.
৮৬ সূরা তারিক
আয়াত-(৬) তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সবেগে স্খলিত পানি হইতে, (৭) ইহা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে।

২৫.
৯০ সূরা বালাদ
[পুরা সূরা পড়িতে হইবে]

বিষয়-২

আল্লাহ্‌র প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টি

১.
৩ সূরা আলে ইমরান
আয়াত-(৬) তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২.
৬ সূরা আন'আম
আয়াত-(৮) তাহারা বলে, 'তাহার নিকট কোন ফেরেশ্‌তা কেন প্রেরিত হয় না?' যদি আমি ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করিতাম তাহা হইলে চূড়ান্ত ফয়সালাই তো হইয়া যাইত; আর তাহাদেরকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না। (৯) যদি তাহাকে ফেরেশ্‌তা করিতাম তবে তাহাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরন করিতাম আর তাহাদেরকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলিতাম, যেরূপ বিভ্রমে তাহারা এখন রহিয়াছে।

৩.
৭ সূরা আ'রাফ
আয়াত-(১১) আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের আকৃতি দান করি এবং তৎপর ফেরেশ্‌তাদেরকে আদমকে সিজ্‌দা করিতে বলি; ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজ্‌দা করিল। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হইল না।

৪.
৩০ সূরা রূম
আয়াত-(৩০) তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

৫.
৮২ সূরা ইনফিতার
আয়াত-(৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করিয়াছেন এবং সুসমঞ্জস করিয়াছেন। (৮) যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন।

বিষয়-৩

রূহ্-আল্লাহ্‌র আদেশ

১.
১৫ সূরা হিজ্‌র
আয়াত-(২৮) স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাগণকে বলিলেন, 'আমি গন্ধযুক্ত কর্দমের শুষ্ক ঠন্‌ঠনা মৃত্তিকা হইতে মানুষ সৃষ্টি করিতেছি; (২৯) যখন আমি উহাকে সুঠাম করিব এবং উহাতে আমার পক্ষ হইতে রূহ সঞ্চার করিব তখন তোমরা উহার প্রতি সিজদাবনত হইও;'

২.
১৭ সূরা বনী ইসরাঈল
আয়াত-(৮৫) তোমাকে উহারা রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রূহ্ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে সামান্যই।

৩.
১৯ সূরা মারইয়াম
আয়াত-(১৬) বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লিখিত মারইয়ামের কথা, যখন সে তাহার পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া নিরালায় পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় লইল। (১৭) অতঃপর উহাদের হইতে সে পর্দা করিল। আমি তাহার নিকট আমার রূহ্‌কে পাঠাইলাম, সে তাহার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিল।

৪.
২১ সূরা আম্বিয়া
আয়াত-(৯১) এবং স্মরণ কর সেই নারীকে, যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর তাহার মধ্যে আমি আমার রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে ও তাহার পুত্রকে করিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন।

৫.
৩২ সূরা সাজদা
আয়াত-(৮) অতঃপর তিনি তাহার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হইতে। (৯) পরে তিনি উহাকে করিয়াছেন সুঠাম এবং উহাতে ফুঁকিয়া দিয়াছেন তাহার রূহ্ হইতে এবং তোমাদেরকে দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৬.
৩৮ সূরা সোয়াদ
আয়াত-(৭২) 'যখন আমি উহাকে সুষম করিব এবং উহাতে আমার রূহ্ সঞ্চার করিব, তখন তোমরা উহার প্রতি সিজদাবনত হইও।'

৭.
৪২ সূরা শুরা
আয়াত-(৫২) এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি রূহ্ তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি। পক্ষান্তরে আমি ইহাকে করিয়াছি আলো যাহা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি; তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ।

৮.
৬৬ সূরা তাহ্‌রীম
আয়াত-(১২) আরও দৃষ্টান্ত দিতেছেন ইমরান-তনয়া মারইয়ামের- যে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল, ফলে আমি তাহার মধ্যে রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং সে তাহার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁহার কিতাবসমূহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, সে ছিল অনুগতদের অন্যতম।

৯.
৭০ সূরা মা'আরিজ
আয়াত-(৪) ফেরেশ্‌তা এবং রূহ্ আল্লাহ্‌র দিকে উর্ধগামী হয় এমন এক দিনে, যাহার পরিমাণ পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসর।

১০.
৭৮ সূরা নাবা
আয়াত-(৩৮) সেই দিন রূহ্ ও ফেরেশ্‌তাগণ সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইবে; দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলিবে না এবং সে যথার্থ বলিবে।

বিষয়-৪

জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

১.
১৩ সূরা রা'দ
আয়াত-(৩) তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

২.
১৬ সূরা নাহল
আয়াত-(৭২) এবং আল্লাহ্ তোমাদের হইতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের যুগল হইতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করিয়াছেন। তবুও কি উহারা মিথ্যায় বিশ্বাস করিবে এবং উহারা কি আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে ?

৩.
৩৬ সূরা ইয়াসীন
আয়াত-(৩৬) পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং উহারা যাহাদেরকে জানে না তাহাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়া জোড়া করিয়া।

৪.
৪৩ সূরা যুখরুফ
আয়াত-(১২) আর যিনি সকল প্রকারের জোড়া যুগল সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও আন'আম, যাহাতে তোমরা আরোহণ কর।

৫.
৫১ সূরা যারিয়াত
আয়াত-(৪৯) আর প্রত্যেক বস্তু আমি সৃষ্টি করিয়াছি জোড়ায় জোড়ায়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

৬.
৫৩ সূরা নাজম
আয়াত-(৪৫) আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী।

৭.
৭৫ সূরা কিয়ামা
আয়াত-(৩৯) অতঃপর তিনি তাহা হইতে সৃষ্টি করেন যুগল-নর ও নারী।

৮
৭৮ সূরা নাবা
আয়াত-(৮) আমি সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়,

বিষয়-৫

মানুষের পার্থিব জীবন

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(৮৬) তাহারাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে; সুতরাং তাহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং তাহারা কোন সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না।

আয়াত-(১৫৫) আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করিব। তুমি শুভসংবাদ দাও ধৈর্য্যশীলগণকে- (১৫৬) যাহারা তাহাদের উপর বিপদ আপতিত হইলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' (১৫৭) ইহারাই তাহারা যাহাদের প্রতি তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর ইহারাই সৎপথে পরিচালিত।

আয়াত-(২০৪) আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যাহার কথাবার্তা তোমাকে চকৎকৃত করে এবং তাহার অন্তরে যাহা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়। (২০৫) যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু নিপাতের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না। (২০৬) যখন তাহাকে বলা হয়, 'তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর', তখন তাহার আত্মাভিমান তাহাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে, সুতরাং জাহান্নামই তাহার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই উহা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।

২.

৩ সূরা আলে-ইমরান

আয়াত-(১৪) নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আকর্ষণ মানুষের জন্য সুশোভিত করা হইয়াছে। এইসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ্, তাঁহারই নিকট রহিয়াছে উত্তম আশ্রয়স্থল। (১৫) বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এই সব বস্তু হইতে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দিব? যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করিয়া চলে তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট জান্নাতসমূহ রহিয়াছে, যাহার পাদদেশে নদী

প্রবাহিত। আর সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে, তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সন্তুষ্টি রহিয়াছে। আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

আয়াত-(১১৭) এই পার্থিব জীবনে যাহা তাহারা ব্যয় করে তাহার দৃষ্টান্ত হিমশীতল বায়ু, উহা যে জাতি নিজেদের প্রতি জুলুম করিয়াছে তাহাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি কোন জুলুম করেন নাই, তাহারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।

৩.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(৭৪) সুতরাং যাহারা আখিয়াতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তাহারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করুক এবং কেহ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিলে সে নিহত হউক অথবা বিজয়ী হউক আমি তাহাকে মহাপুরস্কার দান করিবই।

আয়াত-(১৩৪) কেহ দুনিয়ার পুরস্কার চাহিলে তবে আল্লাহ্‌র নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে পুরস্কার রহিয়াছে। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৪.

৬ সূরা আন'আম

আয়াত-(২৯) তাহারা বলে, 'আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিতও হইব না'। (৩০) তুমি যদি দেখিতে পাইতে তাহাদেরকে যখন তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করান হইবে এবং তিনি বলিবেন, 'ইহা কি প্রকৃত সত্য নয়?' তাহারা বলিবে, 'আমাদের প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই সত্য।' তিনি বলিলেন, 'তবে তোমরা যে কুফরী করিতে তজ্জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ কর।'

আয়াত-(৩২) পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য আখিরাতের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি অনুধাবন কর না?

আয়াত-(৪৬) বল, তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ্ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কাড়িয়া নেন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেন তবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন্ ইলাহ্ আছে যে তোমাদেরকে এইগুলি ফিরাইয়া দিবে?' দেখ, আমি কিরূপে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি; এতদসত্ত্বেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয়।

৫.

৮ সূরা আনফাল

আয়াত-(২৭) হে মু'মিনগণ! জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাস ভংগ করিবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস

ভংগ করিও না। (২৮) এবং জানিয়া রাখ, তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা এবং আল্লাহ্‌রই নিকট মহাপুরুস্কার রহিয়াছে।

৬.

৯ সূরা তওবা

আয়াত-(৩৮) হে মু'মিনগণ! তোমাদের কী হইল যে, তোমাদেরকে যখন আল্লাহ্‌র পথে অভিযানে বাহির হইতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হইয়া ভূতলে ঝুঁকিয়া পড়? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়াছ? আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিৎকর! (৩৯) যদি তোমরা অভিযানে বাহির না হও, তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাঁহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৪০) যদি তোমরা তাহাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ্ তো তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন যখন কাফিররা তাহাকে বহিষ্কার করিয়াছিল এবং সে ছিল দুইজনের দ্বিতীয় জন, যখন তাহারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; সে তখন তাহার সঙ্গীকে বলিয়াছিল, 'বিষণ্ন হইও না, আল্লাহ্ তো আমাদের সঙ্গে আছেন।' অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার উপর তাঁহার প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাহাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা যাহা তোমরা দেখ নাই; এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন। আল্লাহ্‌র কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪১) অভিযানে বাহির হইয়া পড়, হালকা অবস্থায় হউক অথবা ভারি অবস্থায়, এবং সংগ্রাম কর আল্লাহ্‌র পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। উহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানিতে। (৪২) আশু সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থাকিলে ও সফর সহজ হইলে উহারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করিত; কিন্তু উহাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হইল। উহারা অচিরেই আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'পারিলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গে বাহির হইতাম।' উহারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করে। আল্লাহ্ জানেন উহারা অবশ্যই মিথ্যাচারী।

৭.

১০ সূরা ইউনুস

আয়াত-(৮) উহাদেরই আবাস দোজখ, উহাদের কৃতকর্মের জন্য। (৯) যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের ঈমান হেতু তাহাদেরকে পথনির্দেশ করিবেন; সুখদ কাননে তাহাদের পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। (১০) সেখানে তাহাদের ধ্বনি হইবে, 'হে আল্লাহ্ ! তুমি মহান, পবিত্র।' এবং সেখানে তাহাদের অভিবাদন হইবে 'সালাম' এবং তাহাদের শেষ ধ্বনি হইবে এই- 'সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রাপ্য!'

আয়াত-(২৩) অতঃপর তিনি যখনই উহাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখনই উহারা

পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে জুলুম করিতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের জুলুম বস্তুত তোমাদের নিজেদের প্রতিই হইয়া থাকে; পার্থিব জীবনের সুখ ভোগ করিয়া নাও, পরে আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানাইয়া দিব তোমরা যাহা করিতে। (২৪) বস্তুত পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত এইরূপ: যেমন আমি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি যদ্‌দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন-সন্নিবিষ্ট হইয়া উদ্‌গত হয়, যাহা হইতে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করিয়া থাকে। অতঃপর যখন ভূমি তাহার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং উহার অধিকারিগণ মনে করে উহা তাহাদের আয়ত্তাধীন, তখন দিবসে অথবা রজনীতে আমার নির্দেশ আসিয়া পড়ে ও আমি উহা এমনভাবে নির্মূল করিয়া দেই, যেন গতকালও উহার অস্তিত্ব ছিল না। এইভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। (২৫) আল্লাহ্ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

৮.

১১ সূরা হুদ

আয়াত-(১৫) যে কেহ পার্থিব জীবন ও উহার শোভা কামনা করে, দুনিয়ায় আমি উহাদের কর্মের পূর্ণফল দান করি এবং সেখানে তাহাদেরকে কম দেওয়া হইবে না। (১৬) উহাদের জন্য আখিরাতে দোজখ ব্যতীত অন্য কিছুই নাই এবং উহারা যাহা করে আখিরাতে তাহা নিষ্ফল হইবে এবং উহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা নিরর্থক।

৯.

১৩ সূরা রা'দ

আয়াত-(২৬) আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন; কিন্তু ইহারা পার্থিব জীবনে উল্লসিত, অথচ দুনিয়ার জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র।

১০.

১৪ সূরা ইব্‌রাহীম

আয়াত-(৩) যাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের চেয়ে ভালবাসে, মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্‌র পথ হইতে এবং আল্লাহ্‌র পথ বক্র করিতে চাহে; উহারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

১১.

১৭ সূরা বণী ইসরাঈল

আয়াত-(১৮) কেহ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করিলে আমি যাহাকে যাহা ইচ্ছা

এইখানেই সত্বর দিয়া থাকি; পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করিবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হইতে দূরীকৃত অবস্থায়।

১২.
১৮ সূরা কাহফ
আয়াত-(৪৫) উহাদের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনেরঃ ইহা পানির ন্যায় যাহা আমি বর্ষণ করি আকাশ হইতে, যদ্দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া উদ্গত হয়, অতঃপর উহা বিশুষ্ক হইয়া এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস উহাকে উড়াইয়া লইয়া যায়। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (৪৬) ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা; এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরষ্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসাবেও উৎকৃষ্ট।

১৩.
২৯ সূরা আনকাবূত
আয়াত-(৬৪) এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি উহারা জানিত।

১৪.
৩০ সূরা রূম
আয়াত-(৭) উহারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে উহারা গাফিল।

১৫.
৩৩ সূরা আহ্যাব
আয়াত-(২৮) হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও উহার ভূষণ কামনা কর তবে আস, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দেই এবং সৌজন্যের সঙ্গে তোমাদেরকে বিদায় দেই। (২৯) 'আর যদি তোমরা কামনা কর আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও আখিরাত, তবে তোমাদের মধ্যে যাহারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাহাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রাখিয়াছেন।' (৩০) হে নবী-পত্নীগণ ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদের মধ্যে কেহ তাহা করিলে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে এবং ইহা আল্লাহ্র জন্য সহজ।

১৬.
৩৫ সূরা ফাতির
আয়াত-(৫) হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে। (৬) শয়তান তো তোমাদের

শত্রু; সুতরাং তাহাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তাহার দলবলকে আহ্বান করে কেবল এইজন্য যে, উহারা যেন জাহান্নামী হয়।

১৭.
৩৬ সূরা ইয়াসীন
আয়াত-(৩৩) উহাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাহাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং উহা হইতে উৎপন্ন করি শস্য যাহা উহারা আহার করে। (৩৪) উহাতে আমি সৃষ্টি করি খর্জুর ও আঙুরের উদ্যান এবং উহাতে উৎসারিত করি প্রস্রবণ। (৩৫) যাহাতে উহারা আহার করিতে পারে উহার ফলমূল হইতে, অথচ উহাদের হস্ত উহা সৃষ্টি করে নাই। তবুও কি উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না?

১৮.
৪২ সূরা শুরা
আয়াত-(২০) যে কেহ আখিরাতের ফসল কামনা করে তাহার জন্য আমি তাহার ফসল বর্ধিত করিয়া দেই এবং যে কেহ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাহাকে উহারই কিছু দেই, আখিরাতে তাহার জন্য কিছুই থাকিবে না।

১৯.
৪৭ সূরা মুহাম্মদ
আয়াত-(৩৬) পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক, যদি তোমরা ঈমান আন, তাকওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের পুরষ্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চান না।

২০.
৫৩ সূরা নাজ্ম
আয়াত-(২৪) মানুষ যাহা চায় তাহাই কি সে পায়? (২৫) বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্রই। (২৬) আকাশে কত ফেরেশ্তা রহিয়াছে; উহাদের সুপারিশ কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হইবে না, তবে আল্লাহ্র অনুমতির পর; যাহার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন ও যাহার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। (২৭) যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারাই নারীবাচক নাম দিয়া থাকে ফেরেশ্তাদেরকে। (২৮) অথচ এই বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান নাই, উহারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে; কিন্তু সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোনই মূল্য নাই।

২১.
৫৭ সূরা হাদীদ
আয়াত-(২০) তোমরা জানিয়া রাখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পারিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের

প্রতিযোগীতা ব্যতীত আর কিছু নয়! উহার উপমা বৃষ্টি, যদ্দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর উহা শুকাইয়া যায়, ফলে তুমি উহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও, অবশেষে উহা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ব্যতীত কিছুই নয়।

২২.
৬৪ সূরা তাগাবুন
আয়াত-(১৪) 'হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের শত্রু; অতএব তাহাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকিও। তোমরা যদি উহাদের মার্জনা কর, উহাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা কর এবং উহাদেরকে ক্ষমা কর, তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু! (১৫) তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ; আর আল্লাহ্, তাঁহারই নিকট রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

২৩.
৭০ সূরা মা'আরিজ
আয়াত-(২০) যখন বিপদ তাহাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী। (২১) আর যখন কল্যাণ তাহাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ। (২২) তবে সালাত আদায়কারীগণ ব্যতীত,

২৪.
৭৬ সূরা দাহ্‌র বা ইন্‌সান
আয়াত-(২৭) উহারা ভালবাসে পার্থিব জীবনকে এবং উহারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করিয়া চলে।

২৫.
৮৭ সূরা আ'লা (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

২৬.
৯৩ সূরা দুহা (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

২৭.
৯৪ সূরা ইনশিরাহ্
আয়াত-(৫) কষ্টের সঙ্গেই তো স্বস্তি আছে। (৬) অবশ্য কষ্টের সঙ্গেই স্বস্তি আছে।

২৮.
১০০ সূরা আদিয়াত (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

বিষয়-৬

আকাশ-পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, মেঘ, বায়ূ চন্দ্র-সূর্য, দিন-রাত্রি ইত্যাদি

১.
২ সূরা বাকারা
আয়াত-(৫৭) আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করিলাম এবং তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করিলাম। বলিয়াছিলাম, 'তোমাদেরকে যে উত্তম জীবিকা দান করিয়াছি তাহা হইতে আহার কর।' তাহারা 'আমার প্রতি কোন জুলুম করে নাই, বরং তাহারা তাহাদের প্রতিই জুলুম করিয়াছিল।'
আয়াত-(১৬৪) নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিত সাধন করে তাহাসহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।
আয়াত-(১৮৯) লোকে তোমাকে নুতন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, 'উহা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক।' পশ্চাৎদিক দিয়া তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেহ তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিলে। সুতরাং তোমরা দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

২.
৩ সূরা আলে-ইমরান
আয়াত-(২৭) তুমি রাত্রিকে দিবসে পরিণত এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর: তুমিই মৃত হইতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর।

৩.
৬ সূরা আন'আম
আয়াত-(১৩) রাত্রি ও দিবসে যাহা কিছু থাকে তাহা তাঁহারই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

আয়াত-(৯৬) তিনি ঊষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন; এ সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ। (৯৭) তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তদ্দ্বারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি। (৯৮) তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান রহিয়াছে। অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি। (৯৯) তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্‌গম করি; অনন্তর উহা হইতে সবুজ পাতা উদ্‌গত করি, পরে উহা হইতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি এবং খেজুরবৃক্ষের মাথি হইতে ঝুলন্ত কাঁদি বাহির করি আর আংগুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং যায়তুন ও ডালিমও। ইহারা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। লক্ষ্য কর উহার ফলের প্রতি, যখন উহা ফলবান হয় এবং উহার পরিপক্বতা প্রাপ্তির প্রতি। মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য উহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। (১০০) তাহারা জ্বিনকে আল্লাহ্‌র শরীক করে, অথচ তিনিই ইহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে; তিনি পবিত্র মহিমান্বিত! এবং উহারা যাহা বলে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে। (১০১) তিনি আসমান ও জমীনের স্রষ্টা, তাঁহার সন্তান হইবে কিরূপে? তাঁহার তো কোন স্ত্রী নাই। তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত। (১০২) তিনিই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁহার 'ইবাদত কর; তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।' (১০৩) দৃষ্টি তাঁহাকে অবধারণ করিতে পারে না; কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত। (১০৪) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্যই আসিয়াছে। সুতরাং কেহ উহা দেখিলে উহা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হইবে; আর কেহ না দেখিলে তাহাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমি তোমাদের সংরক্ষক নই।

আয়াত-(১৪১) তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন ও ডালিমও সৃষ্টি করিয়াছেন-এইগুলি একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন উহা ফলবান হয় তখন উহার ফল আহার করিবে আর ফসল তুলিবার দিনে উহার হক প্রদান করিবে এবং অপচয় করিবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

৪.

৭ সূরা আ'রাফ

আয়াত-(৫৭) তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ূকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরন করেন। যখন উহা ঘন মেঘ বহন করে তখন আমি উহা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, পরে উহা হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করি; তৎপর উহার দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি। এইভাবে আমি মৃতকে জীবিত করি। যাহাতে তোমরা শিক্ষা লাভ কর। (৫৮) এবং উৎকৃষ্ট ভূমি-ইহার ফসল ইহার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যাহা নিকৃষ্ট তাহাতে কঠোর পরিশ্রম না করিলে কিছুই জন্মায় না। এইভাবে আমি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিভিন্নভাবে বিবৃত করি।

৫.

৯ সূরা তওবা

আয়াত-(৩৬) নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হইতেই আল্লাহ্‌র বিধানে আল্লাহ্‌র নিকট মাস গণনায় মাস বারটি; তম্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং ইহার মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করিও না এবং তোমরা মুশরিকদের সঙ্গে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করিবে, যেমন তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকে। এবং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।

৬.

১০ সূরা ইউনুস

আয়াত-(৩) তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আর্‌শে সমাসীন হন। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন। তাহার অনুমতি লাভ না করিয়া সুপারিশ করিবার কেহ নাই। ইনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তাহার 'ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?' (৪) তাঁহারই নিকট তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন; আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর উহার পুনরাবর্তন ঘটান, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদেরকে ন্যায়বিচারের সঙ্গে কর্মফল প্রদানের জন্য এবং যাহারা কাফির তাহারা কুফরী করিত বলিয়া তাহাদের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

আয়াত-(২২) তিনিই তোমাদেরকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এইগুলি আরোহী লইয়া অনুকূল বাতাসে বহিয়া যায় এবং তাহারা উহাতে আনন্দিত হয়; অতঃপর এইগুলি বাত্যাহত এবং সর্বদিক হইতে তরঙ্গাহত হয় এবং তাহারা উহা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে মনে করে, তখন তাহারা আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আল্লাহ্‌কে ডাকিয়া বলে : 'তুমি আমাদেরকে

ইহা হইতে ত্রাণ করিলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হইব।'
আয়াত-(৬৭) তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের জন্য রাত্রি, যেন উহাতে তোমরা বিশ্রাম করিতে পার এবং দিবস দেখিবার জন্য। যে সম্প্রদায় কথা শুনে নিশ্চয়ই তাহাদের জন্য ইহাতে আছে নিদর্শন।

৭.
১১ সূরা হূদ
আয়াত-(৭) আর তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার আরশ ছিল পানির উপর, তোমাদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য। তুমি যদি বল, 'মৃত্যুর পর তোমরা অবশ্যই উত্থিত হইবে,' কাফিররা নিশ্চয়ই বলিবে, 'ইহা তো সুস্পষ্ট জাদু।' (৮) নির্দিষ্ট কালের জন্য আমি যদি উহাদের হইতে শাস্তি স্থগিত রাখি তবে উহারা নিশ্চয় বলিবে, 'কিসে উহা নিবারণ করিতেছে?' সাবধান! যে দিন উহাদের নিকট ইহা আসিবে সেদিন উহাদের নিকট হইতে উহা নিবৃত্ত করা হইবে না এবং যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাহা উহাদেরকে পরিবেষ্টন করিবে।

৮.
১৩ সূরা রা'দ
আয়াত-(২) আল্লাহ্ই উর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত-তোমরা ইহা দেখিতেছ। অতঃপর তিনি আর্‌শে সমাসীন হইলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করিলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাহাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করিতে পার।
আয়াত-(১২) তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী, ভয় ও ভরসা সঞ্চার করান এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ; (১৩) বজ্রধ্বনি তাঁহার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, ফেরেশ্‌তাগণও করে তাহার ভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন। আর উহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী।
আয়াত-(১৭) তিনি আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ উহাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তাহার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে, এইরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্যে কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়। এইভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। যাহা আবর্জনা তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং যাহা মানুষের উপকারে আসে তাহা জমিতে থাকিয়া যায়। এইভাবে আল্লাহ্ উপমা দিয়া থাকেন।

৯.
১৪ সূরা ইব্‌রাহীম
আয়াত-(২৪) তুমি লক্ষ্য কর না আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়া থাকেন? সৎবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যাহার মূল সুদৃঢ় ও যাহার শাখা-প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত, (২৫) যাহা প্রত্যেক মওসুমে উহার ফলদান করে উহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন, যাহাতে তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করে। (২৬) কু-বাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যাহার মূল ভূ-পৃষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন, যাহার কোন স্থায়িত্ব নাই।
আয়াত-(৩২) তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্‌দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তাঁহার বিধানে উহা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন নদীসমূহকে। (৩৩) তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যাহারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রাত্রি ও দিবসকে।

১০.
১৫ সূরা হিজর
আয়াত-(১৯) আর পৃথিবী, উহাকে আমি বিস্তৃত করিয়াছি, উহাতে পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি; এবং আমি উহাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্‌গত করিয়াছি সুপরিমিতভাবে,
আয়াত-(২২) আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ূ প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি এবং উহা তোমাদেরকে পান করিতে দেই; আর তোমরা উহার ভাণ্ডার রক্ষক নও।

১১.
১৬ সূরা নাহল
আয়াত-(১০) তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন। উহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে পানীয় এবং উহা হইতে জন্মায় উদ্ভিদ যাহাতে তোমরা পশুচারণ করিয়া থাক। (১১) তিনি তোমাদের জন্য উহার দ্বারা জন্মান শস্য, যায়তূন, খর্জুর বৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন। (১২) তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হইয়াছে তাঁহারই নির্দেশে। অবশ্যই ইহাতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শন– (১৩) এবং তিনি বিবিধ প্রকার বস্তুও যাহা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাতে

রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। (১৪) তিনিই সমুদ্রকে অধীন করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা উহা হইতে তাজা মৎস্য আহার করিতে পার এবং যাহাতে উহা হইতে আহরণ করিতে পার রত্নাবলী, যাহা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর; এবং তোমরা দেখিতে পাও, উহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে এবং উহা এইজন্য যে, তোমরা যেন তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; (১৫) এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে পৃথিবী তোমাদেরকে লইয়া আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করিয়াছেন নদ-নদী ও পথ, যাহাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পার; (১৬) এবং পথনির্ণায়ক চিহ্নসমূহও। আর উহারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়। (১৭) সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তাহারই মত, যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?

আয়াত-(৬৫) আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্দ্বারা তিনি ভূমিকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে, যে সম্প্রদায় কথা শুনে তাহাদের জন্য।

১২.

১৭ সূরা বনী ইসরাঈল

আয়াত-(১২) আমি রাত্রি ও দিবসকে করিয়াছি দুইটি নিদর্শন, রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করিয়াছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করিয়াছি যাহাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা বর্ষসংখ্যা ও হিসাব জানিতে পার; এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

আয়াত-(৬৬) তোমাদের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন, যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার। তিনি তো তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৬৭) সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবল তিনি ব্যতীত অপর যাহাদেরকে তোমরা আহ্বান করিয়া থাক তাহারা অন্তর্হিত হইয়া যায়; অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করিয়া স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরাইয়া নাও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (৬৮) তোমরা কি নির্ভয় হইয়াছ যে, তিনি তোমাদেরকেসহ কোন অঞ্চল ধসাইয়া দিবেন না অথবা তোমাদের উপর শিলা বর্ষণকারী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিবেন না ? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্মবিধায়ক পাইবে না। (৬৯) অথবা তোমরা কি নির্ভয় হইয়াছ যে, তিনি তোমাদেরকে আর একবার সমুদ্রে লইয়া যাইবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাইবেন না এবং তোমাদের কুফরী করার জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করিবেন না ? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে

কোন সাহায্যকারী পাইবে না। (৭০) আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি; স্থলে ও সমুদ্রে উহাদের চলাচলের বাহন দিয়াছি; উহাদেরকে উত্তম রিযিক দান করিয়াছি এবং আমি যাহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের অনেকের উপর উহাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।

১৩.

২১ সূরা আম্বিয়া

আয়াত-(৩১) এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছি সুদৃঢ় পর্বত, যাহাতে পৃথিবী উহাদেরকে লইয়া এদিক-ওদিক ঢলিয়া না যায় এবং আমি উহাতে করিয়া দিয়াছি প্রশস্ত পথ, যাহাতে উহারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারে। (৩২) এবং আকাশকে করিয়াছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু উহারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। (৩৩) আল্লাহ্ই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে বিচরণ করে।

১৪.

২২ সূরা হাজ্জ

আয়াত-(৬১) উহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রির মধ্যে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা; (৬২) এইজন্যও যে, আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে উহা তো অসত্য, এবং আল্লাহ্, তিনিই তো সমুচ্চ, মহান। (৬৩) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ বারি বর্ষণ করেন আকাশ হইতে যাহাতে সবুজ শ্যামল হইয়া উঠে পৃথিবী? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সম্যক সূক্ষ্মদর্শী, পরিজ্ঞাত। (৬৪) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই, এবং আল্লাহ্, তিনিই তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। (৬৫) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়কে এবং তাঁহার নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে? আর তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাহাতে উহা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁহার অনুমতি ব্যতীত। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

১৫.

২৩ সূরা মূ'মিনুন

আয়াত-(৮৬) জিজ্ঞাসা কর, 'কে সপ্ত আকাশ এবং মহা-আরশের অধিপতি?' (৮৭) উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্'। বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?'

১৬.

২৪ সূরা নূর

আয়াত-(৪৩) তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তৎপর তাহাদেরকে একত্র করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি দেখিতে পাও, উহার মধ্য হইতে নির্গত হয় বারিধারা; আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হইতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং ইহা দ্বারা তিনি যাহাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর হইতে ইহা অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কাড়িয়া নেয়। (৪৪) আল্লাহ্ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য।

১৭.

২৫ সূরা ফুরকান

আয়াত-(৪৫) তুমি কি তোমার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য কর না কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছা করিলে ইহাকে তো স্থির রাখিতে পারিতেন, অনন্তর আমি সূর্যকে করিয়াছি ইহার নির্দেশক। (৪৬) অতঃপর আমি ইহাকে আমার দিকে ধীরে ধীরে গুটাইয়া আনি। (৪৭) এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে করিয়াছেন আবরণস্বরূপ, বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়াছেন নিদ্রা এবং সমুত্থানের জন্য দিয়াছেন দিবস। (৪৮) তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ূ প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হইতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। (৪৯) যদ্দ্বারা আমি মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীবজন্তু ও মানুষকে উহা পান করাই। (৫০) এবং আমি তো এই পানি উহাদের মধ্যে বিতরণ করি যাহাতে উহারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

আয়াত-(৫২) সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করিও না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে উহাদের সঙ্গে প্রবল অভিযান চালাইয়া যাও। (৫৩) তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন, একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর; উভয়ের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।

আয়াত-(৬১) কত মহান তিনি যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন রাশিচক্র এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র। (৬২) তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরস্পরের অনুগামীরূপে তাহার জন্য-যে উপদেশ গ্রহণ করিতে ও কৃতজ্ঞ হইতে চায়।

১৮

২৭ সূরা নাম্‌ল

আয়াত-(৬০) বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হইতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি উহা দ্বারা মনোরম উদ্যান

সৃষ্টি করি, উহার বৃক্ষাদি উদ্‌গত করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহারা সত্যবিচ্যুত হয়। (৬১) বরং তিনি, যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন বাস উপযোগী এবং উহার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করিয়াছেন নদী-নালা এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন অন্তরায়; আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও উহাদের অনেকেই জানে না। (৬২) বরং তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁহাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করিয়া থাক। (৬৩) বরং তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থলের ও পানির অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং যিনি স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ূ প্রেরণ করেন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? উহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ তাহা হইতে বহু ঊর্ধ্বে।

আয়াত-(৮৬) উহারা কি অনুধাবন করে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছি উহাদের বিশ্রামের জন্য এবং দিবসকে করিয়াছি আলোকপ্রদ? ইহাতে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

আয়াত-(৮৮) তুমি পর্বতমালা দেখিতেছ, মনে করিতেছ উহা স্থির, অথচ উহারা হইবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় সঞ্চরমাণ। ইহা আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি নৈপুণ্য, যিনি সমস্ত কিছুকে করিয়াছেন সুষম। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত।

১৯.

২৯ সূরা আনকাবুত

আয়ত-(৬৩) যদি তুমি উহাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া কে ভূমিকে সঞ্জীবিত করেন উহার মৃত্যুর পর? উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্'। বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই।' কিন্তু উহাদের অধিকাংশই ইহা অনুধাবন করে না।

২০.

৩০ সূরা রূম

আয়াত-(৪৬) তাঁহার নিদর্শনাবলীর একটি এই যে, তিনি বায়ূ প্রেরণ করেন সুসংবাদ দিবার জন্য ও তোমাদেরকে তাঁহার অনুগ্রহ আস্বাদন করাইবার জন্য; এবং যাহাতে তাঁহার নির্দেশে নৌযানগুলি বিচরণ করে, যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

আয়াত-(৪৮) আল্লাহ্, তিনি বায়ূ প্রেরণ করেন, ফলে ইহা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; অতঃপর তিনি ইহাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়াইয়া দেন; পরে ইহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখিতে পাও উহা হইতে নির্গত হয় বারিধারা;

অতঃপর যখন তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাদের নিকট ইচ্ছা ইহা পৌঁছাইয়া দেন, তখন উহারা হয় হর্ষোৎফুল্ল। (৪৯) যদিও ইতিপূর্বে উহাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের আগে উহারা নিরাশ ছিল। (৫০) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমিকে জীবিত করেন উহার মৃত্যুর পর। এইভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৫১) আর আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যাহার ফলে উহারা দেখে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তখন তো উহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে।

২১.

৩১ সূরা লুকমান

আয়াত-(১০) তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মান করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত তোমরা ইহা দেখিতেছ; তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন পর্বতমালা যাহাতে ইহা তোমাদেরকে লইয়া ঢলিয়া না পড়ে এবং ইহাতে ছড়াইয়া দিয়াছেন সর্বপ্রকার জীবজন্তু এবং আমিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া ইহাতে উদ্‌গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ। (১১) ইহা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি! তিনি ব্যতীত অন্যেরা কি সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও। সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

আয়াত-(২৯) তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিনত করেন? তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করিয়াছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত। (৩০) এইগুলি প্রমাণ যে, আল্লাহ্‌ই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে, তাহা মিথ্যা। আল্লাহ্, তিনি তো সমুচ্চ, মহান। (৩১) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে, যদ্‌দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁহার নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন? ইহাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য। (৩২) যখন তরঙ্গ উহাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত তখন উহারা আল্লাহ্‌কে ডাকে তাহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া। কিন্তু যখন তিনি উহাদেরকে উদ্ধার করিয়া স্থলে পৌঁছান তখন উহাদের কেহ কেহ সরল পথে থাকে; কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

২২.

৩৫ সূরা ফাতির

আয়াত-(১৩) তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে, তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করিয়াছেন নিয়মাধীন; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। আধিপত্য তাঁহারই।

এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদেরকে ডাক তাহারা তো খর্জুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়।

২৩.

৩৬ সূরা ইয়াসীন

আয়াত-(৩৭) উহাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, উহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন উহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। (৩৮) আর সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (৩৯) এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করিয়াছি বিভিন্ন মনযিল; অবশেষে উহা শুষ্ক বক্র, পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। (৪০) সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।

২৪.

৩৯ সূরা যুমার

আয়াত-(৫) তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করিয়াছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জানিয়া রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

আয়াত-(২১) তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্‌দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর ইহা শুকাইয়া যায়? ফলে তোমরা ইহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও, অবশেষে তিনি উহা খর-কুটায় পরিণত করেন। ইহাতে অবশ্যই উপদেশ রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।

২৫.

৪১ সূরা হা-মীম আস-সাজদা

আয়াত-(৯) বল, 'তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা কি তাঁহার সমকক্ষে দাঁড় করাইতেছ? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক!' (১০) তিনি স্থাপন করিয়াছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং উহাতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চার দিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের সমভাবে, যাঞ্চাকারীদের জন্য। (১১) অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, 'তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।' উহারা বলিল, 'আমরা

আসিলাম অনুগত হইয়া।' (১২) অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন, এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলাম সুরক্ষিত। ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা।

২৬.

৪২ সূরা শূরা

আয়াত-(৩৩) তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ূকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হইয়া পড়িবে সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য। (৩৪) অথবা তিনি তাহাদের কৃতকর্মের জন্য সেইগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন।

২৭.

৪৩ সূরা যুখ্‌রুফ

আয়াত-(১১) এবং যিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে। অতঃপর আমি তদ্‌দ্বারা সঞ্জীবিত করি নির্জীব জনপদকে। এইভাবেই তোমাদেরকে বাহির করা হইবে।

২৮.

৪৫ সূরা জাছিয়া

আয়াত-(২২) আল্লাহ্‌ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবে এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কর্মানুযায়ী ফল দেওয়া যাইতে পারে আর তাহাদের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

২৯.

৪৭ সূরা মুহাম্মদ

আয়াত-(১২) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্‌ তাহাদেরকে দাখিল করিবেন জান্নাতে। যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যাহারা কুফরী করে উহারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর পূর্তি করে; আর জাহান্নামই উহাদের নিবাস।

৩০.

৫০ সূরা কাফ্‌

আয়াত-(৬) উহারা কি উহাদের উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে না, আমি কিভাবে উহা নির্মাণ করিয়াছি ও উহাকে সুশোভিত করিয়াছি এবং উহাতে কোন ফাটলও নাই? (৭) আমি বিস্তৃত করিয়াছি ভূমিকে ও তাহাতে স্থাপন

করিয়াছি পর্বতমালা এবং উহাতে উদ্‌গত করিয়াছি নয়নপ্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ। (৮) আল্লাহ্‌র অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ। (৯) আকাশ হইতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্‌দ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি। (১০) ও সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ যাহাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর (১১) আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এইভাবে উত্থান ঘটিবে।

আয়াত-(৩৮) আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছি ছয় দিনে, আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।

৩১.

৫৫ সূরা রহমান

আয়াত-(১৯) তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যাহারা পরস্পর মিলিত হয়, (২০) কিন্তু উহাদের মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তরাল যাহা উহারা অতিক্রম করিতে পারে না।

৩২.

৫৭ সূরা হাদীদ

আয়াত-(৪) তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর আর্‌শে সমাসীন হইয়াছেন। তিনি জানেন যাহা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যাহা কিছু উহা হইতে বাহির হয় এবং আকাশ হইতে যাহা কিছু নামে ও আকাশে যাহা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্‌ তাহা দেখেন। (৫) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহারই এবং আল্লাহ্‌রই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হইবে। (৬) তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে এবং দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে এবং তিনি অন্তর্যামী।

৩৩.

৬৭ সূরা মূল্‌ক (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

৩৪.

৭১ সূরা নূহ

আয়াত-(১৬) এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপরূপে; (১৭) তিনি তোমাদেরকে উদ্ভুত করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে; (১৮) অতঃপর উহাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করিবেন ও পরে পুনরুত্থিত করিবেন; (১৯) এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য ভূমিকে করিয়াছেন বিস্তৃত- (২০) যাহাতে তোমরা চলাফেরা করিতে পার প্রশস্ত পথে।

৩৫.
৭৪ সূরা মুদ্দাসসির (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

৩৬.
৭৫ সূরা কিয়ামা
আয়াত-৮ এবং চন্দ্র হইয়া পড়িবে জ্যোতিহীন (৯) যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হইবে- (১০) সেদিন-মানুষ বলিবে, 'আজ পালাইবার স্থান কোথায়?'

৩৭.
৭৯ সূরা- নাযি'আত
আয়াত-(২৯) আর তিনি ইহার রাত্রিকে করিয়াছেন অন্ধকারচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করিয়াছেন ইহার সূর্যালোক; (৩০) এবং পৃথিবীকে ইহার পর বিস্তৃত করিয়াছেন।

৩৮.
৯১ সূরা শাম্‌স (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

৩৯.
৯২ সূরা লায়ল (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

বিষয়-৭

ইসলামই আল্লাহ্‌র একমাত্র ধর্ম

১.
১ সূরা ফাতিহা
আয়াত-(৫) আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর। (৬) তাহাদের পথ, যাহাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ, (৭) তাহাদের পথ নয় যাহারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।

২.
২ সূরা বাকারা
আয়াত-(১৪৩) এইভাবে আমি তোমদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হইবে। তুমি এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করিতেছিলে উহাকে আমি এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যাহাতে জানিতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরিয়া যায়। আল্লাহ্‌ যাহাদের সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন তাহারা ব্যতীত অপরের নিকট ইহা নিশ্চয়ই কঠিন। আল্লাহ্‌ এইরূপ নহেন যে, তোমাদের ঈমানকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।
আয়াত-(২০৮) হে মু'মিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
আয়াত-(২৫৬) দ্বীন গ্রহণে কোন জোর-জবরদস্তি নাই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। যে তাগূতকে অস্বীকার করিবে ও আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরিবে যাহা কখনও ভাঙ্গিবে না। আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।

৩.
৩ সূরা আলে ইমরান
আয়াত-(১৯) নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দ্বীন। যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাহাদের নিকট জ্ঞান

আসিবার পর মতানৈক্য ঘটাইয়াছিল। আর কেহ আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে অস্বীকার করিলে আল্লাহ্ তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

আয়াত-(৮৩) তাহারা কি চায় আল্লাহ্‌র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে ! আর তাঁহার দিকেই তাহারা প্রত্যানীত হইবে। (৮৪) বল, 'আমরা আল্লাহ্‌তে এবং আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যাহা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে যাহা প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিয়াছি, আমরা তাহাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী।' (৮৫) কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহা কখনও কবুল করা হইবে না এবং সে হইবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত।

৪.

৫ সূরা মায়িদা

আয়াত-(৩) তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকর-মাংস, 'আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নামে যবেহকৃত পশু আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু; তবে যাহা তোমরা যবেহ্ করিতে পারিয়াছ তাহা ব্যতীত, আর যাহা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তাহা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা এই সব পাপকাজ। আজ কাফিররা তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হইয়াছে; সুতরাং তাহাদেরকে ভয় করিও না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করিলাম। তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকিয়া ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হইলে তখন আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫.

৬ সূরা আন'আম

আয়াত-(৭০) যাহারা তাহাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাহাদেরকে প্রতারিত করে তুমি তাহাদের সঙ্গ বর্জন কর এবং ইহা দ্বারা তাহাদেরকে উপদেশ দাও, যাহাতে কেহ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ্ ব্যতীত তাহার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকিবে না এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তাহা গৃহীত হইবে না। ইহারাই নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হইবে; কুফরীহেতু ইহাদের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি !

আয়াত-(১২৫) আল্লাহ্ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে চাহিলে তিনি তাহার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করিয়া দেন এবং কাহাকেও বিপথগামী করিতে চাহিলে তিনি তাহার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দেন; তাহার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যাহারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাহাদেরকে এইভাবে লাঞ্ছিত করেন। (১২৬) ইহাই তোমার প্রতিপালক-নির্দেশিত সরল পথ। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে আমি তাহাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি। (১২৭) তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য রহিয়াছে শান্তির আবাস এবং তাহারা যাহা করিত তজ্জন্য তিনিই তাহাদের অভিভাবক।

৬.

১০ সূরা ইউনুস

আয়াত-(১০৪) বল, হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দ্বীনের প্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে জানিয়া রাখ, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদের ইবাদত কর আমি উহাদের ইবাদত করি না। পরন্তু আমি ইবাদত করি আল্লাহ্‌র যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং আমি মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। (১০৫) আর উহাও এই যে, 'তুমি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

৭.

২২ সূরা হাজ্জ

আয়াত-(৭৮) এবং জিহাদ কর আল্লার পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করিয়াছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই। ইহা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরন করিয়াছেন "মুসলিম" এবং এই কিতাবেও; যাহাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্‌কে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।

৮.

২৩ সূরা মু'মিনুন

আয়াত-(৫৩) কিন্তু তাহারা নিজেদের মধ্যে তাহাদের দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করিয়াছে। প্রত্যেক দলই তাহাদের নিকট যাহা আছে তাহা লইয়া আনন্দিত।

(৫৪) সুতরাং কিছু কালের জন্য উহাদেরকে স্বীয় বিভ্রান্তিতে থাকিতে দাও। (৫৫) উহারা কি মনে করে যে, আমি উহাদেরকে সাহায্যস্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি, তদ্দ্বারা (৫৬) উহাদের জন্য সকল প্রকার কল্যাণ ত্বরান্বিত করিতেছি? না, উহারা বুঝে না।

৯.

৩০ সূরা রূম

আয়াত-(৩২) যাহারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ লইয়া উৎফুল্ল।

আয়াত-(৪৩) তুমি সরল দ্বীনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যে দিবস অনিবার্য তাহা উপস্থিত হইবার পূর্বে, সেই দিন মানুষ বিভক্ত হইয়া পড়িবে।

১০.

৩৯ সূরা যুমার

আয়াতঃ-(২২) আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যাহার বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং যে তাহার প্রতিপালক-প্রদত্ত আলোতে রহিয়াছে, সে কি তাহার সমান যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ সেই কঠোরহৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যাহারা আল্লাহ্‌র স্মরণে পরাঙ্মুখ! উহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

১১.

৪২ সূরা শূরা

আয়াত-(১৩) তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন দ্বীন যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহকে, আর যাহা আমি ওহী করিয়াছি তোমাকে এবং যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এই বলিয়া যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না। তুমি মুশরিকদেরকে যাহার প্রতি আহ্বান করিতেছ তাহা উহাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁহার অভিমুখী, তাহাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন।

১২.

৪৯ হুজুরাত

আয়াত-(১৬) বল, 'তোমরা কি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে অবহিত করিতেছ? অথচ আল্লাহ্ জানেন যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যাহা কিছু আছে পৃথিবীতে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।'

বিষয়-৮

ধর্ম লইয়া বাড়াবাড়ি করিও না

১.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(১৭১) হে কিতাবীগণ! দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না ও আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিও না। মারইয়াম-তনয় ঈসা মসীহ্ তো আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁহার বাণী, যাহা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার আদেশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণে ঈমান আন এবং বলিও না, 'তিন !' নিবৃত্ত হও, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে। আল্লাহ্ তো একমাত্র ইলাহ্; তাঁহার সন্তান হইবে-তিনি ইহা হইতে পবিত্র। আসমানে যাহা কিছু আছে ও জমীনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই; কর্ম-বিধানে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

২.

৫ সূরা মায়িদা

আয়াত-(৭৭) বল, হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি করিও না; এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হইয়াছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে ও সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না।'

৩

৬ সূরা আন'আম

আয়াত-(১৫৯) যাহারা দ্বীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে তাহাদের কোন দায়িত্ব তোমার নয়, তাহাদের বিষয় আল্লাহ্‌র এখ্‌তিয়ারভুক্ত। আল্লাহ্ তাহাদেরকে তাহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

৪.

৭ সূরা আ'রাফ

আয়াত-(৫১) 'যাহারা তাহাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং পার্থিব জীবন যাহাদেরকে প্রতারিত করিয়াছিল।' সুতরাং আজ আমি তাহাদেরকে

বিস্মৃত হইব, যেভাবে তাহারা তাহাদের এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং যেভাবে তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছিল।

৫.

২০ সূরা তা-হা

আয়াত-(১২৭) এবং এইভাবেই আমি প্রতিফল দেই তাহাকে, যে বাড়াবাড়ি করে ও তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী।

৬

২২ সূরা হাজ্জ

আয়াত-(৬৮) উহারা যদি তোমার সঙ্গে বিতন্ডা করে তবে বলিও, তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত। (৬৯) 'তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন।'

৭.

৭০ সূরা মা'আরিজ

আয়াত-(৪১) উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানবগোষ্ঠীকে উহাদের স্থলবর্তী করিতে এবং ইহাতে আমি অক্ষম নই। (৪২) অতএব উহাদেরকে বাক-বিতন্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকিতে দাও, যে দিবস সম্পর্কে তাহাদেরকে সতর্ক করা হইয়াছিল, তাহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

বিষয়-৯

কুরআনকে তুচ্ছমুল্যে বিক্রি করিও না

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(৪১) আমি যাহা অবতীর্ন করিয়াছি তোমরা তাহাতে ঈমান আন। ইহা তোমাদের নিকট যাহা আছে উহার প্রত্যায়নকারী। আর তোমরাই উহার প্রথম প্রত্যাখানকারী হইও না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করিও না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

আয়াত-(৭৯) সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, 'ইহা আল্লাহ্র নিকট হইতে।' তাহাদের হাত যাহা রচনা করিয়াছে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের এবং যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের।

আয়াত-(১৭৪) আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ন করিয়াছেন যাহারা তাহা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করে তাহারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই পুরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবেন না এবং তাহাদেরকে পবিত্র করিবেন না। তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে। (১৭৫) তাহারাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করিয়াছে; আগুন সহ্য করিতে তাহারা কতই না ধৈর্য্যশীল! (১৭৬) ইহা এইহেতু যে, আল্লাহ্ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং যাহারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, নিশ্চয় তাহারা দুস্তর মতভেদে রহিয়াছে।

২.

৩ সূরা আলে ইমরান

আয়াত-(৭৭) যাহারা আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাহাদের কোন অংশ নাই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবেন না এবং তাহাদের দিকে চাহিবেন না এবং তাহাদেরকে পরিশুদ্ধ করিবেন না; তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

আয়াত-(১৮৭) স্মরণ কর, যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল আল্লাহ্ তাহাদের প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেনঃ 'তোমরা উহা মানুষের নিকট স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ

করিবে এবং উহা গোপন করিবে না'। ইহার পরও তাহারা উহা অগ্রাহ্য করে ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে; সুতরাং তাহারা যাহা ক্রয় করে তাহা কত নিকৃষ্ট।
আয়াত-(১৯৯) কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত হইয়া তাঁহার প্রতি এবং তিনি যাহা তোমাদের ও তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে অবশ্যই ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে না; ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কার রহিয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

৩.
৪ সূরা নিসা
আয়াত-(৫৬) যাহারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবই; যখনই তাহাদের চর্ম দগ্ধ হইবে তখনই উহার স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করিব, যাহাতে তাহারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

৪.
৫ সূরা মায়িদা
আয়াত-(৪৪) নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম; উহাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো; নবীগণ, যাহারা আল্লাহ্‌র অনুগত ছিল তাহারা ইয়াহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত, আরও বিধান দিত রাব্বানীগণ এবং বিদ্বানগণ; কারণ তাহাদেরকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক করা হইয়াছিল এবং তাহারা ছিল উহার সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করিও না। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই কাফির।

৫.
৯ সূরা তওবা (এই সূরায় বিসমিল্লাহ নাই)
আয়াত-(৯) তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে এবং তাহারা লোকদেরকে তাঁহার পথ হইতে নিবৃত্ত করে; নিশ্চয়ই তাহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা অতি নিকৃষ্ট!

বিষয়-১০

আল কুরআন এবং উহার চ্যালেঞ্জ

১.
২ সূরা বাকারা
আয়াত-(২৩) আমি আমার বান্দার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিলে তোমরা ইহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। (২৪) যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনই করিতে পারিবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর, মানুষ ও পাথর হইবে যাহার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে।
আয়াত-(১০৬) আমি কোন আয়াত রহিত করিলে কিংবা বিস্মৃত হইতে দিলে তাহা হইতে উত্তম কিংবা তাহার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌ই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২.
৩ সূরা আলে ইমরান
আয়াত-(৩) তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহা উহার পূর্বের কিতাবের সমর্থক। আর তিনি অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাওরাত ও ইনঞ্জীল-(৪)ইতিপূর্বে মানবজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য; আর তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন। যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, দণ্ডদাতা।
আয়াত-(৭) তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহার কিছু আয়াত "মুহ্‌কাম" এইগুলি কিতাবের মূল; আর অন্যগুলি "মুতাশাবিহ্", যাহাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রহিয়াছে শুধু তাহারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ ইহার ব্যাখ্যা জানে না। আর যাহারা জ্ঞানে সুগভীর তাহারা বলে, 'আমরা ইহা বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আগত এবং বোধশক্তিসম্পন্নরা ব্যতীত অপর কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না।

৩.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(৮২) তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? ইহা যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে আসিত তবে তাহারা উহাতে অনেক অসংগতি পাইত।

৪.

৬ সূরা আন'আম

আয়াত-(৭) আমি যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করিতাম আর তাহারা যদি উহা হস্ত দ্বারা স্পর্শও করিত তবুও কাফিররা বলিত, ইহা স্পষ্ট জাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আয়াত-(১১৫) সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহ নাই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (১১৬) যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। তাহারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; আর তাহারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে।

৫.

৭ সূরা আ'রাফ

আয়াত-(২) তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ন করা হইয়াছে, তোমার মনে যেন ইহার সম্পর্কে কোন সঙ্কোচ না থাকে ইহার দ্বারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে এবং মু'মিনদের জন্য ইহা উপদেশ। (৩) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তোমরা তাহার অনুসরণ কর এবং তাঁহাকে ছাড়া অন্যান্য অভিভাবকের অনুসরণ করিও না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

৬.

১০ সূরা ইউনুস

আয়াত-(৩৭) এই কুরআন আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহারও রচনা নয়। পক্ষান্তরে, ইহার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ইহা তাহার সমর্থন এবং ইহা বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে। (৩৮) তাহারা কি বলে, 'সে ইহা রচনা করিয়াছে?' বল, 'তবে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সুরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

আয়াত-(৬১) তুমি যে কোন অবস্থায় থাক এবং তুমি তৎসম্পর্কে কুরআন হইতে

যাহা তিলাওয়াত কর এবং তোমরা যে কোন কাজ কর, আমি তোমাদের পরিদর্শক যখন তোমরা উহাতে প্রবৃত্ত হও। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অণু পরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচরে নয় এবং উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই। (৬২) জানিয়া রাখ! আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না। (৬৩) যাহারা ঈমান আনে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে, (৬৪) তাহাদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখিরাতে, আল্লাহ্র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই; উহাই মহা-সাফল্য।

৭.

১১ সূরা হুদ

আয়াত-(১৩) তাহারা কি বলে, 'সে ইহা নিজে রচনা করিয়াছে?' বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমরা ইহার অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাকে পার, ডাকিয়া নাও।' (১৪) যদি তাহারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া না দেয় তবে জানিয়া রাখ, ইহা তো আল্লাহ্র ইল্ম মুতাবিক অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তাহা হইলে তোমরা আত্মসমর্পণকারী হইবে কি?

৮.

১২ সূরা ইউসূফ

আয়াত-(১) আলিফ-লাম-রা; এই গুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (২) ইহা আমিই অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় কুরআন, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার। (৩) আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করিতেছি, ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করিয়া; যদিও ইহার পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।

৯.

১৩ সূরা রা'দ

আয়াত-(৩১) যদি কোন কুরআন এমন হইত যদ্দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যাইত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যাইত অথবা মৃতের সঙ্গে কথা বলা যাইত, তবুও উহারা উহাকে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্র ইখতিয়ারভুক্ত। তবে কি যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের প্রত্যয় হয় নাই যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই সকলকে সৎপথে পরিচালিত করিতে পারিতেন? যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের কর্মফলের জন্য তাহাদের বিপর্যয় ঘটিতেই থাকিবে, অথবা বিপর্যয় তাহাদের আশেপাশে আপতিত হইতেই থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি আসিয়া পড়িবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

১০.

১৫ সূরা হিজর

আয়াত-(৯) আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং অবশ্য আমিই উহার সংরক্ষক।

আয়াত-(৮৭) আমি তো তোমাকে দিয়াছি সাত আয়াত যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়াছি মহান কুরআন।

১১.

১৭ সূরা বণী ইসরাঈল

আয়াত-(৮৮) বল, যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় এবং যদিও তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তাহারা উহার অনুরূপ আনয়ন করিতে পারিবে না। (৮৯) 'আর অবশ্যই আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফ্‌রী করা ব্যতীত ক্ষান্ত হইল না।'

আয়াত-(১০৫) আমি সত্যসহই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং উহা সত্যসহই অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি।

১২.

১৮ সুরা কাহ্‌ফ

আয়াত-(২৭) তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব হইতে পাঠ করিয়া শুনাও। তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহই নাই। তুমি কখনই তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাইবে না।

১৩.

২০ সূরা তা-হা

আয়াত-(১১৩) এইরূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় এবং উহাতে বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি সতর্কবাণী যাহাতে উহারা ভয় করে অথবা ইহা হয় উহাদের জন্য উপদেশ।

১৪.

২২ সূরা হাজ্জ

আয়াত-(৭০) তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে আল্লাহ্‌ তাহা জানেন? এই সকলই আছে এক কিতাবে; নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহ্‌র নিকট সহজ।

১৫.

২৫ সূরা ফুরকান

আয়াত-(১) কত মহান তিনি যিনি তাঁহার বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হইতে পারে!

১৬.

২৭ সূরা নামল

আয়াত-(৭৫) আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নাই, যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।

১৭.

৩৯ সূরা যুমার

আয়াত-(২৮) আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত, যাহাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।

১৮.

৪১ সূরা হা-মীম আস-সাজদা

আয়াত-(৪৪) আমি যদি 'আজমী ভাষায় কুরআন অবতীর্ন করিতাম তবে উহারা অবশ্যই বলিত, ইহার আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত হয় নাই কেন?' কী আশ্চর্য যে, ইহার ভাষা 'আজমী, অথচ রাসূল আরবীয়! বল, 'মু'মিনদের জন্য ইহা পথনির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার।' কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা এবং কুরআন হইবে ইহাদের জন্য অন্ধত্ব। ইহারা এমন যে, ইহাদেরকে যেন আহ্বান করা হয় বহুদূর হইতে।

১৯.

৪২ সুরা শূরা

আয়াত-(৩) এইভাবেই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌।

আয়াত-(৭) এইভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ন করিয়াছি আরবী ভাষায়, যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার মক্কা ও উহার চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করিতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

২০.

৪৩ সূরা যুখ্‌রুফ

আয়াত-(৪৪) কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু; তোমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হইবে। (৪৫) তোমার পূর্বে আমি যে

সকল রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদেরকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করিয়াছিলাম যাহার 'ইবাদত করা যায়?

২১.
৪৫ সূরা যাছিয়া
আয়াত-(২০) এই কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত।

২২.
৫২ সূরা তূর
আয়াত-(৩৩) উহারা কি বলে, 'এই কুরআন তাহার নিজের রচনা?' বরং উহারা অবিশ্বাসী। (৩৪) উহারা যদি সত্যবাদী হয় তবে ইহার সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক না! (৩৫) উহারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হইয়াছে, না উহারা নিজেরাই স্রষ্টা? (৩৬) না কি উহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে? বরং উহারা তো অবিশ্বাসী।

২৩.
৫৬ সূরা ওয়াকী'আ
আয়াত-(৭৭) নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন। (৭৮) যাহা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। (৭৯) যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করে না। (৮০) ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ। (৮১) তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করিবে?

২৪.
৫৮ সূরা মুজাদালা
আয়াত-(২১) আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমি অবশ্যই বিজয়ী হইব এবং আমার রাসূলগণও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমাশালী।

২৫.
৬৯ সূরা হাক্কা
আয়াত-(৪১) ইহা কোন কবির রচনা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর, (৪২) ইহা কোন গণকের কথাও নয়; তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। (৪৩) ইহা জগতসমূহের পতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ। (৪৪) সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিত, (৪৫) আমি অবশ্যই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম, (৪৬) এবং কাটিয়া দিতাম তাহার জীবন ধমনী, (৪৭) অতঃপর

তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে। (৪৮) এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ। (৪৯) আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রহিয়াছে। (৫০) এবং এই কুরআন নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হইবে, (৫১) অবশ্যই ইহা নিশ্চিত সত্য। (৫২) অতএব তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

২৬.
৮৫ সূরা বুরূজ
আয়াত-(২১) বস্তুত ইহা সম্মানিত কুরআন। (২২) সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

২৭.
৯৭ সূরা কাদর
আয়াত-(১) নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি মহিমান্বিত রজনীতে;

বিষয়-১১

মানব হৃদয়ে আল কুরআন নাযিল বা অবতীর্ণ

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(৯৭) বল, 'যে কেহ জিব্‌রাঈলের শত্রু এই জন্য যে, সে আল্লাহ্‌র নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছাইয়া দিয়াছে, যাহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যাহা মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ'-

২.

২৬ সূরা সু' আরা

আয়াত-(১৯২) নিশ্চয়ই আল কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ। (১৯৩) জিব্‌রাঈল ইহা লইয়া অবতরন করিয়াছে। (১৯৪) তোমার হৃদয়ে, যাহাতে তুমি সতর্ককারী হইতে পার। (১৯৫) অবতীর্ণ করা হইয়াছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১৯৬) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই ইহার উল্লেখ আছে।

৩.

৫৯ সূরা হাশ্‌র

আয়াত-(২১) যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম তবে তুমি উহাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ দেখিতে। আমি এই সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাহাতে তাহারা চিন্তা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। (২৩) তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র, মহান।

বিষয়-১২

আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কিতাবে ঈমান আনা

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(২) ইহা সেই কিতাব; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথনির্দেশ,

আয়াত-(৪) এবং তোমার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে ও তোমার পূর্বে যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে যাহারা ঈমান আনে ও আখিরাতে যাহারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, (৫) তাহারাই তাহাদের প্রতিপালক-নির্দেশিত পথে রহিয়াছে এবং তাহারাই সফলকাম।

আয়াত-(১৩) যখন তাহাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক ঈমান আনিয়াছে তোমরাও তাহাদের মত ঈমান আনয়ন কর, তাহারা বলে, 'নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান আনিয়াছে আমরাও কি সেইরূপ ঈমান আনিব?' সাবধান! ইহারাই নির্বোধ, কিন্তু ইহারা জানে না। (১৪) যখন তাহারা মু'মিনগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি', আর যখন তাহারা নিভৃতে তাহাদের শয়তানদের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছি; আমরা শুধু তাহাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করিয়া থাকি।' (১৫) আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে তামাশা করেন এবং তাহাদেরকে তাহাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইবার অবকাশ দেন। (১৬) ইহারাই হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নাই, তাহারা সৎপথেও পরিচালিত নহে। (১৭) তাহাদের উপমা : যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করিল; উহা যখন তাহার চতুর্দিক আলোকিত করিল আল্লাহ্ তখন তাহাদের জ্যোতি অপসারিত করিলেন এবং তাহাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলিয়া দিলেন, তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না- (১৮) তাহারা বধির, মূক, অন্ধ, সুতরাং তাহারা ফিরিবে না।

আয়াত-(৮৮) তাহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত', বরং কুফরীর জন্য আল্লাহ্ তাহাদেরকে লা'নত করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের অল্পসংখ্যকই ঈমান আনে। (৮৯) তাহাদের নিকট যাহা আছে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যখন তাহার প্রত্যায়নকারী কিতাব আসিল; যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে তাহারা ইহার সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করিত, তবুও তাহারা যাহা জ্ঞাত ছিল উহা যখন তাহাদের নিকট আসিল তখন তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং কাফিরদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত। (৯০) উহা কত নিকৃষ্ট যাহার বিনিময়ে তাহারা

তাহাদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে- উহা এই যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, জিদের বশবর্তী হইয়া তাহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিত শুধু এই কারণে যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তাহারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হইল। কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। (৯১) এবং যখন তাহাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আনয়ন কর', তাহারা বলে, 'আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাস করি।' অথচ তাহা ব্যতীত সব কিছুই তাহারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও উহা সত্য এবং যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহার প্রত্যায়নকারী। বল, 'যদি তোমরা মু'মিন হইতে তবে কেন তোমরা অতীতে আল্লাহ্‌র নবীগণকে হত্যা করিয়াছিলে?'

আয়াত-(১৪৬) আমি যাহাদেরকে কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহাকে সেইরূপ জানে যেইরূপ তাহারা নিজেদের সন্তানগণকে চিনে এবং তাহাদের একদল জানিয়া-শুনিয়া সত্য গোপন করিয়া থাকে। (১৪৭) সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

আয়াত-(১৫১) যেমন আমি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দেয় আর তোমরা যাহা জানিতে না তাহা শিক্ষা দেয়। (১৫২) সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করিব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং অকৃতজ্ঞ হইও না।

আয়াত-(১৭০) যখন তাহাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা তোমরা অনুসরণ কর', তাহারা বলে, 'না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাহাতে পাইয়াছি তাহার অনুসরণ করিব?' এমন কি তাহাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝিত না এবং তাহারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না– তৎসত্ত্বেও।

২.

৩ সূরা আলে ইমরান

আয়াত-(৬৪) তুমি বল, 'হে কিতাবীগণ! আস সে কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁহার শরীক না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ্ ব্যতীত রব হিসাবে গ্রহণ না করে।' যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় তবে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম।'

আয়াত-(৭৮) আর নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যে একদল লোক আছে যাহারা কিতাবকে

জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাহাতে তোমরা উহাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের অংশ মনে কর; কিন্তু উহা কিতাবের অংশ নয় এবং তাহারা বলে, 'উহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে', কিন্তু উহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত নয়। তাহারা জানিয়া-শুনিয়া আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

৩.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(১৩৬) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহে, তাঁহার রাসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আন। এবং কেহ আল্লাহ্, তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণ, তাঁহার কিতাবসমূহ, তাঁহার রাসূলগণ এবং আখিরাতকে প্রত্যাখ্যান করিলে সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।

আয়াত-(১৬৬) পরন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার মাধ্যমে। তিনি তাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন নিজ জ্ঞানে এবং ফেরেশ্‌তাগণও সাক্ষী দেয়। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

৪.

৫ সূরা মায়িদা

আয়াত-(১৫) হে কিতাবীগণ! আমার রাসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তোমরা কিতাবের যাহা গোপন করিতে সে উহার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক কিছু উপেক্ষা করিয়া থাকে। আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে।

আয়াত-(৪৮) আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের প্রত্যায়নকারী ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে তুমি তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শরী'আত ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এক জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যাহা দিয়াছেন তদ্‌দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করিবেন। (৪৯) কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুযায়ী তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি কর, তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ না কর এবং তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও যাহাতে আল্লাহ্ যাহা তোমার

প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহার কিছু হইতে তোমাকে বিচ্যুত না করে। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় তবে জানিয়া রাখ যে, তাহাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাহাদেরকে শাস্তি দিতে চাহেন এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।

আয়াত-(৫৭) হে, মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাহাদেরকে ও কাফিরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না এবং যদি তোমরা মু'মিন হও তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

আয়াত-(৬৭) হে রাসুল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রচার কর; যদি না কর তবে তো তুমি তাঁহার বার্তা প্রচার করিলে না। আল্লাহ্ তোমাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্, কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (৬৮) বল, 'হে কিতাবীগণ! তাওরাত, ইন্‌জীল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তোমরা তাহা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তিই নাই।' তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বর্ধিত করিবে। সুতরাং তুমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না।

৫.

৬ সূরা আন্'আম

আয়াত-(২৫) তাহাদের মধ্যে কতক তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে, কিন্তু আমি তাহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে; তাহাদেরকে বধির করিয়াছি এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিলেও তাহারা উহাতে ঈমান আনিবে না; এমনকি তাহারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হয় তখন কাফিররা বলে, 'ইহা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নয়।'

আয়াত-(১১১) আমি তাহাদের নিকট ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করিলেও এবং মৃতেরা তাহাদের সঙ্গে কথা বলিলেও এবং সকল বস্তুকে তাহাদের সম্মুখে হাজির করিলেও যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তবে তাহারা ঈমান আনিবে না; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

৬.

৭ সূরা আ'রাফ

আয়াত-(১৬৮) দুনিয়ায় আমি তাহাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি; তাহাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ ও কতক অন্যরূপ এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা আমি তাহাদেরকে পরীক্ষা করি, যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে। (১৬৯) অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষগণ একের পর এক তাহাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়; তাহারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, 'আমাদেরকে ক্ষমা করা হইবে।' কিন্তু উহার অনুরূপ সামগ্রী তাহাদের নিকট আসিলে উহাও তাহারা গ্রহণ করে; কিতাবের অঙ্গীকার কি তাহাদের নিকট হইতে নেওয়া হয় নাই যে, তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিবে না? এবং তাহারা তো উহাতে যাহা আছে তাহা অধ্যয়নও করে। যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি ইহা অনুধাবন কর না? (১৭০) যাহারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে, আমি তো এইরূপ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না।

৭.

৯ সূরা তওবা

আয়াত-(২০) যাহারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তাহারাই সফলকাম। (২১) উহাদের প্রতিপালক উহাদেরকে সুসংবাদ দিতেছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে আছে তাহাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তি।

আয়াত-(২৯) যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে না, শেষ দিবসেও নয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।

৮.

১৩ সূরা রা'দ

আয়াত-(১৮) কল্যাণ তাহাদের যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়। এবং যাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় না, তাহাদের যদি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই থাকিত এবং তাহার সঙ্গে সমপরিমাণ আরো থাকিত উহারা মুক্তিপণস্বরূপ তাহা দিত। উহাদের হিসাব হইবে কঠোর এবং জাহান্নাম হইবে

উহাদের আবাস, উহা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল। (১৯) তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যে ব্যক্তি সত্য বলিয়া জানে আর যে অন্ধ তাহারা কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকশক্তিসম্পন্নগণই।

আয়াত-(৩৬) আমি যাহাদেরকে কিতাব দিয়াছি তাহারা যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে আনন্দ পায়, কিন্তু কোন কোন দল উহার কতক অংশ অস্বীকার করে। বল, 'আমি তো আল্লাহ্‌র ইবাদত করিতে ও তাঁহার কোন শরীক না করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। আমি তাঁহারই প্রতি আহ্বান করি এবং তাঁহারই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।' (৩৭) এইভাবে আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি বিধানরূপে আরবী ভাষায়। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকিবে না।

৯.

১৫ সূরা হিজর

আয়াত-(১৩) ইহারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনিবে না এবং অতীতে পূর্ববর্তীদেরও এই আচরণ ছিল।

১০.

১৬ সূরা নাহ্‌ল

আয়াত-(৬৪) আমি তো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাহাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং মু'মিনদের জন্য পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ।

আয়াত-(১০২) বল, 'তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে রুহুল-কুদুস-জিব্‌রাঈল সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছে, যাহারা মু'মিন তাহাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদস্বরূপ মুসলিমদের জন্য।'

১১.

২১ সূরা আম্বিয়া

আয়াত-(১০) আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি কিতাব যাহাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?

১২.

২২ সূরা হাজ্জ

আয়াত-(৭১) এবং উহারা ইবাদত করে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর যাহার সম্পর্কে তিনি কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই এবং যাহার সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। আর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই। (৭২) এবং উহাদের নিকট

আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হইলে তুমি কাফিরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষ লক্ষ্য করিবে। যাহারা উহাদের নিকট আমার আয়াত তিলাওয়াত করে তাহাদেরকে উহারা আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। বল, 'তবে কি আমি তোমাদেরকে ইহা অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দিব?- ইহা আগুন। এই বিষয়ে আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কাফিরদেরকে এবং ইহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।' (৭৩) হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হইতেছে, মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ কর : তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদেরকে ডাক তাহারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না, এই উদ্দেশ্যে তাহারা সকলে একত্র হইলেও। এবং মাছি যদি কিছু ছিনাইয়া লইয়া যায় তাহাদের নিকট হইতে, ইহাও তাহারা উহার নিকট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। অন্বেষক ও অন্বেষিত কতই দুর্বল।

১৩.

২৪ সূরা নূর

আয়াত-(১) ইহা একটি সূরা, ইহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি এবং ইহার বিধানকে অবশ্যপালনীয় করিয়াছি, ইহাতে আমি অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

১৪.

২৫ সূরা ফুরকান

আয়াত-(৬) বল, 'ইহা তিনিই অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

১৫.

২৬ সূরা শু'আরা

আয়াত-(১৯৮) আমি যদি ইহা কোন আ'জামীর প্রতি অবতীর্ণ করিতাম, (১৯৯)এবং উহা সে উহাদের নিকট পাঠ করিত, তবে উহারা উহাতে ঈমান আনিত না; (২০০) এইভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করিয়াছি।

১৬.

২৯ সূরা আনকাবূত

আয়াত-(২) মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' এই কথা বলিলেই উহাদেরকে পরীক্ষা না করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইবে? (৩) আমি তো ইহাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করিয়াছিলাম; আল্লাহ্‌ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা মিথ্যাবাদী।

আয়াত-(৫১) ইহা কি উহাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহা উহাদের নিকট পাঠ করা হয়? ইহাতে অবশ্যই অনুগ্রহ ও উপদেশ রহিয়াছে সেই কওমের জন্য যাহারা ঈমান আনে।

১৭.

৩০ সূরা রূম

আয়াত-(৩৩) মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন উহারা বিশুদ্ধচিত্তে উহাদের প্রতিপালককে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন উহাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান তখন উহাদের একদল উহাদের প্রতিপালকের শরীক করিয়া থাকে।

১৮.

৩১ সূরা লুকমান

আয়াত-(২০) তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিয়াছেন? মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞাতবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাহাদের না আছে পথনির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব। (২১) উহাদেরকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা অনুসরণ কর।' উহারা বলে, 'বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাহাতে পাইয়াছি তাহারই অনুসরণ করিব।' শয়তান যদি উহাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কি?

১৯.

৩২ সূরা সাজদা

আয়াত-(২) এই কিতাব জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। (৩) তবে কি উহারা বলে, 'ইহা সে নিজে রচনা করিয়াছে?' না, ইহা তোমার প্রতিপালক হইতে আগত সত্য, যাহাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার, যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, হয়ত উহারা সৎপথে চলিবে।

২০.

৩৪ সূরা সাবা

আয়াত-(৬) যাহাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাই সত্য; ইহা পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ করে।

২১.

৩৬ সূরা ইয়াসিন

আয়াত- (১) ইয়া-সীন, (২) শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের, (৩) তুমি অবশ্যই রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত, (৪) তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। (৫) কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নিকট হইতে, (৬) যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার এমন এক জাতিকে যাহাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয় নাই, যাহার ফলে উহারা গাফিল। (৭) উহাদের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হইয়াছে, সুতরাং উহারা ঈমান আনিবে না। (৮) আমি উহাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরাইয়াছি, ফলে উহারা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া গিয়াছে। (৯) আমি উহাদের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি এবং উহাদেরকে আবৃত করিয়াছি; ফলে উহারা দেখিতে পায় না। (১০) তুমি উহাদেরকে সতর্ক কর বা না কর, উহাদের পক্ষে উভয়ই সমান; উহারা ঈমান আনিবে না। (১১) তুমি কেবল তাহাকেই সতর্ক করিতে পার যে উপদেশ মানিয়া চলে এবং না দেখিয়া দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে। অতএব তাহাকে তুমি ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের সংবাদ দাও।

২২.

৩৯ সূরা যুমার

আয়াত-(১) এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে। (২) আমি তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ অবতীর্ণ করিয়াছি। সুতরাং আল্লাহ্‌র ইবাদত কর তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া।

২৩.

৪০ সূরা মু'মিন

আয়াত-(২) এই কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে-

২৪.

৪১ সূরা হা-মীম, আস-সাজ্‌দা

আয়াত-(৪) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, সুতরাং উহারা শুনিবে না। (৫) উহারা বলে, 'তুমি যাহার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করিতেছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত, আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল; সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি।'

২৫.

৪২ সূরা শূরা

আয়াত-(১৭) আল্লাহ্‌ই অবতীর্ণ করিয়াছেন সত্যসহ কিতাব এবং তুলাদণ্ড। তুমি কি জান, সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন? (১৮) যাহারা ইহা বিশ্বাস করে না তাহারাই ইহা ত্বরান্বিত করিতে চায়। আর যাহারা বিশ্বাসী তাহারা উহাকে ভয় করে এবং জানে উহাই সত্য। জানিয়া রাখ, কিয়ামত সম্পর্কে যাহারা বাক-বিতণ্ডা করে তাহারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

২৬.

৪৬ সূরা আহ্‌কাফ

আয়াত-(২) এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ; (৩) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু কাফিররা, উহাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয়। (৪) বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদেরকে ডাক তাহাদের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ইহারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও অথবা আকাশমণ্ডলীতে উহাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকিলে তাহা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (৫) সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও উহাতে সাড়া দিবে না। এবং এইগুলি উহাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়। (৬) যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হইবে তখন ঐগুলি হইবে উহাদের শত্রু এবং ঐগুলি উহাদের ইবাদত অস্বীকার করিবে।

আয়াত-(২৬) আমি উহাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলাম তোমাদেরকে তাহা দেই নাই; আমি উহাদেরকে দিয়াছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু উহাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় উহাদের কোন কাজে আসে নাই; কেননা উহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছিল। যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত, উহাই উহাদেরকে পরিবেষ্টন করিল।

২৭.

৫৪ সূরা কামার

আয়াত-(১৭) কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

২৮.

৫৭ সূরা হাদীদ

আয়াত-(৭) তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যাহা কিছুর উত্তরাধিকারী করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাহাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার। (৮) তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিতে আহ্বান করিতেছে এবং আল্লাহ্‌ তোমাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

২৯.

৬৪ সূরা তাগাবুন

আয়াত-(৮) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌, তাঁহার রাসূল ও যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবহিত।

বিষয়-১৩

আল কুরআন পাঠের বিধান

১.
২ সূরা বাকারা
আয়াত-(১২১) যাহাদেরকে আমি কিতাব দিয়াছি তাহারা যথাযথভাবে ইহা তিলাওয়াত করে তাহারাই ইহাতে বিশ্বাস করে, আর যাহারা ইহা প্রত্যাখ্যান করে তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ।

২.
৭ সূরা আ'রাফ
আয়াত-(২০৪) যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সঙ্গে উহা শ্রবন করিবে এবং নিশ্চুপ হইয়া থাকিবে যাহাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়। (২০৫) তোমার প্রতিপালককে মনে মনে বিনীত ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করিবে এবং তুমি উদাসীন হইবে না।

৩.
১৭ সূরা বণী ইসরাঈল
আয়াত-(৪৫) তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রাখিয়া দেই। (৪৬) আমি উহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন উহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে এবং উহাদেরকে বধির করিয়াছি; 'তোমার প্রতিপালক এক', ইহা যখন তুমি কুরআন হইতে আবৃত্তি কর তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উহারা সরিয়া পড়ে। (৪৭) যখন উহারা কান পাতিয়া তোমার কথা শুনে তখন উহারা কেন কান পাতিয়া শুনে তাহা আমি ভাল জানি, এবং ইহাও জানি, গোপনে আলোচনাকালে জালিমরা বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ।'
(১০৬) আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি খণ্ড খণ্ড ভাবে যাহাতে তুমি উহা মানুষের নিকট পাঠ করিতে পার ক্রমে ক্রমে এবং আমি উহা ক্রমশ অবতীর্ণ করিয়াছি।

৪.
২০ সূরা তা-হা
আয়াত-(১১৪) আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি। তোমার প্রতি আল্লাহ্র ওহী সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করিও না এবং বল, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর"।

৫.
৩৩ সূরা আহ্যাব
আয়াত-(৩৪) আল্লাহ্র আয়াত ও জ্ঞানের কথা যাহা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তাহা তোমরা স্মরণ রাখিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবহিত।

৬.
৫৬ সূরা ওয়াকী'আ
(৭৯) যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করে না।

৭.
৭৩ সূরা মুয্যাম্মিল
আয়াত-(৪) অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে;

৮.
৭৫ সূরা কিয়ামা
আয়াত-(১৬) তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ব করিবার জন্য তুমি তোমার জিহবা উহার সঙ্গে সঞ্চালন করিও না। (১৭) ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাইবার দায়িত্ব আমারই, (১৮) সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুকরণ কর, (১৯) অতঃপর ইহার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।

বিষয়-১৪

আল্লাহ্ জগতসমূহের প্রতিপালক ও অভিভাবক এবং কুরসী ও সার্বভৌত্বের মালিক

১.

১ সূরা ফাতিহা

আয়াত-(১) সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই, (২) যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু,

২.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(১০৭) তুমি কি জান না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্রই? এবং আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবকও নাই, সাহায্যকারীও নাই।

আয়াত-(২৫৫) আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্ত্বার ধারক। তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত তাঁহারই। কে সে, যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে? তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত্ব করিতে পারে না। তাঁহার 'কুরসী' আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

৩.

৩ সূরা আলে ইমরান

আয়াত-(২৬) বল, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ক্ষমতা কাড়িয়া লও; যাহাকে ইচ্ছা তুমি ইজ্জত দান কর, আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(১২৬) আস্মান ও জমীনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্রই এবং সবকিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

আয়াত-(১৩২) আস্মানে যাহা আছে ও জমীনে যাহা আছে সব আল্লাহ্রই এবং কর্মবিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

৫.

৫ সূরা মায়িদা

আয়াত- (১৮) ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানগণ বলে, 'আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও তাঁহার প্রিয়'। বল, 'তবে কেন তিনি তোমোদের পাপের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দেন? না, তোমরা মানুষ তাহাদেই মতো যাহাদেরকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন।' যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন; আস্মান ও জমিনের এবং উহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই, আর প্রত্যাবর্তন তাঁহারই দিকে।

আয়াত-(৪০) তুমি কি জান না,আসমান ও জমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই? যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন আর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

আয়াত-(১২০) আসমান ও জমীন এবং উহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

৬.

৬ সূরা আন'আম

আয়াত-(৫৯) অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না। জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে তাহা তিনিই অবগত, তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।

আয়াত-(৬৫) বল, 'তোমাদের উর্ধ্বদেশ অথবা পাদদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিতে, অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিতে অথবা এক দলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাইতে তিনিই সক্ষম।' দেখ, আমি কিরূপে বিভিন্ন প্রকারে আয়াতসমূহ বিবৃত করি যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে।

৭.

৮ সূরা আনফাল

আয়াত-(৪০) যদি তাহারা মুখ ফিরায় তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক; কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

৮.

১৩ সূরা রা'দ

আয়াত-(৮) প্রত্যেক নারী যাহা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ূতে যাহা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তাঁহার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। (৯) যাহা অদৃশ্য ও যাহা দৃশ্যমান তিনি তাহা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (১০) তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে উহা প্রকাশ করে, রাত্রিতে যে আত্মগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তাহারা সমভাবে আল্লাহ্র জ্ঞানগোচরে।

আয়াত-(১৬) বল, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক?' বল, 'আল্লাহ্। বল, 'তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিয়াছ আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে যাহারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়?' বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক?' তবে কী তাহারা আল্লাহ্র এমন শরীক করিয়াছে, যাহারা আল্লাহ্র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করিয়াছে, যে কারণে সৃষ্টি উহাদের নিকট সদৃশ মনে হইয়াছে? বল, 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি এক, পরাক্রমশালী।'

৯.

১৪ সূরা ইব্রাহীম

আয়াত-(২) আল্লাহ্—আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। কঠিন শাস্তির দূর্ভোগ কাফিরদের জন্য।

১০.

১৫ সূরা হিজর

আয়াত-(২১) আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি উহা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করিয়া থাকি।

১১.

১৬ সূরা নাহল

আয়াত-(৭৭) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্রই এবং কিয়ামতের ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং উহা অপেক্ষাও সত্বর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আয়াত-(৭৯) তাহারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্যগর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের প্রতি? আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহই সেইগুলিকে স্থির রাখে না। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

১২.

১৮ সূরা কাহ্ফ

আয়াত-(২৫) উহারা উহাদের গুহায় ছিল তিন শত বৎসর, আরও নয় বৎসর। (২৬) তুমি বল, 'তাহারা কতকাল ছিল তাহা আল্লাহ্ই ভাল জানেন', আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁহারই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা! তিনি ব্যতীত উহাদের অন্য কোন অভিভাবক নাই। তিনি কাহাকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না।

১৩.

২১ সূরা আম্বিয়া

আয়াত-(৪) সে বলিল, ' আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'

আয়াত-(২২) যদি আল্লাহ্ ব্যতীত বহু ইলাহ্ থাকিত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, তবে উভয়েই ধ্বংস হইয়া যাইত। অতএব, উহারা যাহা বলে, তাহা হইতে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। (২৩) তিনি যাহা করেন সে বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা যাইবে না; বরং উহাদেরকেই প্রশ্ন করা হইবে। (২৪) উহারা কি তাঁহাকে ব্যতীত বহু ইলাহ্ গ্রহণ করিয়াছে? বল, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। ইহাই, আমার সঙ্গে যাহারা আছে তাহাদের জন্য উপদেশ এবং ইহাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য।' কিন্তু উহাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে উহারা মুখ ফিরাইয়া নেয়। (২৫) আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই তাহার প্রতি এই ওহী ব্যতীত যে, 'আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; সুতরাং আমারই ইবাদত কর।' (২৬) উহারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি পবিত্র, মহান! তাহারা তো তাঁহার সম্মানিত বান্দা।

১৪.

২৩ সূরা মু'মিনূন

আয়াত- (৮৮) জিজ্ঞাসা কর, 'সকল কিছুর কর্তৃত্ব কাহার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁহার উপর আশ্রয়দাতা নাই, যদি তোমরা জান?' (৮৯) উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্র'। বল, 'তবুও তোমরা কেমন করিয়া মোহগ্রস্ত হইতেছ?'

১৫.
২৫ সূরা ফুরকান
আয়াত-(২) যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই; সার্বভৌমত্বে তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে।

১৬.
৩০ সূরা রূম
আয়াত-(২৬) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ।

১৭.
৩২ সূরা সাজদা
আয়াত-(৪) আল্লাহ্, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি 'আরশে সমাসীন হন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই এবং সুপারিশকারীও নাই; তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

১৮.
৩৪ সূরা সাবা
আয়াত-(২) তিনি জানেন যাহা ভূমিতে প্রবেশ করে, যাহা উহা হইতে নির্গত হয় এবং যাহা আকাশ হইতে নাযিল হয় এবং যাহা কিছু উহাতে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল।

১৯.
৩৫ সূরা ফাতির
আয়াত-(৩৮) নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।
আয়াত-(৪৪) ইহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে ইহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হইয়াছিল তাহা দেখিতে পাইত। উহারা তো ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর বলশালী ছিল। আল্লাহ্ এমন নন যে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁহাকে অক্ষম করিতে পারে; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

২০.
৩৬ সূরা ইয়াসিন
আয়াত-(৮১) যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।
আয়াত-(৮৩) অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁহার হস্তেই প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব; আর তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

২১.
৩৭ সূরা সাফ্ফাত
আয়াত-(৫) যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রভু এবং প্রভু সকল উদয়স্থলের।

২২.
৩৯ সূরা যুমার
আয়াত-(৪৩) তবে কি উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সুপারিশকারী ধরিয়াছে? বল, 'উহাদের কোন ক্ষমতা না থাকিলেও এবং উহারা না বুঝিলেও?' (৪৪) বল, 'সকল সুপারিশ আল্লাহ্রই ইখতিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব আল্লাহ্রই, অতঃপর তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হইবে।' (৪৫) শুধু এক আল্লাহ্র কথা বলা হইলে যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে উপাস্যগুলির উল্লেখ করা হইলে তাহারা আনন্দে উল্লসিত হয়। (৪৬) বল, 'হে আল্লাহ্! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তোমার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, তুমি তাহাদের মধ্যে উহার ফয়সালা করিয়া দিবে।'
আয়াত-(৬২) আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক। (৬৩) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁহারই নিকট। আর যাহারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

২৩.
৪০ সূরা মু'মিন
আয়াত-(১৯) চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যাহা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।

২৪.
৪২ সূরা শু'রা
আয়াত-(৪) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। তিনি

সমুন্নত, মহান। (৫) আকাশমণ্ডলী ঊর্ধ্বদেশ হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয় এবং ফেরেশ্তাগণ তাহাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্ত্যবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) যাহারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখেন। তুমি তাহাদের কর্মবিধায়ক নও।

আয়াত-(৮) আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে মানুষকে একই উম্মত করিতে পারিতেন; বস্তুত তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন; আর জালিমরা, উহাদের কোন অভিভাবক নাই, কোন সাহায্যকারীও নাই। (৯) উহারা কি আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্, অভিভাবক তো তিনিই, এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আয়াত-(৪৪) আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তৎপর তাহার জন্য কোন অভিভাবক নাই। জালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তুমি উহাদেরকে বলিতে শুনিবে, 'প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?'

আয়াত-(৪৬) আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদেরকে সাহায্য করিবার জন্য উহাদের কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার কোন গতি নাই।

২৫.

৪৩ সূরা যুখরুফ

আয়াত-(৮৫) কত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিপতি! কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁহারই আছে এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

২৬.

৪৫ সূরা যাছিয়া

আয়াত-(৩৬) সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহ্রই, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক এবং জগতসমূহের প্রতিপালক। (৩৭) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁহারই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৭.

৫২ সূরা তূর

আয়াত-(৩৭) তোমার প্রতিপালকের ভান্ডার কি উহাদের নিকট রহিয়াছে, না উহারা এই সমুদয়ের নিয়ন্তা?

২৮.

৫৭ সূরা হাদিদ

আয়াত- (১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহারাই; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩) তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

আয়াত-(১০) তোমরা আল্লাহ্র পথে কেন ব্যয় করিবে না? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহ্রই। তোমাদের মধ্যে যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করিয়াছে ও যুদ্ধ করিয়াছে, তাহারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। তাহারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ উহাদের অপেক্ষা, যাহারা পরবর্তী কালে ব্যয় করিয়াছে ও যুদ্ধ করিয়াছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত।

২৯.

৬৩ সূরা মুনাফিকূন

আয়াত-(৭) উহারাই বলে, 'তোমরা আল্লাহ্র রাসুলের সহচরদের জন্য ব্যয় করিও না, যাহাতে উহারা সরিয়া পড়ে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভান্ডার তো আল্লাহ্রই; কিন্তু মুনাফিকরা তাহা বুঝে না

৩০.

১১২ সূরা ইখ্লাস্ (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

বিষয়-১৫

আল্লাহ্ সকল সৃষ্ট জীবের রিযিকদাতা

১.
২ সূরা বাকারা
আয়াত-(৩) যাহারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে ও তাহাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।
আয়াত-(২১২) যাহারা কুফরী করে তাহাদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হইয়াছে, তাহারা মু'মিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া থাকে। আর যাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে কিয়ামতের দিন তাহারা তাহাদের উর্ধ্বে থাকিবে। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।

২.
৭ সূরা আ'রাফ
আয়াত-(১০) আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং উহাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করিয়াছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

৩.
১১ সূরা হুদ
আয়াত-(৬) ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্রই। তিনি উহাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।

৪.
১৪ সূরা ইব্রাহীম
আয়াত-(৭) স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব আর অকৃতজ্ঞ হইলে অবশ্যই আমার শাস্তি হইবে কঠোর।'

৫.
১৫ সূরা হিজর
আয়াত-(২০) এবং উহাতে জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছি তোমাদের জন্য, আর তোমরা যাহাদের জীবিকাদাতা নও তাহাদের জন্যও।

৬.
১৬ সূরা নাহল
(৮০) এবং আল্লাহ্ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন, তোমরা উহাকে সহজ মনে কর ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে। এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন উহাদের পশম, লোম ও কেশ হইতে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার-উপকরণ। (৮১) এবং আল্লাহ্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের; উহা তোমাদেরকে তাপ হইতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, উহা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এইভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাহাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। (৮২) অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া নেয় তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। (৮৩) উহারা আল্লাহ্র নিয়ামত চিনিতে পারে; তারপরও সেগুলি উহারা অস্বীকার করে এবং উহাদের অধিকাংশই কাফির।

৭.
১৭ সূরা বনী ইসরাঈল
আয়াত-(৩০) নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা সীমিত করেন। তিনি তো তাঁহার বান্দাদের সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত, সর্বদ্রষ্টা। (৩১) তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্য-ভয়ে হত্যা করিও না, উহাদেরকেও আমিই রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয়ই উহাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।

৮.
২৭ সূরা নামল
আয়াত-(৬৪) বরং তিনি, যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর উহার পুনরাবৃত্তি করিবেন এবং যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ দান করেন। আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি ? বল, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।'

৯.

২৮ সূরা কাসাস

আয়াত-(৮২) পূর্বদিন যাহারা তাহার মত হইবার কামনা করিয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, 'দেখিলে তো, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ্ আমাদের প্রতি সদয় না হইতেন তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করিতেন। দেখিলে তো! কাফিররা সফলকাম হয় না।'

১০.

২৯ সূরা আনকাবূত

আয়াত-(৬০) এমন কত জীবজন্তু আছে যাহারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না। আল্লাহ্ই রিযিক দান করেন উহাদেরকে ও তোমাদেরকে; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬১) যদি তুমি উহাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন?' উহারা অবশ্যই বলিবে, 'আল্লাহ্'। তাহা হইলে, উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে! (৬২) আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা সীমিত করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

১১.

৩০ সূরা রূম

আয়াত-(৩৭) উহারা কি লক্ষ্য করে না, আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং সীমিত করেন? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

আয়াত-(৪০) আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রিযিক দিয়াছেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পরে তোমাদেরকে জীবিত করিবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলির এমন কেহ আছে কি, যে এ সমস্তের কোন কিছু করিতে পারে? উহারা যাহাদেরকে শরীক করে, আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র, মহান।

১২.

৩৫ সূরা ফাতির

আয়াত-(৩) হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে রিযিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হইতেছ?

১৩.

৩৯ সূরা যুমার

আয়াত-(৫২) ইহারা কি জানে না, আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন অথবা যাহার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

১৪.

৪২ সূরা শু'রা

আয়াত-(১২) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁহারই নিকট। তিনি যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিযিক বর্ধিত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

আয়াত-(২৭) আল্লাহ্ তাঁহার সকল বান্দাকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তাহারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করিত; কিন্তু তিনি তাঁহার ইচ্ছামত পরিমাণেই নাযিল করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন। (২৮) উহারা যখন হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁহার করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার্হ।

১৫.

৪৩ সূরা যুখ্রুফ

আয়াত-(৩২) ইহারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বণ্টন করে ? আমিই উহাদের মধ্যে উহাদের জীবিকা বণ্টন করি, পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে; এবং উহারা যাহা জমা করে তাহা হইতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

১৬.

৬৫ সূরা তালাক

আয়াত-(৩) এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত উৎস হইতে দান করিবেন রিযিক। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে তাহার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিবেনই; আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।

বিষয়-১৬

আল্লাহ্‌র সুন্দর সুন্দর নাম এবং আল্লাহ্‌র রং ও সুন্দর

১.
২ সূরা বাকারা
আয়াত-(১৩৮) আমরা গ্রহণ করিলাম আল্লাহ্‌র রং, রঙে আল্লাহ্‌ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? এবং আমরা তাঁহারই ইবাদতকারী।

২.
৭ সূরা আ'রাফ
আয়াত-(১৮০) আল্লাহ্‌র জন্য রহিয়াছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁহাকে সেই সকল নামেই ডাকিবে; যাহারা তাঁহার নাম বিকৃত করে তাহাদেরকে বর্জন করিবে; তাহাদের কৃতকর্মের ফল তাহাদেরকে দেওয়া হইবে।

৩.
১৮ সূরা কাহফ
আয়াত-(২৩) কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলিও না, "আমি উহা আগামীকাল করিব, (২৪) 'আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করিলে' এই কথা না বলিয়া।" যদি ভুলিয়া যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিও এবং বলিও, 'সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে ইহা অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথনির্দেশ করিবেন।'

৪.
২০ সূরা তা-হা
আয়াত-(৮) আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, সুন্দর-সুন্দর নাম তাঁহারই।

৫.
২১ সূরা আম্বিয়া
আয়াত-(৪২) বল, 'রহমান' হইতে কে তোমাদেরকে রক্ষা করিবে রাত্রিতে ও দিবসে?' তবুও উহারা উহাদের প্রতিপালকের স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয়।

৬.
৫৬ সূরা ওয়াকী'আ
আয়াত-(৭৪) সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।
আয়াত-(৯৬) অতএব, তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

৭.
৫৯ সূরা হাশ্‌র
আয়াত-(২৪) তিনিই আল্লাহ্‌ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, তাঁহারই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

বিষয়-১৭

আল্লাহ্‌র আকাশসীমা, সৈনিক, প্রহরী এবং বাণী বাহক

১.

৩ সূরা আলে ইমরান

আয়াত-(১৩) দুইটি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। একদল আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিতেছিল, অন্যদল কাফির ছিল; উহারা তাহাদেরকে চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখিতেছিল। আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় ইহাতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রহিয়াছে।

২.

৭ সূরা আ'রাফ

আয়াত-(১৫৮) বল 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নাই; তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁহার বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি; যে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার বাণীতে ঈমান আনে এবং তোমরা তাহার অনুসরণ কর, যাহাতে তোমরা সঠিক পথ পাও।'

৩.

৯ সূরা তওবা

আয়াত-(২৬) অতঃপর আল্লাহ্‌ তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার রাসুল ও মু'মিনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই এবং তিনি কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন; ইহাই কাফিরদের কর্মফল।

৪.

১৩ সূরা রা'দ

আয়াত-(১১) মানুষের জন্য তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে; উহারা আল্লাহ্‌র আদেশে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। এবং আল্লাহ্‌ কোন

সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ্‌ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তাহা রদ হইবার নয় এবং তিনি ব্যতীত উহাদের কোন অভিভাবক নাই।

৫.

১৫ সূরা হিজর

আয়াত-(১৬) আমি আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে সুশোভিত করিয়াছি দর্শকদের জন্য; (১৭) এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হইতে আমি উহাকে রক্ষা করিয়া থাকি; (১৮) কিন্তু কেহ চুরি করিয়া সংবাদ শুনিতে চাহিলে উহার পশ্চাদ্‌ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা।

আয়াত-(৪৩) 'অবশ্যই জাহান্নাম তাহাদের সকলেরই প্রতিশ্রুত স্থান, (৪৪) 'উহার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক শ্রেণী আছে।'

৬.

২২ সূরা হাজ্জ

আয়াত-(৭৫) আল্লাহ্‌ ফেরেশ্‌তাদের মধ্য হইতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হইতেও; আল্লাহ্‌ তো সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা। (৭৬) তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তিনি তাহা জানেন এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

৭.

২৫ সূরা ফুরকান

আয়াত-(৫১) আমি ইচ্ছা করিলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করিতে পারিতাম।

৮.

৩৫ সূরা ফাতির

আয়াত-(১) সকল প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই- যিনি বাণীবাহক করেন ফেরেশ্‌তাদেরকে যাহারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পক্ষবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিকে যাহা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৯.

৩৭ সূরা সাফ্‌ফাত

আয়াত-(৬) আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি, (৭) এবং রক্ষা করিয়াছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে। (৮) ফলে উহারা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করিতে পারে না এবং উহাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়

সকল দিক হইতে- (৯) বিতাড়নের জন্য এবং উহাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। (১০) তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনিয়া ফেলিলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাহার পশ্চাদ্‌ধাবন করে।

১০.

৪৮ সূরা ফাত্‌হ্‌

আয়াত-(৪) তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তাহারা তাহাদের ঈমানের সঙ্গে ঈমান দৃঢ় করিয়া নেয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫) ইহা এইজন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং তিনি তাহাদের পাপ মোচন করিবেন; ইহাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য। (৬) আর তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী যাহারা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন। অমঙ্গল চক্র উহাদের জন্য, আল্লাহ্‌ উহাদের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন এবং উহাদেরকে লা'নত করিয়াছেন এবং উহাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন, উহা কত নিকৃষ্ট আবাস! (৭) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১১.

৫০ সূরা কাফ

আয়াত-(১৭) স্মরণ রাখিও, 'দুই গ্রহনকারী' ফেরেশ্‌তা তাহার দক্ষিণে ও বামে বসিয়া তাহার কর্ম লিপিবদ্ধ করে; (১৮) মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তাহার জন্য তৎপর প্রহরী তাহার নিকটেই রহিয়াছে।

আয়াত-(২১) সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে, তাহার সঙ্গে থাকিবে চালক ও স্বাক্ষী।

১২.

৫৫ সূরা রহমান

আয়াত-(৭) তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করিয়াছেন মানদণ্ড, (৮) যাহাতে তোমরা সীমালংঘন না কর মানদণ্ডে।

আয়াত-(৩৩) হে জ্বিন ও মানুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করিতে পারিবে না সনদ ব্যতিরেকে। (৩৪) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? (৩৫) তোমাদের প্রতি প্রেরিত হইবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

১৩.

৬৯ সূরা হাক্‌কা

আয়াত-(১৭) ফেরেশ্‌তাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকিবে এবং সেই দিন আটজন ফেরেশ্‌তা তোমার প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করিবে তাহাদের ঊর্ধ্বে।

১৪.

৭২ সূরা জ্বিন

(৮) এবং আমরা চাহিয়াছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করিতে কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। (৯) 'আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনিবার জন্য বসিতাম কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনিতে চাইলে সে তাহার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।

১৫.

৭৪ সূরা মুদ্দাসসির ঃ

আয়াত-(৩০) সাকার-এর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে উনিশজন প্রহরী। (৩১) আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে করিয়াছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি উহাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছি যাহাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীগণ ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। ইহার ফলে, যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা ও কাফিররা বলিবে, 'আল্লাহ্‌ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন?' এইভাবে আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধান বাণী।

বিষয়-১৮

আল্লাহ্ সাধ্যের বাহিরে কাহাকেও কোন কাজ দেন না

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(২৩৩) যে স্তন্যপানকাল পূর্ণ করিতে চায় তাহার জন্য জননীগণ তাহাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্যপান করাইবে। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাহাদের ভরণ-পোষণ করা। কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত কার্যভার দেওয়া হয় না। কোন জননীকে তাহার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তাহার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না। এবং উত্তরাধিকারীরও অনুরূপ কর্তব্য। কিন্তু যদি তাহারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখিতে চায় তবে তাহাদের কাহারও কোন অপরাধ নাই। তোমরা যাহা বিধিমত দিতে চাহিয়াছিলে, তাহা যদি অর্পণ কর তবে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানকে স্তন্যপান করাইতে চাহিলে তোমাদের কোন গুনাহ নাই। আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ উহার সম্যক দ্রষ্টা।

আয়াত-(২৮৬) আল্লাহ্ কাহারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যাহা তাহার সাধ্যাতীত। সে ভাল যাহা উপার্জন করে তাহার প্রতিফল তাহারই এবং সে মন্দ যাহা উপার্জন করে তাহার প্রতিফল তাহারই। 'হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করিও না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।'

২.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(২৮) আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করিতে চাহেন; মানুষ সৃষ্টি করা হইয়াছে দূর্বলরূপে।

আয়াত-(৪০) আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। আর কোন পূণ্যকর্ম হইলে আল্লাহ্ উহাকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁহার নিকট হইতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।

৩.

৬ সূরা আন'আম

আয়াত-(১৫২) ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত তোমরা তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরাপুরি দিবে। আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যখন তোমরা কথা বলিবে তখন ন্যায্য বলিবে- স্বজনের সম্পর্কে হইলেও এবং আল্লাহ্কে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

৪.

৭ সূরা আ'রাফ

আয়াত-(৪২) আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত ভার অর্পন করি না। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে উহারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

৫.

১০ সূরা ইউনুস

আয়াত-(৪৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন জুলুম করেন না, বরং মানুষই নিজেদের প্রতি জুলুম করিয়া থাকে।

৬.

২৩ সূরা মু'মিনূন

আয়াত-(৬২) আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পন করি না এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব যাহা সত্য ব্যক্ত করে এবং উহাদের প্রতি জুলুম করা হইবে না। (৬৩) বরং এই বিষয়ে উহাদের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এতদ্ব্যতীত তাহাদের আরও কাজ আছে যাহা উহারা করিয়া থাকে।

৭.

৬১ সূরা সাফ্ফ

আয়াত-(১) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২) হে মু'মিনগণ! তোমরা যাহা কর না তাহা তোমরা কেন বল? (৩) তোমরা যাহা কর না তোমাদের তাহা বলা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।

বিষয়-১৯

আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করা

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(১১২) হাঁ, যে কেহ আল্লাহ্‌র নিকট সম্পূর্নরূপে আত্মসমর্পন করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় তাহার ফল তাহার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না।

আয়াত-(১৩১) তাহার প্রতিপালক যখন তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর', সে বলিয়াছিল, 'জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।' (১৩২) এবং ইব্রাহীম ও ইয়াকুব এই সম্বন্ধে তাহাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছিল, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করিয়াছেন। সুতরাং আত্মসমর্পনকারী না হইয়া তোমরা কখনও মৃত্যুবরন করিও না। (১৩৩) ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু আসিয়াছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করিবে?' তাহারা তখন বলিয়াছিল, 'আমরা আপনার ইলাহ্‌-এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ্‌-এরই ইবাদত করিব। তিনি একমাত্র ইলাহ্‌ এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

২.

৩ সূরা আলে-ইমরান

আয়াত-(২০) যদি তাহারা তোমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে তুমি বল, "আমি আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছি এবং আমার অনুসারিগণও"। আর যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বল, 'তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করিয়াছ?' যদি তাহারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয়ই তাহারা হিদায়াত পাইবে। আর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় তবে তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। আল্লাহ্‌ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

আয়াত-(১০২) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে ভয় কর, এবং তোমরা আত্মসমর্পনকারী না হইয়া কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিও না।

৩.

১১ সূরা হূদ

আয়াত-(১২৩) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই এবং তাঁহারই নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হইবে। সুতরাং তুমি তাঁহার ইবাদত কর এবং তাঁহার উপর নির্ভর কর। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নন।

৪.

২১ সূরা আম্বিয়া

আয়াত-(১০৮) বল, 'আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্‌ একই ইলাহ্‌, সুতরাং তোমরা হইয়া যাও আত্মসমর্পণকারী।' (১০৯) তবে উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে তুমি বলিও, 'আমি তোমাদেরকে যথাযথভাবে জানাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, আমি জানি না, তাহা আসন্ন, না দূরস্থিত।

৫.

৩০ সূরা রূম

আয়াত-(৫২) তুমি তো মৃতকে শুনাইতে পারিবে না, বধিরকেও পারিবে না আহ্বান শুনাইতে, যখন উহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। (৫৩) আর তুমি অন্ধকেও পথে আনিতে পারিবে না উহাদের পথভ্রষ্টতা হইতে। যাহারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাহাদেরকেই তুমি শোনাইতে পারিবে, কারণ তাহারা আত্মসমর্পনকারী।

৬.

৩৩ সূরা আহযাব

আয়াত-(৩৫) অবশ্যই আত্মসমর্পনকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পনকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ ও ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওম পালনকারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, যৌন অংগ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী- ইহাদের জন্য আল্লাহ্‌ রাখিয়াছেন ক্ষমা ও মহা-প্রতিদান।

৭.

৩৯ সূরা যুমার

আয়াত- (৫৩) বল, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যাহারা নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছ- আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (৫৪) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসিবার পূর্বে; তৎপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হইবে না।

৮.

৪৯ সূরা হুজুরাত

আয়াত-(১৭) উহারা আত্মসমর্পণ করিয়া তোমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করে। বল, 'তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করিও না, বরং আল্লাহ্‌ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়া তোমাদেরকে ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (১৮) আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

বিষয়-২০

ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ ও পরনিন্দা না করা

১.

৭ সূরা আ'রাফ

আয়াত-(১৪৬) পৃথিবীতে যাহারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করিয়া বেড়ায় তাহাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হইতে ফিরাইয়া দিব, তাহারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখিলেও উহাতে বিশ্বাস করিবে না, তাহারা সৎপথ দেখিলেও উহাকে পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে না; কিন্তু তাহারা ভ্রান্তপথ দেখিলে উহাকে তাহারা পথ হিসাবে গ্রহণ করিবে। ইহা এইহেতু যে, তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছে এবং সে সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল।

২.

১৭ সূরা বনী ইসরাঈল

আয়াত-(৩৬) যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই উহার অনুসরণ করিও না; কর্ণ, চক্ষু, হৃদয়- উহাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত তলব করা হইবে। (৩৭) ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করিও না; তুমি তো কখনই পদভরে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিতে পারিবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হইতে পারিবে না। (৩৮) এই সমস্তের মধ্যে যেগুলি মন্দ সেইগুলি তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃণ্য। (৩৯) তোমার প্রতিপালক ওহীর দ্বারা তোমাকে যে হিকমত দান করিয়াছেন এইগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অপর ইলাহ্ স্থির করিও না, করিলে তুমি নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে। (৪০) তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য নির্বাচিত করিয়াছেন এবং তিনি কি নিজে ফেরেশ্‌তাগণকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন? তোমরা তো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলিয়া থাক। (৪১) আর অবশ্যই আমি এই কুরআনে বহু বিষয় বারবার বিবৃত করিয়াছি যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাতে উহাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

৩.

২৫ সূরা ফুরকান

আয়াত-(৬৩) 'রহমান'-এর বান্দা তাহারাই, যাহারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাহাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তাহারা বলে, 'সালাম'; (৬৪) এবং তাহারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দাবনত হইয়া ও দণ্ডায়মান থাকিয়া; (৬৫) এবং তাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হইতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, উহার শাস্তি তো নিশ্চিত

বিনাশ,' (৬৬) নিশ্চয়ই উহা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসাবে নিকৃষ্ট। (৬৭) এবং যখন তাহারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তাহারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।

৪.

৩১ সূরা লুকমান

আয়াত-(১৮) 'অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করিও না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করিও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' (১৯) তুমি পদক্ষেপ করিও সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করিও, নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর;

৫.

১০৪ সূরা হুমাযা (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

বিষয়-২১

আল্লাহ্র নিকট তওবা করা

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(১৬০) কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, ইহারাই তাহারা যাহাদের তওবা আমি কবুল করি, আমি অতিশয় তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

২.

৩ সূরা আলে ইমরান

আয়াত-(৯০) ঈমান আনার পর যাহারা কুফরী করে এবং যাহাদের সত্য প্রত্যাখান-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহাদের তওবা কখনও কবূল হইবে না। ইহারাই পথভ্রষ্ট।

আয়াত-(১৩৫) এবং যাহারা কোন অশ্লীল কাজ করিয়া ফেলিলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করিলে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করিবে? এবং তাহারা যাহা করিয়া ফেলে, জানিয়া-শুনিয়া তাহার পুনরাবৃত্তি করে না।

৩.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(১৫) তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচার করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারজন সাক্ষী তলব করিবে। যদি তাহারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাহাদেরকে গৃহে অবরুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ তাহাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন। (১৬) তোমাদের মধ্যে যে দুইজন ইহাতে লিপ্ত হইবে তাহাদেরকে শাস্তি দিবে। যদি তাহারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করিয়া নেয় তবে তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরম তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু। (১৭) আল্লাহ্ অবশ্যই সেইসব লোকের তওবা কবুল করিবেন যাহারা ভূলবশত মন্দ কাজ করে এবং সত্বর তওবা করে, ইহারাই তাহারা, যাহাদের তওবা আল্লাহ্ কবুল করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৮) তওবা তাহাদের জন্য নয় যাহারা আজীবন মন্দ কাজ করে,

অবশেষে তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইলে সে বলে, 'আমি এখন তওবা করিতেছি,' এবং তাহাদের জন্যও নয়, যাহাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি!

আয়াত-(১৪৫) মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকিবে এবং তাহাদের জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্যকারী পাইবে না। (১৪৬) কিন্তু যাহারা তওবা করে, নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহ্‌কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাহাদের দ্বীনে একনিষ্ঠ থাকে, তাহারা মু'মিনদের সঙ্গে থাকিবে এবং মু'মিনগণকে আল্লাহ্ অবশ্যই মহাপুরস্কার দিবেন।

৪.

৯ সূরা তওবা

আয়াত-(৩) মহান হজ্জের দিবসে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে মানুষের প্রতি ইহা এক ঘোষণা যে, নিশ্চয়ই মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ দায়মুক্ত এবং তাঁহার রাসূলও। তোমরা যদি তওবা কর তবে তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও তবে জানিয়া রাখ, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করিতে পারিবে না এবং কাফিরদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

৫.

১৬ নাহ্‌ল

আয়াত-(১১৯) অতঃপর যাহারা অজ্ঞতাবশত মন্দকর্ম করে তাহারা পরে তওবা করিলে ও নিজেদেরকে সংশোধন করিলে তাহাদের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্য অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬.

২৫ সূরা ফুরকান

আয়াত-(৬৯) কিয়ামতের দিন উহার শাস্তি দ্বিগুন করা হইবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হইবে হীন অবস্থায়; (৭০) তাহারা নয়, যাহারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ উহাদের পাপ পরিবর্তন করিয়া দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৭১) যে ব্যক্তি তওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয়।

৭.

৪০ সূরা মু'মিন

আয়াত-(৩) যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।

৮.

৪২ সূরা শুরা

আয়াত-(২৫) তিনিই তাঁহার বান্দাদের তওবা কবূল করেন ও পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যাহা কর তিনি তাহা জানেন। (২৬) তিনি মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাহাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; কাফিরদের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

৯.

৬৬ সূরা তাহরীম

আয়াত-(৮) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর-বিশুদ্ধ তওবা; তাহা হইলে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলি মোচন করিয়া দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেই দিন আল্লাহ্ লজ্জা দিবেন না নবীকে এবং তাহার মু'মিন সঙ্গীদেরকে, তাহাদের জ্যোতি তাহাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হইবে। তাহারা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

১০.

১১০ সূরা নাসর

আয়াত-(৩) তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও, তিনি তো তওবা কবুলকারী।

বিষয়-২২
আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করা

১.
১ সূরা ফাতিহা
আয়াত-(৪) আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

২.
২ সূরা বাকারা
আয়াত-(২১) হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হইতে পার,
আয়াত-(৪৫) তোমরা ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ইহা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন। (৪৬) তাহারাই বিনীত যাহারা বিশ্বাস করে যে, তাহাদের প্রতিপালকের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে তাহাদের সাক্ষাত ঘটিবে এবং তাঁহারই দিকে তাহারা ফিরিয়া যাইবে।
আয়াত-(১৫৩) হে মুমিনগণ! ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।
আয়াত-(১৮৬) আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। প্রার্থনাকারী যখন আমার নিকট প্রার্থনা করে আমি তাহার প্রার্থনায় সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি ঈমান আনুক, যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে।

৩.
৪ সূরা নিসা
আয়াত-(১০৫) আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি আল্লাহ্ তোমাকে যাহা জানাইয়াছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর এবং তুমি বিশ্বাসভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করিও না। (১০৬) আর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৪.
৭ সূরা আ'রাফ
আয়াত-(৫৫) তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক; তিনি সীমালংঘণকারীদেরকে পছন্দ করেন না।
আয়াত-(১৯৭) আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদেরকে আহ্বান কর তাহারা তো তোমাদেরকে সাহায্য করিতে পারে না এবং তাহাদের নিজদেরকেও নয়।

৫.
১০ সূরা ইউনুস
আয়াত-(১৮) উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহার ইবাদত করে তাহা উহাদের ক্ষতিও করিতে পারে না, উপকারও করিতে পারে না। উহারা বলে, 'এইগুলি আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের সুপারিশকারী।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিবে যাহা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র' এবং তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি ঊর্ধ্বে। (১৯) মানুষ ছিল একই উম্মত, পরে উহারা মতভেদ সৃষ্টি করে। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব-ঘোষণা না থাকিলে তাহারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তাহার মীমাংসা তো হইয়াই যাইত।
আয়াত-(১০৬) 'এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে না, যাহা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না, কারণ ইহা করিলে তখন তুমি অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।' (১০৭) 'এবং আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত ইহা মোচনকারী আর কেহ নাই এবং আল্লাহ্ যদি তোমার মঙ্গল চান তবে তাঁহার অনুগ্রহ রদ করিবার কেহ নাই। তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

৬.
১১ সূরা হুদ
আয়াত-(২) তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করিবে না, অবশ্যই আমি তাঁহার পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। (৩) আরও যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করিতে দিবেন এবং তিনি প্রত্যেক গুণীজনকে তাহার প্রাপ্য মর্যাদা দান করিবেন। যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া নাও তবে আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তির।

৭.
১৫ সূরা হিজর
আয়াত-(৯৯) তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।

৮.
১৭ সূরা বনী ইসরাঈল
আয়াত-(২৩) তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তাহাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হইলে তাহাদেরকে 'উফ্' বলিও না এবং তাহাদেরকে ধমক দিও না; তাহাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলিও। (২৪) মমতাবশে তাহাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করিও এবং বলিও; হে' আমার প্রতিপালক! তাহাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।'

৯.
১৮ সূরা কাহ্‌ফ
আয়াত-(১১০) বল, 'আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। সুতরাং যে তাহার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তাহার প্রতিপালকের ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে।'

১০.
২১ সূরা আম্বিয়া
আয়াত-(৯৮) তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাহাদের ইবাদত কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সকলে উহাতে প্রবেশ করিবে। (৯৯) যদি উহারা ইলাহ্ হইত তবে উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিত না; উহাদের সকলেই উহাতে স্থায়ী হইবে।

১১.
২২ সূরা হাজ্জ
আয়াত-(৬৭) আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি ইবাদত পদ্ধতি-যাহা উহারা অনুসরণ করে। সুতরাং উহারা যেন তোমার সঙ্গে বিতর্ক না করে এই ব্যাপারে। তুমি উহাদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, তুমি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত।

১২.
২৪ সূরা নূর
আয়াত-(৪১) তুমি কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে?

প্রত্যেকেই জানে তাহার ইবাদতের ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি এবং উহারা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (৪২) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন।

১৩.
২৫ সূরা ফুরকান
আয়াত-(৭৭) বল, 'তোমরা আমার প্রতিপালককে না ডাকিলে তাঁহার কিছুই আসে যায় না। তোমরা অস্বীকার করিয়াছ, ফলে অচিরে নামিয়া আসিবে অপরিহার্য শাস্তি।'

১৪.
২৯ সূরা আনকাবূত
আয়াত-(৪১) যাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি উহারা জানিত।

১৫.
৩৭ সূরা সাফ্‌ফাত
আয়াত-(১) শপথ তাহাদের যাহারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান (২) ও যাহারা কঠোর পরিচালক (৩) এবং যাহারা 'যিকির' আবৃত্তিতে রত- (৪) নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ্ এক,

১৬.
৩৯ সূরা যুমার
আয়াত-(৯) যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন প্রহরে সিজ্‌দাবনত হইয়া ও দাঁড়াইয়া আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তাঁহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তাহার সমান, যে তাহা করে না? বল, 'যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না, তাহারা কি সমান?' বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

১৭.
৪০ সূরা মু'মিন
আয়াত-(৮) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাহাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদেরকে দিয়াছ এবং তাহাদের পিতামাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদেরকেও।

তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৯) 'এবং তুমি তাহাদেরকে শাস্তি হইতে রক্ষা কর। সেই দিন তুমি যাহাকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তো অনুগ্রহণ করিবে; ইহাই তো মহাসাফল্য।'

আয়াত-(৬০) তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যাহারা অহংকারবশে আমার ইবাদতে বিমুখ, উহারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে লাঞ্ছিত হইয়া।"

আয়াত-(৬৫) তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। সুতরাং তোমরা তাঁহাকেই ডাক, তাঁহার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই।

১৮.

৪১ সূরা হা-মীম আস-সাজদা

আয়াত-(৪৯) মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তি বোধ করে না, কিন্তু যখন তাহাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ ও হতাশ হইয়া পড়ে।

১৯.

৭১ সূরা নূহ

আয়াত-(২৮) হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যাহারা মু'মিন হইয়া আমার গৃহে প্রবেশ করে তাহাদেরকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে; আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।

২০.

১১৩ সূরা ফালাক (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

২১.

১১৪ সূরা নাস (পুরা সুরা পড়িতে হইবে)

বিষয়-২৩

সত্য-মিথ্যার উপর আল্লাহ্‌র বাণী

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(৪২) তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করিও না এবং জানিয়া-শুনিয়া সত্য গোপন করিও না।

আয়াত-(১১১) এবং তাহারা বলে, 'ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান ছাড়া অন্য কেহ কখনই জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।' ইহা তাহাদের মিথ্যা আশা। বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।'

২.

৩ সূরা আলে ইমরান

আয়াত-(৭১) হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন কর, যখন তোমরা জান?

৩.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(৭৯) কল্যাণ যাহা তোমার হয় তাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এবং অকল্যাণ যাহা তোমার হয় তাহা তোমার নিজের কারণে এবং তোমাকে মানুষের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছি; সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।

আয়াত-(১৪৮) মন্দ কথার প্রচারনা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না; তবে যাহার উপর জুলুম করা হইয়াছে সে ব্যতীত। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৪.

৬ সূরা আন'আম

আয়াত-(১১) বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমন কর, অতঃপর দেখ, যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছিল।'

আয়াত-(২৪) দেখ, তাহারা নিজেদের প্রতি কিরূপ মিথ্যা আরোপ করে এবং যে মিথ্যা তাহারা রচনা করিত উহা কিভাবে তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়া গেল!

আয়াত-(৪৯) যাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলিয়াছে সত্য ত্যাগের জন্য তাহাদের উপর শাস্তি আপতিত হইবে।

৫.

৮ সুরা আনফাল

আয়াত-(৮) ইহা এইজন্য যে, তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধিরা ইহা পছন্দ করে না।

৬.

১০ সূরা ইউনুস

আয়াত-(৩২) তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের সত্য পতিপালক। সত্য ত্যাগ করিবার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কী থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হইতেছ?

আয়াত-(৩৬) উহাদের অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না, উহারা যাহা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

আয়াত-(৬০) যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে তাহাদের কী ধারণা? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৭.

১৬ সূরা নাহল

আয়াত-(৩৬) আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবার ও তাগূতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হইয়াছিল; সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছে।

৮.

১৭ সূরা বনী ইসরাঈল

আয়াত-(৮১) এবং বল, 'সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে;' মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই।

৯.

২১ সূরা আম্বিয়া

আয়াত-(১৮) কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে উহা মিথ্যাকে চূর্ন-বিচূর্ন করিয়া দেয় এবং তৎক্ষনাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যাহা বলিতেছ তাহার জন্য।

১০.

২৭ সূরা নাম্‌ল

আয়াত-(৭৮) তোমার প্রতিপালক তো তাঁহার বিধান অনুযায়ী উহাদের মধ্যে ফায়সালা করিয়া দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। (৭৯) অতএব আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর; তুমি তো সুস্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

১১.

৩৪ সূরা সাবা

আয়াত-(৪৮) বল, 'আমার প্রতিপালক সত্যের দ্বারা অসত্যকে আঘাত করেন; তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।' (৪৯) বল, 'সত্য আসিয়াছে এবং অসত্য না পারে নূতন কিছু সৃজন করিতে, আর না পারে পুনরাবৃত্তি করিতে।'

১২.

৩৯ যুমার

আয়াত-(৩৩) যাহারা সত্য আনিয়াছে এবং যাহারা সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে তাহারাই তো মুত্তাকী। (৩৪) ইহাদের বাঞ্ছিত সমস্ত কিছুই আছে ইহাদের প্রতিপালকের নিকট। ইহাই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার। (৩৫) যাহাতে ইহারা যেসব মন্দ কর্ম করিয়াছিল আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়া দেন এবং ইহাদেরকে ইহাদের সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করেন।

১৩.

৪২ সূরা শুরা

আয়াত-(২৪) উহারা কি বলে যে, সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে? যদি তাহাই হইত তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমার হৃদয় মোহর করিয়া দিতেন। আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যাহা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত।

বিষয়-২৪

জ্বিন ও ইনসান সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী

১.

৬ সূরা আন্'আম

(১১২) এইরূপে আমি মানব ও জ্বিনের মধ্যে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাহাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে। যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা ইহা করিত না; সুতরাং তুমি তাহাদেরকে ও তাহাদের মিথ্যা রচনাকে বর্জন কর।

আয়াত-(১৩০) আমি উহাদেরকে বলিব, 'হে জ্বিন ও মানব-সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হইতে কি রাসূলগণ তোমাদের নিকট আসে নাই- যাহারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বিবৃত করিত এবং তোমাদেরকে এই দিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করিত?' উহারা বলিবে, 'আমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম।' বস্তুত পার্থিব জীবন উহাদেরকে প্রতারিত করিয়াছিল, আর উহারা নিজেদের বিরুদ্ধে এ সাক্ষ্যও দিবে যে, তাহারা কাফির ছিল। (১৩১) ইহা এইহেতু যে, অধিবাসীবৃন্দ যখন অনবহিত, তখন কোন জনপদকে উহার অন্যায় আচরণের জন্য ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের কাজ নয়।

২.

৭ সূরা আ'রাফ

আয়াত-(১৮) তিনি বলিলেন, এই স্থান হইতে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও। মানুষের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই।

৩.

১১ সূরা হূদ

আয়াত-(১১৯) তবে উহারা নয়, যাহাদেরকে তোমার প্রতিপালক দয়া করেন এবং তিনি উহাদেরকে এই জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই, তোমার প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হইবেই।

৪.

১৩ সূরা রা'দ

আয়াত-(২৩) স্থায়ী জান্নাত, উহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহারাও এবং ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে প্রত্যেক দ্বার দিয়া।

৫.

৩২ সূরা সাজ্‌দা

আয়াত-(১৩) আমি ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করিতাম; কিন্তু আমার এই কথা অবশ্যই সত্যঃ আমি নিশ্চয়ই জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিব।

৬.

৩৭ সূরা সাফ্‌ফাত

আয়াত-(১৫৮) উহারা আল্লাহ্‌ ও জ্বিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করিয়াছে, অথচ জ্বিনেরা নিশ্চয়ই জানে তাহাদেরকেও উপস্থিত করা হইবে শাস্তির জন্য।

৭.

৩৮ সূরা সোয়াদ

আয়াত-(৮৪) তিনি বলিলেন, তবে ইহাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি- (৮৫) তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করিবই।

৮.

৫১ সূরা যারিয়াত

আয়াত-(৫৬) আমি সৃষ্টি করিয়াছি জ্বিন এবং মানুষকে এইজন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে।

বিষয়-২৫

শিরক ও কুফরীর ফল

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(৬) যাহারা কুফরী করিয়াছে তুমি তাহাদেরকে সতর্ক কর বা না কর, তাহাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তাহারা ঈমান আনিবে না। (৭) আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয় ও কর্ণ মোহর করিয়া দিয়াছেন, তাহাদের চক্ষুর উপর আবরণ রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

আয়াত-(৩৯) আর যাহারা কুফরী করিবে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিবে তাহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

আয়াত-(৯৮) 'যে কেহ আল্লাহ্র, তাঁহার ফেরেশ্তাগণের, তাঁহার রাসূলগনের এবং জিব্রাঈল ও মীকাঈলের শত্রু সে জানিয়া রাখুক, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই কাফিরদের শত্রু।'

আয়াত-(১০৪) হে মু'মিনগণ! 'রাইনা' বলিও না, বরং 'উনযুর্না' বলিও এবং শুনিয়া রাখ, কাফিরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।

আয়াত-(১৬১) নিশ্চয়ই যাহারা কুফরী করে এবং কাফিররূপে মারা যায় তাহাদের উপর লা'নত আল্লাহ্ এবং ফেরেশ্তাগণ ও সকল মানুষের। (১৬২) উহাতে তাহারা স্থায়ী হইবে। তাহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং তাহাদেরকে কোন অবকাশও দেওয়া হইবে না। (১৬৩) আর তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

আয়াত-(১৬৫) তথাপি মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্কে ভালবাসার অনুরূপ তাহাদেরকে ভালবাসে; কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসায় তাহারা সুদৃঢ়। জালিমরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেমন বুঝিবে, হায়! এখন যদি তাহারা তেমন বুঝিত, সমস্ত শক্তি আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর। (১৬৬) যখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারীদের দায়িত্ব অস্বীকার করিবে এবং তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে ও তাহাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে, (১৬৭) আর যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরাও তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম যেমন তাহারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিল।' এইভাবে আল্লাহ্ তাহাদের কার্যাবলী

তাহাদের পরিতাপরূপে তাহাদেরকে দেখাইবেন আর তাহারা কখনও অগ্নি হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

আয়াত-(১৭১) যাহারা কুফরী করে তাহাদের উপমা; যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যাহা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শ্রবন করে না-বধির, মূক, অন্ধ, সুতরাং তাহারা বুঝিবে না।

২.

৩ সূরা আলে ইমরান

আয়াত-(১০) নিশ্চয়ই যাহারা কুফরী করে আল্লাহ্র নিকট তাহাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি অবশ্যই কোন কাজে লাগিবে না এবং ইহারাই দোজখের ইন্ধন। (১১) তাহাদের অভ্যাস ফির'আওনী সম্প্রদায় ও তাহাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায়; উহারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করিয়াছিল; ফলে আল্লাহ্ তাহাদের পাপের জন্য তাহাদেরকে শাস্তিদান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর। (১২) যাহারা কুফরী করে তাহাদেরকে বল, 'তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হইবে এবং তোমাদেরকে একত্রিত করিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। আর উহা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল।'

আয়াত-(৫৬) যাহারা কুফরী করিয়াছে আমি তাহাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করিব এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

আয়াত-(৯১) যাহারা কুফ্রী করে এবং কাফিররূপে যাহাদের মৃত্যু ঘটে তাহাদের কাহারও নিকট হইতে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করিলেও তাহা কখনও কবুল করা হইবে না। ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে; ইহাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

আয়াত-(১১৬) যাহারা কুফ্রী করে তাহাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান সন্ততি আল্লাহ্র নিকট কখনও কোন কাজে আসিবে না। তাহারাই দোজখবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

আয়াত-(১৭৭) যাহারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করিয়াছে তাহারা কখনও আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

৩.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(৩৬) তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করিবে ও কোন কিছুকে তাঁহার শরীক করিবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের

প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।
আয়াত-(৪৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার সঙ্গে শরীক করা ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচছা ক্ষমা করেন, এবং যে কেহ আল্লাহ্র শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।
আয়াত-(১১৬) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, ইহা ব্যতীত সব কিছু যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেহ আল্লাহ্র শরীক করিলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।
আয়াত-(১৩৭) নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনে ও পরে কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে, আবার কুফরী করে; অতঃপর তাহাদের কুফরী প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ্ তাহাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদেরকে কোন পথও দেখাইবেন না।
আয়াত-(১৪০) কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, যখন তোমরা শুনিবে, আল্লাহ্র আয়াত প্রত্যাখ্যাত হইতেছে এবং উহাকে বিদ্রূপ করা হইতেছে, তখন যে পর্যন্ত তাহারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হইবে তোমরা তাহাদের সঙ্গে বসিও না; অন্যথায় তোমরাও উহাদের মত হইবে। মুনাফিক এবং কাফির সকলকেই আল্লাহ্ তো জাহান্নামে একত্র করিবেন। (১৪১) যাহারা তোমাদের অমঙ্গলের প্রতীক্ষায় থাকে তাহারা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তোমাদের জয় হইলে বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' আর যদি কাফিরদের কিছু বিজয় হয়, তবে তাহারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদের মু'মিনদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই?' আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করিবেন এবং আল্লাহ্ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোন পথ রাখিবেন না।
আয়াত-(১৫০) যাহারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে ও তাঁহার রাসূলদেরকেও এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের মধ্যে ঈমানের ব্যাপারে তারতম্য করিতে চায় এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি; আর তাহারা মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করিতে চায়, (১৫১) ইহারাই প্রকৃত কাফির, এবং কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি। (১৫২) যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণে ঈমান আনে এবং তাহাদের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য করে না উহাদেরকে তিনি অবশ্যই পুরস্কার দিবেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
আয়াত-(১৬৭) যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহ্র পথে বাঁধা দেয় তাহারা তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়াছে। (১৬৮) যাহারা কুফরী করিয়াছে ও সীমালংঘন করিয়াছে আল্লাহ্ তাহাদেরকে কখনও ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদেরকে কোন পথও দেখাইবেন না,

৪.
৫ সূরা মায়িদা
আয়াত-(৩৬) যাহারা কুফরী করিয়াছে, কিয়ামতের দিন শাস্তি হইতে মুক্তির জন্য পণস্বরূপ দুনিয়ায় যাহা কিছু আছে, যদি তাহাদের তাহার সমস্তই থাকে এবং তাহার সঙ্গে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবুও তাহাদের নিকট হইতে তাহা গৃহীত হইবে না এবং তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।
আয়াত-(৮৬) যাহারা কুফরী করিয়াছে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে তাহারাই জাহান্নামবাসী।

৫.
৬ সূরা আন'আম
আয়াত-(১০৮) আল্লাহ্কে ছাড়িয়া যাহাদেরকে তাহারা ডাকে তাহাদেরকে তোমরা গালি দিও না, কেননা তাহারা সীমা লংঘন করিয়া অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্কেও গালি দিবে। এইভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাহাদের কার্যকলাপ সুশোভন করিয়াছি; অতঃপর তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তিনি তাহাদেরকে তাহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।
আয়াত-(১৩৪) তোমাদের সঙ্গে যাহা ওয়াদা করা হইতেছে উহা বাস্তবায়িত হইবেই, তোমরা তাহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না। (১৩৫) বল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেখানে যাহা করিতেছ, করিতে থাক, আমিও আমার কাজ করিতেছি। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে, কাহার পরিণাম মঙ্গলময়। জালিমগণ কখনও সফলকাম হইবে না।'

৬.
৭ সূরা আ'রাফ
আয়াত-(৫০) জাহান্নামীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, আমাদের উপর কিছু পানি ঢালিয়া দাও, অথবা আল্লাহ্ জীবিকারূপে তোমাদেরকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে কিছু দাও।' তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ্ তো এই দুইটি হারাম করিয়াছেন কাফিরদের জন্য-

৭.
৯ সূরা তওবা
আয়াত-(৫৫) সুতরাং উহাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো উহার দ্বারাই উহাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। উহারা কাফির থাকা অবস্থায় উহাদের আত্মা দেহত্যাগ করিবে।
আয়াত-(৮৫) সুতরাং উহাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না

করে; আল্লাহ্ তো উহার দ্বারাই উহাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান; উহারা কাফির থাকা অবস্থায় উহাদের আত্মা দেহ ত্যাগ করিবে।

আয়াত-(৯৭) কুফরী ও কপটতায় মরুবাসীরা কঠোরতর; এবং আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা ইহাদের অধিক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। (৯৮) মরুবাসীদের কেহ কেহ, যাহা তাহারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তাহা অর্থদণ্ড বলিয়া গণ্য করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র উহাদেরই হউক। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৯৯) মরুবাসীদের কেহ কেহ আল্লাহ্ে ও পরকালে ঈমান রাখে এবং যাহা ব্যয় করে তাহাকে আল্লাহ্র নৈকট্য ও রাসূলের দু'আ লাভের উপায় মনে করে। বাস্তবিকই উহা তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায়; আল্লাহ্ তাহাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৮.

১৩ সূরা রা'দ

আয়াত-(৩৪) উহাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে আছে শাস্তি এবং আখিরাতের শাস্তি তো আরো কঠোর এবং আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার উহাদের কেহ নাই।

৯.

১৬ সূরা নাহ্ল

আয়াত-(৫৪) আবার যখন আল্লাহ্ তোমাদের দু:খ-দৈন্য দুরীভূত করেন তখন তোমাদের একদল উহাদের প্রতিপালকের শরীক করে- (৫৫) আমি উহাদেরকে যাহা দান করিয়াছি তাহা অস্বীকার করিবার জন্য। সুতরাং ভোগ করিয়া লও, অচিরেই জানিতে পারিবে।

আয়াত-(৮৮) আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করিব কাফিরদের ও আল্লাহ্র পথে বাধাদানকারীদের, কারণ তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করিত।

১০.

২১ সুরা আম্বিয়া

আয়াত-(৩০) যাহারা কুফরী করে তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশিয়া ছিল ওতপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম; এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে; তবু কি উহারা ঈমান আনিবে না?

১১.

২৪ সূরা নূর

(৩৯) যাহারা কুফরী করে তাহাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকাসদৃশ, পিপাসার্ত যাহাকে পানি মনে করিয়া থাকে, কিন্তু সে উহার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিবে উহা কিছু নয় এবং সে পাইবে সেখানে আল্লাহ্কে, অতঃপর তিনি তাহার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

১২.

২৮ সূরা কাসাস

আয়াত-(৮৮) তুমি আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য ইলাহ্কে ডাকিও না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আল্লাহ্র স্বত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁহারই এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

১৩.

২৯ সূরা আনকাবুত

আয়াত-(৬৫) উহারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন উহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্কে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়াইয়া উহাদের উদ্ধার করেন, তখন উহারা শির্কে লিপ্ত হয়।

১৪.

৩৫ সূরা ফাতির

আয়াত-(৩৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছেন। সুতরাং কেহ কুফরী করিলে তাহার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হইবে। কাফিরদের কুফরী কেবল উহাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী উহাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (৪০) বল, 'তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদেরকে ডাক সেই সকল শরীকের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তাহারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করিয়া থাকিলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে উহাদের কোন অংশ আছে কি? না কি আমি উহাদেরকে এমন কোন কিতাব দিয়াছি যাহার প্রমাণের উপর ইহারা নির্ভর করে?' বস্তুত জালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে- (৪১) আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাহাতে উহারা স্থানচ্যুত না হয়, উহারা স্থানচ্যুত হইলে তিনি ব্যতীত কে উহাদেরকে রক্ষা করিবে? তিনি তো অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। (৪২) ইহারা দৃঢ়তার সঙ্গে আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিত যে, ইহাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসিলে ইহারা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হইবে; কিন্তু ইহাদের নিকট যখন সতর্ককারী আসিল তখন তাহা কেবল উহাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করিল (৪৩) পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ এবং কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট ষড়যন্ত্র উহার

উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে। তবে কি ইহারা প্রতীক্ষা করিতেছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহ্‌র বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না এবং আল্লাহ্‌র বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখিবে না।

১৫.
৩৯ সূরা যুমার
আয়াত-(৩৬) আল্লাহ্ কি তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তাহারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই। (৩৭) এবং যাহাকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেন তাহার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নাই; আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নন?

১৬.
৬৪ সূরা তাগাবুন
আয়াত-(১০) কিন্তু যাহারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহে অস্বীকার করে তাহারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। কত মন্দ সেই প্রত্যাবর্তনস্থল!

১৭.
৬৬ সূরা তাহরীম
আয়াত-(৭) হে কাফিররা! আজ তোমরা দোষ স্খলনের চেষ্টা করিও না। তোমরা যাহা করিতে তোমাদেরকে তাহারাই প্রতিফল দেওয়া হইবে।
আয়াত-(৯) হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং উহাদের প্রতি কঠোর হও। উহাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। (১০) আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিতেছেন, উহারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু উহারা তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। ফলে নূহ্ ও লূত উহাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিল না এবং উহাদেরকে বলা হইল, 'তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সঙ্গে জাহান্নামে প্রবেশ কর।' (১১) আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য দিতেছেন ফির'আওন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করিয়াছিল : 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিও এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরা'আওন ও তাহার দুস্কৃতি হইতে এবং আমাকে উদ্ধার কর জালিম সম্প্রদায় হইতে।'

১৮.
৯৮ সূরা বায়্যিনা (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

বিষয়-২৬

মু'মিন ও মোনাফিক সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী

১.
২ সূরা বাকারা
আয়াত-(৮) আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে যাহারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও আখিরাত দিবসে ঈমান আনিয়াছি', কিন্তু তাহারা মু'মিন নয়; (৯) আল্লাহ্ এবং মু'মিনগণকে তাহারা প্রতারিত করিতে চাহে। অথচ তাহারা যে নিজেদেরকে ভিন্ন কাহাকেও প্রতারিত করে না, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না। (১০) তাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করিয়াছেন ও তাহাদের জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তাহারা মিথ্যাবাদী।
আয়াত-(২৭) যাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইবার পর উহা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।
আয়াত-(৬২) নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনিয়াছে, যাহারা ইয়াহূদী হইয়াছে এবং খৃষ্টান ও সাবিঈন-যাহারাই আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাহাদের জন্য পুরস্কার আছে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।
আয়াত-(৭৬) তাহারা যখন মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি', আবার যখন তাহারা নিভৃতে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, 'আল্লাহ্ তোমাদের কাছে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তোমরা কি তাহা তাহাদেরকে বলিয়া দাও? ইহা দ্বারা তাহারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করিবে; তোমরা কি অনুধাবন কর না?' (৭৭) তাহারা কি জানে না যে, যাহা তাহারা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তাহা জানেন? (৭৮) তাহাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যাহাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, তাহারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে।
আয়াত-(১২০) ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হইবে না, যতক্ষণ না তুমি তাহাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বল, 'আল্লাহ্‌র পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ।' জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহ্‌র বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না।

২.

৩ সূরা আলে ইমরান

আয়াত-(২৮) মুমিনগণ! যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেহ এইরূপ করিবে তাহার সঙ্গে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকিবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাহাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করিতেছেন এবং আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন। (২৯) বল, 'তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা যদি তোমরা গোপন অথবা ব্যক্ত কর আল্লাহ্ উহা অবগত আছেন এবং আসমান ও জমীনে যাহা কিছু আছে তাহাও অবগত আছেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।' (৩০) যেদিন প্রত্যেকে সে যে ভাল কাজ করিয়াছে এবং সে যে মন্দ কাজ করিয়াছে তাহ বিদ্যমান পাইবে, সেদিন সে তাহার ও উহার মধ্যে দূর ব্যবধান কামনা করিবে। আল্লাহ্ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করিতেছেন। আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

আয়াত-(১২০) তোমাদের মঙ্গল হইলে উহা তাহাদেরকে কষ্ট দেয় আর তোমাদের অমঙ্গল হইলে তাহারা উহাতে আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্য্যশীল হও এবং মুত্তাকী হও তবে তাহাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহারা যাহা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহা পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

আয়াত-(১৩০) হে মুমিনগণ! তোমরা সুদ খাইও না ক্রমবর্ধমান এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

আয়াত-(১৬৪) আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন, যে তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তাহাদেরকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দেয়, যদিও তাহারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।

৩.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(৫৯) হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতের বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাহাদের, যাহারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে উহা উপস্থাপন কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট। ইহাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।

আয়াত-(১৩৮) মুনাফিকদেরকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে। (১৩৯) মু'মিনগণের পরিবর্তে যাহারা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ

করে তাহারা কি উহাদের নিকট ইয্‌যত চায়? সমস্ত ইয্‌যত তো আল্লাহ্‌রই।

আয়াত-(১৪২) নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে; বস্তুত তিনি তাহাদেরকে উহার শাস্তি দেন আর যখন তাহারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সঙ্গে দাঁড়ায়-কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্‌কে তাহারা অল্পই স্মরণ করে; (১৪৩) দোটানায় দোদুল্যমান-না ইহাদের দিকে, না উহাদের দিকে! এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না।

আয়াত-(১৪৭) তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও ঈমান আন তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহ্‌র কি কাজ? আল্লাহ্ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

৪.

৫ সূরা মায়িদা

আয়াত-(৬৯) মু'মিনগণ! ইয়াহূদীগণ, সাবীগণ ও খৃষ্টানগনের মধ্যে কেহ আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনিলে এবং সৎকার্য করিলে কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।

৫.

৬ সূরা আন'আম

আয়াত-(২১) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁহার নির্দশনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে? জালিমরা আদৌ সফলকাম হয় না।

আয়াত-(৮২) যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাহাদেরই জন্য এবং তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।

৬.

৯ সূরা তওবা

আয়াত-(২৩) হে মু'মিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমানের মোকাবেলায় কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে উহাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না। তোমাদের মধ্যে যাহারা উহাদেরকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে, তাহারাই জালিম।

৭.

১৩ সূরা রা'দ

আয়াত-(৩৫) মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপমা এইরূপ; উহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, উহার ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী। যাহারা মুত্তাকী ইহা তাহাদের কর্মফল এবং কাফিরদের কর্মফল দোজখ।

৮.

১৪ সূরা ইব্রাহিম

আয়াত-(১১) উহাদের রসুলগণ উহাদেরকে বলিত, 'সত্য বটে, আমরা তোমাদের মত মানুষই কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়। আল্লাহ্‌র উপরই মু'মিনগণের নির্ভর করা উচিত।

৯.

১৭ সূরা বনী ইসরাঈল

আয়াত-(১৯) যাহারা মু'মিন হইয়া আখিরাত কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাহাদের প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য। (২০) তোমার প্রতিপালক তাঁহার দান দ্বারা ইহাদেরকে ও উহাদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত। (২১) লক্ষ্য কর, আমি কীভাবে উহাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি, আখিরাত তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর। (২২) আল্লাহ্‌র সঙ্গে অপর কোন ইলাহ্ সাব্যস্ত করিও না; করিলে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পড়িবে।

১০.

২৪ সূরা নূর

আয়াত-(২৭) হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কাহারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না লইয়া এবং তাহাদেরকে সালাম না করিয়া প্রবেশ করিও না। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (২৮) যদি তোমরা গৃহে কাহাকেও না পাও তাহা হইলে উহাতে প্রবেশ করিবে না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরিয়া যাও', তবে তোমরা ফিরিয়া যাইবে, ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (২৯) যে গৃহে কেহ বাস করে না তাহাতে তোমাদের জন্য দ্রব্যসামগ্রী থাকিলে সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোনও পাপ নাই এবং আল্লাহ্ জানেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর। (৩০) মু'মিনদেরকে বল, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; ইহাই তাহাদের জন্য উত্তম। উহারা যাহা করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। (৩১) আর মু'মিন নারীদেরকে বল, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তাহারা যেন যাহা সাধারণত প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতীত তাহাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাহাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে,

তাহারা যেন তাহাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাহাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কাহারও নিকট তাহাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তাহারা যেন তাহাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। (৩২) তোমাদের মধ্যে যাহারা 'আয়্যিম' তাহাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যাহারা সৎ তাহাদেরও। তাহারা অভাবগ্রস্ত হইলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদেরকে অভাবমুক্ত করিয়া দিবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (৩৩) যাহাদের বিবাহের সামর্থ্য নাই, আল্লাহ্ তাহাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তাহারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেহ তাহার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাহিলে, তাহাদের সঙ্গে চুক্তিকে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা উহাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়াছেন তাহা হইতে তোমরা উহাদেরকে দান করিবে। তোমাদের দাসিগণ, সতীত্ব রক্ষা করিতে চাহিলে পার্থিব জীবনের ধনলালসায় তাহাদের ব্যভিচারিণী হইতে বাধ্য করিও না, আর যে তাহাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাহাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৪) আমি তো তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াত, তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ।

১১.

২৯ সূরা আনকাবুত

আয়াত-(৫) যে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত কামনা করে সে জানিয়া রাখুক, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কাল আসিবেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬) যে কেহ সাধনা করে, সে তো নিজের জন্যই সাধনা করে; আল্লাহ্ তো বিশ্বজগৎ হইতে অমুখাপেক্ষী। (৭) এবং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি নিশ্চয়ই তাহাদের হইতে তাহাদের মন্দ কর্মগুলি মিটাইয়া দিব এবং আমি অবশ্যই তাহাদেরকে প্রতিদান দিব, তাহারা যে উত্তম কর্ম করিত তাহার।

১২.

৩০ সূরা রূম

আয়াত-(৪৭) আমি তো তোমার পূর্বে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তাহারা উহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছিল; অতঃপর আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। মু'মিনদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।

১৩.

৩৩ সূরা আহযাব

আয়াত-(৬) নবী মু'মিনদের নিকট তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাহার পত্নীগণ তাহাদের মাতা। আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা- যাহারা আত্মীয় তাহারা পরস্পরের নিকটতম। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিতে চাও- তাহা করিতে পার। ইহা কিতাবে লিপিবদ্ধ।

আয়াত-(৫৩) হে, মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হইলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া ভোজনের জন্য নবী গৃহে প্রবেশ করিও না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করিলে তোমরা প্রবেশ করিও এবং ভোজন শেষে চলিয়া যাইও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হইয়া পড়িও না। কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়, সে তোমাদেরকে উঠাইয়া দিতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ্‌ সত্য বলিতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তাহার পত্নীদের নিকট হইতে কিছু চাহিলে পর্দার অন্তরাল হইতে চাহিবে। এই বিধান তোমাদের ও তাহাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কাহারও পক্ষে আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া সংযত নয় এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পত্নীদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনও বৈধ নয়। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা ঘোরতর অপরাধ।

১৪.

৩৪ সূরা সাবা

আয়াত-(৩) কাফিররা বলে, 'আমাদের নিকট কিয়ামত আসিবে না।' বল, 'আসিবেই, শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট উহা আসিবে।' তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত; আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁহার অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু; ইহার প্রত্যেকটি আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। (৪) ইহা এইজন্য যে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তিনি তাহাদেরকে পুরস্কৃত করিবেন। ইহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। (৫) যাহারা আমার আয়াতসমূহ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি।

১৫.

৪০ মু'মিন

আয়াত-(৩৫) যাহারা নিজেদের নিকট কোন দলীল প্রমাণ না থাকিলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, তাহাদের এই কর্ম আল্লাহ্‌ এবং মু'মিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এইভাবে আল্লাহ্‌ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করিয়া দেন।

১৬.

৪৮ সূরা ফাতহ

আয়াত-(২২) কাফিররা তোমাদের মুকাবিলা করিলে উহারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত, তখন উহারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইত না। (২৩) ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান-প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তুমি আল্লাহ্‌র বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না।

আয়াত-(২৯) মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসুল; তাঁহার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাহাদেরকে রুকূ ও সিজদায় অবনত দেখিবে। তাহাদের লক্ষণ তাহাদের মুখমন্ডলে সিজদার প্রভা প্রস্ফুটিত থাকিবে; তওরাতে তাহাদের বর্ণনা এইরূপ এবং ইঞ্জীলেও তাহাদের বর্ণনা এইরূপই। তাহাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যাহা হইতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর ইহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যাহা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এইভাবে আল্লাহ্‌ মু'মিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্‌ তাহাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।

১৭.

৪৯ সূরা হুজুরাত

আয়াত-(১২) হে মুমিনগণ, তোমরা অধিকাংশ অনুমান হইতে দূরে থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ। এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশত খাইতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো ইহাকে ঘৃণার্হ মনে কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্‌ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

১৮.

৬১ সূরা সাফ্‌ফ

আয়াত-(১০) হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদেরকে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে? (১১) উহা এই যে, তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবে। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে! (১২) আল্লাহ্‌ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। ইহাই মহাসাফল্য। (১৩) এবং তিনি দান করিবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরও একটি অনুগ্রহ; আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দাও।

১৯.

১০৯ সূরা কাফিরূন (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

বিষয়-২৭

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা

১.

২ সুরা বাকারা

আয়াত-(২৬) আল্লাহ্ মশা কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না। সুতরাং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা জানে যে, নিশ্চয়ই ইহা সত্য-যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে। কিন্তু যাহারা কাফির তাহারা বলে, আল্লাহ্ কী অভিপ্রায়ে এই উপমা পেশ করিয়াছেন? ইহা দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত তিনি পথ পরিত্যাগকারীগণ ব্যতীত আর কাহাকেও বিভ্রান্ত করেন না-

আয়াত-(১১৭) আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কোন কিছু করিতে সিদ্ধান্ত করেন তখন উহার জন্য শুধূ বলেন, "হও" আর উহা হইয়া যায়।

আয়াত-(১৪২) নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলিবে যে, তাহারা এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল উহা হইতে কিসে তাহাদেরকে ফিরাইয়া দিল? বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।'

আয়াত-(২১৩) সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করিত তাহাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্য তিনি তাহাদের সঙ্গে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং যাহাদেরকে তাহা দেওয়া হইয়াছিল, স্পষ্ট নিদর্শন তাহাদের নিকট আসিবার পরে, তাহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সেই বিষয়ে বিরোধিতা করিত। যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করিত, আল্লাহ্ তাহাদেরকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্যপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

আয়াত-(২৪৭) আর তাহাদের নবী তাহাদের বলিয়াছিল, আল্লাহ্ অবশ্যই তালুতকে তোমাদের রাজা করিয়াছেন। তাহারা বলিল, 'আমাদের উপর তাহার রাজত্ব কিরূপে হইবে, যখন আমরা তাহা অপেক্ষা রাজত্বের অধিক হকদার এবং তাহাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেওয়া হয় নাই।' নবী বলিল, 'আল্লাহ্ অবশ্যই তাহাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তাহাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।' আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

আয়াত-(২৫৩) এই রাসূলগণ, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব

দিয়াছি। তাহাদের মধ্যে এমন কেহ রহিয়াছে যাহার সঙ্গে আল্লাহ্ কথা বলিয়াছেন, আবার কাহাকেও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। মারইয়াম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের পরবর্তীরা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পরও পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না; কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিল। ফলে তাহাদের কিছুসংখ্যক ঈমান আনিল এবং কিছুসংখ্যক কুফরী করিল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহারা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না; কিন্তু আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

আয়াত-(২৮৪) আসমান ও জমীনে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্‌রই। তোমাদের মনে যাহা আছে, তাহা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ্ উহার হিসাব তোমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন; যাহাকে খুশি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২.

৩ সূরা আলে ইমরান

আয়াত-(৪৭) সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই, আমার সন্তান হইবে কীভাবে?' তিনি বলিলেন, 'এইভাবেই', আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং ইহা হইয়া যায়।

আয়াত-(৫৯) আল্লাহ্‌র নিকট নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তসদৃশ! তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর উহাকে বলিলেন 'হও', ফলে সে হইয়া গেল।

আয়াত-(৭৪) তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাহাকে ইচ্ছা বিশেষ করিয়া বাছিয়া লন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

আয়াত-(১২৯) আসমানে যাহা কিছু আছে ও জমীনে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্‌রই। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(৮৮) তোমাদের কী হইল যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দল হইয়া গেলে, যখন আল্লাহ্ তাহাদেরকে কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তোমরা কি তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিতে চাও? এবং আল্লাহ্ কাহাকেও পথ ভ্রষ্ট করিলে তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না।

আয়াত-(১৩৩) যে মানুষ! তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদেরকে অপসারিত করিতে ও অপরকে আনিতে পারেন; আল্লাহ্ ইহা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

৪.

৬ সূরা আন'আম

আয়াত-(১৭) আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত উহা মোচনকারী আর কেহ নাই। আর তিনি তোমার কল্যাণ করিলে তবে তিনিই তো সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

আয়াত-(৩৯) যাহারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাহারা বধির ও মূক, অন্ধকারে রহিয়াছে। যাহাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ বিপথগামী করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি সরল পথে অধিষ্ঠিত করেন।

আয়াত-(১৪৯) বল, 'চুড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহ্‌রই; তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তোমাদের সকলকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করিতেন।'

৫.

৭ সূরা আ'রাফ

আয়াত-(১৭৮) আল্লাহ্ যাহাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায় এবং যাহাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

আয়াত-(১৮৮) বল, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নাই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি তো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা বৈ আর কিছুই নই।'

৬.

৯ সূরা তওবা

আয়াত-(১৫) এবং তিনি উহাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করিবেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচছা তাহার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৬) তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদেরকে এমনি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে যখন পর্যন্ত আল্লাহ্ না প্রকাশ করেন তোমাদের মধ্যে কাহারা মুজাহিদ এবং কাহারা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নাই? তোমরা যাহা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

৭.

১০ সূরা ইউনুস

আয়াত-(১১) আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতেন, যেভাবে তাহারা তাহাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চায়, তবে অবশ্যই তাহাদের মৃত্যু ঘটিত। সুতরাং যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাহাদেরকে আমি তাহাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়ে বেড়াইতে দেই। (১২) আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুইয়া, বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিয়া থাকে। অতঃপর আমি যখন তাহার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করি, সে এমন পথ অবলম্বন করে, যেন তাহাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিয়াছিল তাহার জন্য সে আমাকে ডাকেই নাই। যাহারা সীমালংঘন করে তাহাদের কর্ম তাহাদের নিকট এইভাবে শোভনীয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আয়াত-(১০০) আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত ঈমান আনা কাহারও সাধ্য নয় এবং যাহারা অনুধাবন করে না আল্লাহ্ তাহাদেরকে কলুষলিপ্ত করেন।

৮.

১১ সূরা হুদ

আয়াত-(১০৭) সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে যত দিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন; নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক তাহাই করেন যাহা তিনি ইচ্ছা করেন।

৯.

১৩ সূরা রা'দ

আয়াত-(৩৯) আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহা প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তাঁহারই নিকট আছে উম্মূল কিতাব।

১০.

১৪ সূরা ইব্‌রাহীম

আয়াত-(১৯) তুমি কী লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনিতে পারেন, (২০) আর ইহা আল্লাহ্‌র জন্য আদৌ কঠিন নয়।

আয়াত-(২৭) যাহারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাহাদেরকে দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন এবং যাহারা জালিম আল্লাহ্ উহাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখিবেন। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

১১.

১৬ সূরা নাহল

আয়াত-(৯) সরল পথ আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায়, কিন্তু পথগুলির মধ্যে বক্র পথও আছে। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করিতেন। আয়াত-(৪০) আমি কোন কিছু ইচ্ছা করিলে সেই বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে, আমি বলি, 'হও', ফলে উহা হইয়া যায়।

১২.

১৭ সূরা বণী ইসরাঈল

আয়াত-(৯৭) আল্লাহ্ যাহাদেরকে পথনির্দেশ করেন তাহারা তো পথপ্রাপ্ত এবং যাহাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও উহাদের অভিভাবক পাইবে না। কিয়ামতের দিন আমি উহাদেরকে সমবেত করিব উহাদের মুখে ভর দিয়া চলা অবস্থায় অন্ধ, মূক ও বধির করিয়া। উহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই উহা স্তিমিত হইবে আমি তখনই উহাদের জন্য অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করিয়া দিব।

১৩.

১৮ সূরা কাহফ

আয়াত-(১৭) তুমি দেখিতে পাইতে উহারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত, সূর্য উদয়কালে উহাদের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া যায় এবং অস্তকালে উহাদেরকে অতিক্রম করে বাম পার্শ্ব দিয়া, এই সমস্ত আল্লাহ্‌র নিদর্শন। আল্লাহ্ যাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তাহার কোন পথপ্রদর্শনকারী অভিভাবক পাইবে না।

১৪.

১৯ সূরা মারইয়াম

আয়াত-(৩৫) সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র কাজ নয়, তিনি পবিত্র মহিমাময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন সেই সম্পর্কে বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।

১৫.

৩৫ সূরা ফাতির

আয়াত-(১৫) হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ্, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। (১৬) তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদেরকে অপসৃত করিতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন। (১৭) ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে কঠিন নয়।

১৬.

৩৬ সূরা ইয়াছিন

আয়াত-(৪১) উহাদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি উহাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করাইয়াছিলাম; (৪২) এবং উহাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে উহারা আরোহণ করে। (৪৩) আমি ইচ্ছা করিলে উহাদেরকে নিমজ্জিত করিতে পারি; সে অবস্থায় উহাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না এবং উহারা পরিত্রাণও পাইবে না-

আয়াত-(৮২) তাঁহার ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি উহাকে বলেন "হও" ফলে উহা হইয়া যায়।

১৭.

৪২ সূরা শুরা

আয়াত-(৪৯) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্‌রই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। (৫০) অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করিয়া দেন বন্ধ্যা; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (৫১) মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ্ তাহার সঙ্গে কথা বলিবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যেই দূত তাঁহার অনুমতিক্রমে তিনি যাহা চাহেন তাহা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।

আয়াত-(৫৩) সেই আল্লাহ্‌র পথ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার মালিক। জানিয়া রাখ, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

১৮.

৪৩ সূরা যুখরুফ

আয়াত-(২০) উহারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে আমরা উহাদের পুজা করিতাম না।' এ বিষয়ে উহাদের কোন জ্ঞান নাই; উহারা তো কেবল মনগড়া বলিতেছে।

১৯.

৫৩ সূরা নাজম

আয়াত-(৪৩) আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান, (৪৪) আর এই যে, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান,

২০.
৬৪ সূরা তাগাবুন
আয়াত-(১১) আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং যে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে তিনি তাহার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

২১.
৭৪ সূরা মুদ্দাসসির
আয়াত-(৫৬) আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিবে না, একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করিবার অধিকারী।

২২.
৭৬ সূরা দাহর বা ইনসান
আয়াত-(২৮) আমি উহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাদের গঠন সুদৃঢ় করিয়াছি। আমি যখন ইচ্ছা করিব উহাদের পরিবর্তে উহাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠা করিব। (২৯) ইহা এক উপদেশ, অতএব যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক। (৩০) তোমরা ইচ্ছা করিবে না যদি না আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৩১) তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু জালিমরা-উহাদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রাখিয়াছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

বিষয়-২৮
আল্লাহ্‌র শাস্তি ও ধ্বংস

১.
২ সূরা বাকারা
আয়াত-(৬৫) তোমাদের মধ্যে যাহারা শনিবার সম্পর্কে সীমালংঘন করিয়াছিল তাহাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাহাদের বলিয়াছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানর হও।'
আয়াত-(৯৬) তুমি নিশ্চয় তাহাদেরকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমন কি মুশরিক অপেক্ষাও অধিক লোভী দেখিতে পাইবে। তাহাদের প্রত্যেকে আকাঙ্ক্ষা করে যদি সহস্র বৎসর আয়ূ দেওয়া হইত; কিন্তু দীর্ঘায়ু তাহাকে শাস্তি হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্‌ উহার দ্রষ্টা।

২.
৫ সূরা মায়িদা
আয়াত-(৬০) বল, আমি কি তোমাদেরকে ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দিব যাহা আল্লাহ্‌র নিকট আছে? যাহাকে আল্লাহ্‌ লা'নত করিয়াছেন, যাহার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাহাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শুকর করিয়াছেন এবং যাহারা তাগূতের ইবাদত করে, মর্যাদায় তাহারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হইতে সর্বাধিক বিচ্যুত।'

৩.
৬ সূরা আন'আমঃ
আয়াত-(৬) তাহারা কি দেখে না যে, আমি তাহাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে বিনাশ করিয়াছি? তাহাদেরকে দুনিয়ায় এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেমনটি তোমাদেরকেও করি নাই এবং তাহাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম, আর তাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করিয়াছিলাম; অতঃপর তাহাদের পাপের দরুন তাহাদেরকে বিনাশ করিয়াছি এবং তাহাদের পরে অপর মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছি।
আয়াত-(৪৭) বল, 'তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ্‌র শাস্তি অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আপতিত হইলে জালিম সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেহ ধ্বংস হইবে কি?' (৪৮) আমি রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও

সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি। কেহ ঈমান আনিলে ও নিজকে সংশোধন করিলে তাহার কোন ভয় নাই এবং সে দুঃখিতও হইবে না।

আয়াত-(১২৩) এইরূপে আমি প্রত্যেক জনপদে সেখানকার অপরাধীদের প্রধানকে সেখানে চক্রান্ত করার অবকাশ দিয়াছি, কিন্তু তাহারা শুধু তাহাদের নিজেদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে অথচ তাহারা উপলব্ধি করে না। (১২৪) যখন তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তাহারা তখন বলে, 'আল্লাহ্‌র রাসূলগণকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল আমাদেরকেও তাহা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনও বিশ্বাস করিব না।' আল্লাহ্‌ তাঁহার রিসালাতের দায়িত্ব কাহার উপর অর্পণ করিবেন তাহা তিনিই ভাল জানেন। যাহারা অপরাধ করিয়াছে, চক্রান্তের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হইতে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইবেই।

৪.

৭ সূরা আ'রাফ

আয়াত-(৪) কত জনপথকে আমি ধ্বংস করিয়াছি! আমার শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল রাত্রিতে অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা বিশ্রামরত ছিল। (৫) যখন আমার শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল তখন তাহাদের কথা শুধু ইহাই ছিল যে, 'নিশ্চয় আমরা জালিম ছিলাম।'

আয়াত-(৯৭) তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাহাদের উপর আসিবে রাত্রিতে যখন তাহারা থাকিবে নিদ্রামগ্ন? (৯৮) অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাহাদের উপর আসিবে পূর্বাহ্নে যখন তাহারা থাকিবে ক্রীড়ারত? (৯৯) তাহারা কি আল্লাহ্‌র কৌশলের ভয় রাখে না? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেহই আল্লাহ্‌র কৌশল হইতে নিরাপদ মনে করে না।

আয়াত-(১৫৬) 'আমাদের জন্য নির্ধারিত কর দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছি।' আল্লাহ্‌ বলিলেন, 'আমার শাস্তি যাহাকে ইচ্ছা দিয়া থাকি আর আমার দয়া-তাহা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি উহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে। (১৫৭) 'যাহারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাহার উল্লেখ তাওরাত ও ইন্‌জীল, যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাহাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে বাঁধা দেয়, যে তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত করে তাহাদেরকে তাহাদের গুরুভার হইতে এবং শৃংখল হইতে- যাহা তাহাদের উপর ছিল। সুতরাং যাহারা তাহার প্রতি ঈমান আনে তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাহার সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অনুসরণ করে তাহারাই সফলকাম।

আয়াত-(১৬৬) তাহারা যখন নিষিদ্ধ কাজ ঔদ্ধত্যসহকারে করিতে লাগিল তখন তাহাদেরকে বলিলাম, 'ঘৃনিত বানর হও।'

৫.

৯ সূরা তওবা

আয়াত-(১২৬) উহারা কি দেখে না যে, 'উহাদেরকে প্রতি বৎসর একবার বা দুইবার বিপর্যস্ত করা হয়?' 'ইহার পরও উহারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।

৬.

১০ সূরা ইউনুস

আয়াত-(১৩) তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমি তো ধ্বংস করিয়াছি যখন তাহারা সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট তাহাদের রাসূলগণ আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা ঈমান আনিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি। (১৪) অতঃপর আমি উহাদের পর পৃথিবীতে তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি, তোমরা কিরূপ আমল কর তাহা দেখিবার জন্য।

আয়াত-(৪৯) বল, 'আল্লাহ্‌ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভালমন্দের উপর আমার কোন অধিকার নাই।' প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে; যখন তাহাদের সময় আসিবে তখন তাহারা মুহূর্তকালও বিলম্ব বা ত্বরা করিতে পারিবে না। (৫০) বল, 'তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, যদি তাঁহার শাস্তি তোমাদের উপর রজনীতে অথবা দিবসে আসিয়া পড়ে তবে অপরাধীরা উহার কী ত্বরান্বিত করিতে চায়?' (৫১) তোমরা কি ইহা ঘটিবার পর ইহা বিশ্বাস করিবে?' এখন? তোমরা তো ইহাই ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে! (৫২) পরে জালিমদেরকে বলা হইবে, 'স্থায়ী শাস্তি আস্বাদন কর; তোমরা যাহা করিতে, তোমাদেরকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে।' (৫৩) উহারা তোমার নিকট জানিতে চায়, 'ইহা কি সত্য?' বল, 'হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ! ইহা অবশ্যই সত্য। এবং তোমরা ইহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।'

৭.

১১ সূরা হূদ

আয়াত-(৮২) অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিল তখন আমি জনপদকে উল্টাইয়া দিলাম এবং উহাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করিলাম প্রস্তর-কঙ্কর,

৮.
১৫ সূরা হিজর
আয়াত-(৫) কোন জাতি তাহার নির্দিষ্ট কালকে ত্বরান্বিত করিতে পারে না, বিলম্বিতও করিতে পারে না।

৯.
১৭ সূরা বণী ইসরাঈল
আয়াত-(১৬) আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করিতে চাহি তখন উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদের সৎকর্ম করিতে আদেশ করি, কিন্তু উহারা সেখানে অসৎকর্ম করে; অতঃপর উহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা ন্যায়সংগত হইয়া যায় এবং আমি উহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।

১০.
১৯ সূরা মার্‌ইয়াম
আয়াত-(৯৮) তাহাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি! তুমি কি তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পাও অথবা ক্ষীনতম শব্দও শুনিতে পাও?

১১.
২০ সূরা তা-হা
আয়াত-(১২৮) ইহাও কি তাহাদেরকে সৎপথ দেখাইল না যে, আমি ইহাদের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি কত মানবগোষ্ঠী যাহাদের বাসভূমিতে ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে? অবশ্যই ইহাতে বিবেকসম্পন্নদের জন্য আছে নিদর্শন।

১২.
২১ সূরা আম্বিয়া
আয়াত-(১১) আমি ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ, যাহার অধিবাসীরা ছিল জালিম এবং তাহাদের পরে সৃষ্টি করিয়াছি অপর জাতি।

১৩.
২৩ সূরা মু'মিনুন
আয়াত-(৪৩) কোন জাতিই তাহার নির্ধারিত কালকে ত্বরান্বিত করিতে পারে না, বিলম্বিতও করিতে পারে না।
আয়াত-(৬৪) আর আমি যখন উহাদের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করি তখনই উহারা আর্তনাদ করিয়া উঠে। (৬৫) তাহাদেরকে বলা হইবে, 'আজ আর্তনাদ করিও না, তোমরা আমার সাহায্য পাইবে না।' (৬৬) আমার আয়াত তো

তোমাদের নিকট আবৃত্তি করা হইত, কিন্তু তোমরা পিছনে ফিরিয়া সরিয়া পড়িতে- (৬৭) দম্ভভরে, এই বিষয়ে অর্থহীন গল্প-গুজব করিতে করিতে। (৬৮) তবে কি উহারা এই বাণী অনুধাবন করে না? অথবা উহাদের নিকট কি এমন কিছু আসিয়াছে যাহা উহাদের পূর্বপুরুষদের নিকট আসে নাই? (৬৯) অথবা উহারা কি উহাদের রাসূলকে চিনে না বলিয়া তাহাকে অস্বীকার করে? (৭০) অথবা উহারা কি বলে যে, সে উম্মাদনাগ্রস্ত, বস্তুত সে উহাদের নিকট সত্য আনিয়াছে এবং উহাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে। (৭১) সত্য যদি উহাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হইত তবে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই। পক্ষান্তরে আমি উহাদেরকে দিয়াছি উপদেশ, কিন্তু উহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয়। (৭২) অথবা তুমি কি উহাদের নিকট কোন প্রতিদান চাও? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। (৭৩) তুমি তো উহাদেরকে সরল পথে আহ্বান করিতেছ। (৭৪) যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারা তো সরল পথ হইতে বিচ্যুত, (৭৫) আমি উহাদেরকে দয়া করিলেও এবং উহাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করিলেও উহারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিতে থাকিবে। (৭৬) আমি তো উহাদেরকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করিলাম, কিন্তু উহারা উহাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনত হইল না এবং কাতর প্রার্থনাও করে না। (৭৭) অবশেষে যখন আমি উহাদের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলিয়া দেই তখনই উহারা ইহাতে হতাশ হইয়া পড়ে।

১৪.
২৯ সূরা আনকাবূত
আয়াত-(২১) তিনি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাহার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। (২২) তোমরা আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না পৃথিবীতে, আর না আকাশে এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

১৫.
৩০ সূরা রূম
আয়াত-(৯) উহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমন করে না? তাহা হইলে দেখিত যে, উহাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল! শক্তিতে তাহারা ছিল ইহাদের অপেক্ষা প্রবল, তাহারা জমি চাষ করিত, তাহারা উহা আবাদ করিত ইহাদের আবাদ করা অপেক্ষা অধিক। তাহাদের নিকট আসিয়াছিল তাহাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ; বস্তুত আল্লাহ্‌ এমন নন যে, উহাদের প্রতি জুলুম করেন, উহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করিয়াছিল। (১০) অতঃপর যাহারা মন্দ কর্ম করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম হইয়াছে মন্দ; কারণ তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াত অস্বীকার করিত এবং উহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।

১৬.
৩৩ সূরা আহযাব
আয়াত-(৬৪) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফিরদেরকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন জ্বলন্ত অগ্নি। (৬৫) সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে এবং উহারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না। (৬৬) যেদিন উহাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলটপালট করা হইবে সেদিন উহারা বলিবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহ্‌কে মানিতাম ও রাসূলকে মানিতাম!' (৬৭) তাহারা আরও বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও প্রভাবশালীদের আনুগত্য করিয়াছিলাম এবং উহারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল; (৬৮) 'হে আমাদের প্রতিপালক! উহাদেরকে দ্বিগুন শাস্তি দাও এবং উহাদেরকে দাও মহাঅভিসম্পাত।'

১৭.
৩৫ সূরা ফাতির
আয়াত-(৪৫) আল্লাহ্ মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না, কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদেরকে অবকাশ দিয়া থাকেন। অতঃপর তাহাদের নির্দিষ্ট কাল আসিয়া গেলে আল্লাহ্ তো আছেন তাঁহার বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।

১৮.
৩৬ সূরা ইয়াসীন
আয়াত-(৩১) উহারা কি লক্ষ্য করে না উহাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠী আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহারা উহাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে না? (৩২) এবং অবশ্যই উহাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হইবে।

১৯.
৩৮ সূরা সোয়াদ
আয়াত-(৩) ইহাদের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি; তখন উহারা আর্তচিৎকার করিয়াছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিল না।
আয়াত-(১৫) ইহারা তো অপেক্ষা করিতেছে একটি মাত্র প্রচণ্ড নিনাদের, যাহাতে কোন বিরাম থাকিবে না।

২০.
৪১ সূরা হা-মীম, আস-সাজদা
আয়াত-(১৩) তবুও ইহারা যদি মুখ ফিরাইয়া নেয়, তবে বল, 'আমি তো

তোমাদেরকে সতর্ক করিতেছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, আদ ও সামুদের শাস্তির অনুরূপ।' (১৪) যখন উহাদের নিকট রাসূলগণ আসিয়াছিল উহাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে এবং বলিয়াছিল, 'তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিও না।' তখন উহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের প্রতিপালকের এইরূপ ইচ্ছা হইলে তিনি অবশ্যই ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করিতেন। অতএব তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ, আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম।' (১৫) আর 'আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, উহারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করিত এবং বলিত, 'আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে?' উহারা কি তবে লক্ষ্য করে নাই যে, আল্লাহ্, যিনি উহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উহাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ উহারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিত। (১৬) অতঃপর আমি উহাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাইবার জন্য উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভ দিনে। আখিরাতের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং উহাদেরকে সাহায্য করা হইবে না। (১৭) আর সামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি উহাদেরকে পথনির্দেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিল। অতঃপর উহাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্র আঘাত হানিল উহাদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ। (১৮) আমি রক্ষা করিলাম তাহাদেরকে, যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিত। (১৯) যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হইবে সেদিন উহাদেরকে বিন্যস্ত করা হইবে বিভিন্ন দলে। (২০) পরিশেষে যখন উহারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছিবে তখন উহাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক উহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে, উহাদের বিরুদ্ধে। (২১) জাহান্নামীরা উহাদের ত্বককে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছ কেন?' উহারা বলিবে, 'আল্লাহ্, আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়াছেন যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়াছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন প্রথমবার এবং তাঁহারই নিকটে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।'

২১.
৪৬ সূরা আহ্‌কাফ
আয়াত-(২৭) আমি তো ধ্বংস করিয়াছিলাম তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি উহাদেরকে বিভিন্নভাবে আমার নির্দেশনাবলী বিবৃত করিয়াছিলাম, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।

২২.
৫০ সূরা কাফ্
আয়াত-(৩৬) আমি তাহাদের পূর্বে আরও কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা ছিল উহাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল, উহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত; উহাদের কোন পলায়নস্থল রহিল কি?

২৩.
৫৭ সূরা হাদীদ
আয়াত-(২২) পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংঘটিত করিবার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহ্‌র পক্ষে ইহা খুবই সহজ। (২৩) ইহা এইজন্য যে, তোমরা যাহা হারাইয়াছ তাহাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যাহা তিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন তাহার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে।

২৪.
১০৫ সূরা ফীল (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

২৫.
১১১ সূরা লাহাব বা মাসোয়াদ (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

বিষয়-২৯
জীবন ও মৃত্যু

১.
২ সূরা বাকারা
আয়াত-(২৮) তোমরা কিরূপে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করিয়াছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পুণরায় জীবন্ত করিবেন, পরিণামে তাঁহার দিকেই তোমাদেরকে ফিরাইয়া আনা হইবে।
আয়াত-(১৫৪) আল্লাহ্‌র পথে যাহারা নিহত হয় তাহাদেরকে মৃত বলিও না, বরং তাহারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পার না।
আয়াত-(২৬০) যখন ইব্রাহীম বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও।' তিনি বলিলেন, 'তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না?' সে বলিল, 'কেন করিব না, তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য।' তিনি বলিলেন, 'তবে চারটি পাখি লও এবং উহাদেরকে তোমার বশীভূত করিয়া লও। তৎপর তাহাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর। অতঃপর উহাদেরকে ডাক দাও, উহারা দ্রুতগতিতে তোমার নিকট আসিবে। জানিয়া রাখ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

২.
৩ সূরা আলে ইমরান
আয়াত-(১৪৫) আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কাহারও মৃত্যু হইতে পারে না, যেহেতু উহার মেয়াদ অবধারিত। কেহ পার্থিব পুরস্কার চাহিলে আমি তাহাকে তাহার কিছু দেই এবং কেহ পারলৌকিক পুরস্কার চাহিলে আমি তাহাকে তাহার কিছু দেই এবং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করিব।
আয়াত-(১৬৯) যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইয়াছে তাহাদেরকে কখনই মৃত মনে করিও না, বরং তাহারা জীবিত এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহারা জীবিকাপ্রাপ্ত।
আয়াত-(১৮৫) জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে। যাহাকে অগ্নি হইতে

দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সে-ই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

৩.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(৭৮) তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করিলেও। যদি তাহাদের কোন কল্যাণ হয় তবে তাহারা বলে, 'ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।' আর যদি তাহাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে তাহারা বলে, 'ইহা তোমার নিকট হইতে।' বল, সবকিছুই আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।' এই সম্প্রদায়ের হইল কী যে, ইহারা একেবারেই কোন কথা বোঝে না!

৪.

৬ সূরা আন'আম

আয়াত-(৬০) তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যাহা কর তাহা তিনি জানেন। অতঃপর দিবসে তোমাদেরকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন যাহাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁহার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে তিনি অবহিত করিবেন। (৬১) তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তাহার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

৫.

৭ সূরা আ'রাফ

আয়াত-(৩৪) প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাহাদের সময় আসিবে তখন তাহারা মৃত্যুকাল বিলম্ব করিতে পারিবে না এবং ত্বরাও করিতে পারিবে না।

৬.

৯ সূরা তওবা

আয়াত-(৮৪) উহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও উহার জন্য জানাযার সালাত পড়িবে না এবং উহার কবর-পার্শ্বে দাঁড়াইবে না; উহারা তো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় উহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

আয়াত-(১১৬) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্‌রই; তিনিই

জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

৭.

১০ সুরা ইউনুস

আয়াত-(৫৬) তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

৮.

১১ সূরা হূদ

আয়াত-(৪৩) সে বলিল, 'আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় লইব যাহা আমাকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিবে।' সে বলিল, 'আজ আল্লাহ্‌র হুকুম হইতে রক্ষা করিবার কেহ নাই, তবে যাহাকে আল্লাহ্ দয়া করিবেন সে ব্যতীত।' ইহার পর তরঙ্গ উহাদেরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হইল। (৪৪) ইহার পর বলা হইল, 'হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস করিয়া নাও এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও।' ইহার পর বন্যা প্রশমিত হইল এবং কার্য সমাপ্ত হইল, নৌকা 'জুদী' পর্বতের উপর স্থির হইল এবং বলা হইল, জালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হউক।

৯.

১৫ সূরা হিজর

আয়াত-(২৩) আমিই জীবন দান করি ও মত্যু ঘটাই এবং আমিই চুড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

১০.

১৬ সূরা নাহ্‌ল

আয়াত-(৩২) ফেরেশ্‌তাগণ যাহাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশ্‌তাগণ বলিবে, 'তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যাহা করিতে তাহার ফলে জান্নাতে প্রবেশ কর।' (৩৩) উহারা শুধু প্রতীক্ষা করে উহাদের নিকট ফেরেশ্‌তা আগমনের অথবা তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আগমনের। উহাদের পূর্ববর্তীরা এইরূপই করিত। আল্লাহ্ উহাদের প্রতি কোন জুলুম করেন নাই, কিন্তু উহারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করিত। (৩৪) সুতরাং উহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল উহাদেরই মন্দ কর্মের শাস্তি এবং উহাদেরকে পরিবেষ্টন কারিয়াছিল তাহাই, যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।

আয়াত-(৭০) আল্লাহ্‌ই তোমদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর তিনি তোমাদের

মৃত্যু ঘটাইবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও উপনীত করা হইবে নিকৃষ্টতম বয়সে; ফলে উহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকিবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

১১.
২১ সূরা আম্বিয়া
আয়াত-(৩৫) জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে; আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি এবং আমারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হইবে।

১২.
২৯ সূরা আনকাবুত
আয়াত-(৫৭) জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

১৩.
৩৬ সূরা ইয়াসিন
আয়াত-(১২) আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখিয়া রাখি যাহা উহারা অগ্রে প্রেরণ করে ও যাহা উহারা পশ্চাতে রাখিয়া যায়, আমি তো প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রাখিয়াছি।
আয়াত-(৬৮) আমি যাহাকে দীর্ঘ জীবন দান করি প্রকৃতিগতভাবে তাহার অবনতি ঘটাই। তবুও কি উহারা বুঝে না?

১৪.
৩৯ সূরা যুমার
আয়াত-(৪২) আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাহাদের মৃত্যুর সময় এবং যাহাদের মৃত্যু আসে নাই তাহাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর তিনি যাহার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তাহার প্রাণ তিনি রাখিয়া দেন এবং অপরগুলি ফিরাইয়া দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

১৫.
৪০ সূরা মু'মিন
আয়াত-(৬৮) 'তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি উহার জন্য বলেন, 'হও', আর উহা হইয়া যায়।'

১৬.
৪৫ সূরা জাছিয়া
আয়াত-(২৬) বল, 'আল্লাহ্ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্র করিবেন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না।'

১৭.
৫০ সূরা কাফ্
আয়াত-(৪৩) 'আমিই জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে।'

১৮.
৬২ সূরা জুমু'আ
আয়াত-(৮) বল, 'তোমরা যে মৃত্যু হইতে পলায়ন কর সেই মৃত্যু তোমাদের সঙ্গে আবশ্যই সাক্ষাত করিবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যানীত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্র নিকট এবং তিনি তোমাদেরকে জানাইয়া দিবেন যাহা তোমরা করিতে।'

১৯.
৬৭ সূরা মূলক
আয়াত-(২) যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করিবার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

২০.
৮০ সূরা আবাসা (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

বিষয়-৩০

কিয়ামত, কর্মফল বা ফয়সালা দিবস

১.

১ সূরা ফাতিহা

আয়াত-(৩) কর্মফল দিবসের মালিক।

২.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(৪৮) তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোন কাজে আসিবে না, কাহারও সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে না, কাহারও নিকট হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না এবং তাহারা কোন প্রকার সাহায্যপ্রাপ্তও হইবে না।

আয়াত-(২৮১) তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যে দিন তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যানীত হইবে। অতঃপর প্রত্যেককে তাহার কর্মের ফল পুরাপুরি প্রদান করা হইবে, আর তাহাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হইবে না।

৩.

৩ সূরা আলে ইমরান

আয়াত-(২৫) কিন্তু সেইদিন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তাহাদের কি অবস্থা হইবে? যে দিন আমি তাহাদেরকে একত্র করিব এবং প্রত্যেককে তাহার অর্জিত কর্মের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেওয়া হইবে, আর তাহাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না।

৪.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(৮৭) আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনি তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্র করিবেনই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী?

আয়াত-(১০৯) দেখ, তোমরাই ইহজীবনে তাহাদের পক্ষে বিতর্ক করিতেছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সম্মুখে কে তাহাদের পক্ষে বিতর্ক করিবে অথবা কে তাহাদের উকীল হইবে?

৫.

৬ সূরা আন'আম

আয়াত-(৯৪) তোমরা তো আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় আসিয়াছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম; তোমাদেরকে যাহা দিয়াছিলাম তাহা তোমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছ, তোমরা যাহাদেরকে তোমাদের ব্যাপারে শরীক মনে করিতে। তোমাদের সেই সুপারিশকারিগণকেও তোমাদের সঙ্গে দেখিতেছি না; তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্যই ছিন্ন হইয়াছে এবং তোমরা যাহা ধারণা করিয়াছিলে তাহাও নিষ্ফল হইয়াছে।

আয়াত-(১২৮) যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে একত্র করিবেন এবং বলিবেন, 'হে জ্বিন সম্প্রদায়! তোমরা তো অনেক লোককে তোমাদের অনুগামী করিয়াছিলে' এবং মানব সমাজের মধ্যে তাহাদের বন্ধুগণ বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে কতক অপরের দ্বারা লাভবান হইয়াছে এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করিয়াছিলে এখন আমরা উহাতে উপনীত হইযাছি।' সেদিন আল্লাহ্ বলিবেন, 'জাহান্নামই তোমাদের বাসস্থান, তোমরা সেখানে স্থায়ী হইবে, যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত। (১২৯) এইভাবে উহাদের কৃতকর্মের জন্য আমি জালিমদের একদলকে অন্যদলের বন্ধু করিয়া থাকি।

৬.

৭ সূরা আ'রাফ

আয়াত-(৮) সেইদিনের ওজন করা সত্য। যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই সফলকাম হইবে। (৯) আর যাহাদের পাল্লা হাল্‌কা হইবে তাহারাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, যেহেতু তাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করিত।

আয়াত-(১৪৭) যাহারা আমার নিদর্শন ও আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে তাহাদের কার্য নিস্ফল হয়। তাহারা যাহা করে তদনুযায়ীই তাহাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হইবে।

আয়াত-(১৮৭) তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটিবে? বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাসময়ে উহা প্রকাশ করিবেন; উহা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভংয়কর ঘটনা হইবে। আকস্মিকভাবেই উহা তোমাদের উপর আসিবে।' তুমি এই বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করিয়া তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'এই বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।'

৭.
১০ সূরা ইউনুস
আয়াত-(৩০) সেখানে তাহাদের প্রত্যেকে তাহার পূর্ব কৃতকর্ম পরীক্ষা করিয়া লইবে এবং উহাদেরকে উহাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্‌র নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে এবং উহাদের উদ্ভাবিত মিথ্যা উহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবে।
আয়াত-(৪৫) যেদিন তিনি উহাদেরকে একত্র করিবেন সেদিন উহাদের মনে হইবে, উহাদের অবস্থিতি দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল; উহারা পরস্পরকে চিনিবে। আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত ইহয়াছে এবং তাহারা সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।

৮.
১১ সূরা হুদ
আয়াত-(১০৫) যখন সেদিন আসিবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কেহ কথা বলিতে পারিবে না; উহাদের মধ্যে কেহ হইবে হতভাগ্য আর কেহ ভাগ্যবান।

৯.
১৪ সূরা ইব্রাহীম
আয়াত-(৪৮) যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হইয়া অন্য পৃথিবী হইবে এবং আকাশমণ্ডলীও; এবং মানুষ উপস্থিত হইবে আল্লাহ্‌র সম্মুখে- যিনি এক, পরাক্রমশালী। (৪৯) সেই দিন তুমি অপরাধীদেরকে দেখিবে শৃঙ্খলিত অবস্থায়, (৫০) উহাদের জামা হইবে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করিবে উহাদের মুখমণ্ডল;

১০.
১৬ সূরা নাহল
আয়াত-(১১১) স্মরণ কর সেই দিনকে, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করিতে আসিবে এবং প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেওয়া হইবে। এবং তাহাদের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

১১.
১৭ সূরা বণী ইসরাঈল
আয়াত-(১৩) প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তাহার গ্রীবালগ্ন করিয়াছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য বাহির করিব এক কিতাব, যাহা সে পাইবে উন্মুক্ত। (১৪) তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।

আয়াত-(৭১) স্মরণ কর, সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে উহাদের নেতাসহ আহ্বান করিব। যাহাদের দক্ষিণ হস্তে তাহাদের আমলনামা দেওয়া হইবে, তাহারা তাহাদের আমলনামা পাঠ করিবে এবং তাহাদের উপর সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হইবে না।

১২.
১৮ সূরা কাহ্‌ফ
আয়াত-(৪৭) স্মরণ কর, যেদিন আমি পর্বতমালাকে করিব সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখিবে উন্মুক্ত প্রান্তর, সেদিন তাহাদের সকলকে আমি একত্র করিব এবং উহাদের কাহাকেও অব্যাহতি দিব না, (৪৮) এবং উহাদেরকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হইবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হইবে, 'তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলাম সেইভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, অথচ তোমরা মনে করিতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি কখনও উপস্থিত করিব না।'
আয়াত-(৫২) এবং সেই দিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন তিনি বলিবেন, 'তোমরা যাহাদেরকে আমার শরীক মনে করিতে তাহাদেরকে আহ্বান কর।' উহারা তখন তাহাদেরকে আহ্বান করিবে কিন্তু তাহারা উহাদের আহ্বানে সাড়া দিবে না এবং উহাদের উভয়ের মধ্যস্থলে রাখিয়া দিব এক ধ্বংস-গহ্‌বর।

১৩.
১৯ সুরা মারইয়াম
আয়াত-(৮০) সে যে বিষয়ের কথা বলে তাহা থাকিবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসিবে একা।

১৪.
২০ সূরা তা-হা
আয়াত-(১৩৫) বল, 'প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করিতেছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর। অতঃপর তোমরা জানিতে পারিবে কাহারা রহিয়াছে সরল পথে এবং কাহারা সৎপথ অবলম্বন করিয়াছে।'

১৫.
২১ সূরা আম্বিয়া
আয়াত-(১০৪) সেই দিন আকাশমণ্ডলীকে গুটাইয়া ফেলিব, যেভাবে গুটান হয়

লিখিত দফতর; যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিবই।
আয়াত-(১১০) তিনি জানেন যাহা কথায় ব্যক্ত এবং যাহা তোমরা গোপন কর। (১১১) 'আমি জানি না হয়ত ইহা তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং জীবনোপভোগ কিছু কালের জন্য।' (১১২) রাসূল বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ন্যায়ের সঙ্গে ফয়সালা করিয়া দিও, আমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র সহায়স্থল তিনিই।'

১৬.
২২ সূরা হাজ্জ
আয়াত-(১) হে মানুষ! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে; কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। (২) যেদিন তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিবে সেই দিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হইবে তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিয়া ফেলিবে; মানুষকে দেখিবে নেশাগ্রস্তসদৃশ, যদিও উহারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন।
আয়াত-(৭) এবং কিয়ামত আসিবেই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং কবরে যাহারা আছে তাহাদেরকে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ উত্থিত করিবেন। (৮) মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে; তাহাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশ, না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব। (৯) সে বিতণ্ডা করে ঘাড় বাঁকাইয়া লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য। তাহার জন্য লাঞ্ছনা আছে ইহলোকে এবং কিয়ামত দিবসে আমি তাহাকে আস্বাদ করাইব দহন-যন্ত্রণা। (১০) সেদিন তাহাকে বলা হইবে, 'ইহা তোমার কৃতকর্মেরই ফল, কারণ আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।'

১৭.
২৩ সূরা মু'মিনূন
আয়াত-(১১৩) উহারা বলিবে, আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ, আপনি না হয়, গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।

১৮.
২৪ সূরা নূর
আয়াত-(৩৫) আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁহার জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার যাহার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্রসদৃশ; ইহা প্রজ্বলিত করা

হয় পূত-পবিত্র যায়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা যাহা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, অগ্নি উহাকে স্পর্শ না করিলেও যেন উহার তৈল উজ্জ্বল আলো দিতেছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁহার জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।
আয়াত-(৪০) অথবা তাহাদের কর্ম গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকারসদৃশ, যাহাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যাহার ঊর্ধ্বে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমনকি সে হাত বাহির করিলে তাহা আদৌ দেখিতে পাইবে না। আল্লাহ্ যাহাকে জ্যোতি দান করেন না তাহার জন্য কোন জ্যোতিই নাই।

১৯.
২৬ সূরা শূ'আরা
আয়াত-(৮৮) যেদিন ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কোন কাজে আসিবে না।

২০.
২৭ সূরা নাম্‌ল
আয়াত-(৮৩) স্মরণ কর, সেই দিনের কথা, যেই দিন আমি সমবেত করিব প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক-একটি দলকে, যাহারা আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করিত আর উহাদেরকে সারিবদ্ধ করা হইবে। (৮৪) যখন উহারা সমাগত হইবে তখন আল্লাহ্ উহাদেরকে বলিবেন, 'তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে, অথচ উহা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করিতে পার নাই? বরং তোমরা আরও কিছু করিতেছিলে?' (৮৫) সীমালংঘন হেতু উহাদের উপর ঘোষিত শাস্তি আসিয়া পড়িবে; ফলে উহারা কিছুই বলিতে পারিবে না।

২১.
৩০ সূরা রূম
আয়াত-(১১) আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তিনি ইহার পুনরাবৃত্তি করিবেন, তারপর তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যানীত হইবে।

২২.
৩১ সূরা লুকমান
আয়াত-(১৬) 'হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং উহা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নিচে, আল্লাহ্ তাহাও উপস্থিত করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।
আয়াত-(৩৩) হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের, যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসিবে না, সন্তানও কোন উপকারে আসিবে না তাহার পিতার। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব

জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। (৩৪) কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে আছে। কেহ জানে না আগামীকল্য সে কি অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত।

২৩.

৩২ সূরা সাজদা

আয়াত-(৫) তিনি আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁহার সমীপে সমুত্থিত হইবে- যে দিনের পরিমাপ হইবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসর।

আয়াত-(১৭) কেহই জানে না তাহাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হইয়াছে তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ।

আয়াত-(২৫) উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিতেছে তোমার প্রতিপালকই কিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যে উহার ফয়সালা করিয়া দিবেন।

আয়াত-(২৮) উহারা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল, কখন হইবে এই ফয়সালা?' (২৯) বল, 'ফয়সালার দিনে কাফিরদের ঈমান আনয়ন উহাদের কোন কাজে আসিবে না এবং উহাদেরকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।' (৩০) অতএব তুমি উহাদেরকে অগ্রাহ্য কর এবং অপেক্ষা কর, উহারাও অপেক্ষা করিতেছে।

২৪.

৩৪ সূরা সাবা

আয়াত-(২৩) যাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহ্র নিকট কাহারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না। পরে যখন উহাদের অন্তর হইতে ভয় বিদূরিত হইবে তখন উহারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে, 'তোমাদের প্রতিপালক কী বলিয়াছেন?' তদুত্তরে তাহারা বলিবে, 'যাহা সত্য তিনি তাহাই বলিয়াছেন।' তিনি সমুচ্চ, মহান।

২৫.

৩৬ সূরা ইয়াসীন

আয়াত-(৫৪) আজ কাহারও প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না এবং তোমরা যাহা করিতে কেবল তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

২৬.

৩৭ সূরা সাফ্ফাত

আয়াত-(১৬) 'আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব, তখনও কি আমাদেরকে উত্থিত করা হইবে? (১৭) 'এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও?' (১৮) বল, 'হাঁ, এবং তোমরা হইবে লাঞ্ছিত।' (১৯) উহা একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ আর তখনই উহারা প্রত্যক্ষ করিবে। (২০) এবং উহারা বলিবে, 'দুর্ভোগ আমাদের! ইহাই তো কর্মফল দিবস।' (২১) ইহাই ফয়সালার দিন যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।

২৭.

৩৯ সূরা যুমার

আয়াত-(৬৭) উহারা আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকিবে তাঁহার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকিবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁহার দক্ষিণ হস্তে। পবিত্র ও মহান তিনি, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে। (৬৮) এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, ফলে যাহাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তাহারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হইয়া পড়িবে। অতঃপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তৎক্ষণাৎ উহারা দণ্ডায়মান হইয়া তাকাইতে থাকিবে। (৬৯) বিশ্ব উহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবে, আমলনামা পেশ করা হইবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষিগণকে উপস্থিত করা হইবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হইবে ও তাহাদের প্রতি জুলুম করা হইবে না। (৭০) প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হইবে। উহারা যাহা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

২৮.

৪০ সূরা মু'মিন

আয়াত-(১৬) যেদিন মানুষ বাহির হইয়া পড়িবে সেদিন আল্লাহ্র নিকট উহাদের কিছুই গোপন থাকিবে না। আজ কর্তৃত্ব কাহার? আল্লাহ্রই, যিনি এক, পরাক্রমশালী।

২৯.

৪২ সূরা শু'রা

আয়াত-(৪৫) তুমি উহাদেরকে দেখিতে পাইবে যে, উহাদেরকে জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে; তাহারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনিমীলিত নেত্রে তাকাইতেছে। মু'মিনরা কিয়ামতের দিন বলিবে, 'ক্ষত্রিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা

নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করিয়াছে।' জানিয়া রাখ, জালিমরা অবশ্যই ভোগ করিবে স্থায়ী শাস্তি।

আয়াত-(৪৭) তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দাও আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সেই দিবস আসিবার পূর্বে, যাহা অপ্রতিরোধ্য; যেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং তোমাদের জন্য উহা নিরোধ করিবার কেহ থাকিবে না। (৪৮) উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া নেয়, তবে তোমাকে তো আমি ইহাদের রক্ষক করিয়া পাঠাই নাই। তোমার কাজ তো কেবল বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে ইহাতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন উহাদের কৃতকর্মের জন্য উহাদের বিপদ-আপদ ঘটে তখন মানুষ হইয়া পড়ে অকৃতজ্ঞ।

৩০.

৪৫ সূরা জাছিয়া

আয়াত-(৩২) যখন বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি তো সত্য এবং কিয়ামত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তখন তোমরা বলিয়া থাক, 'আমরা জানি না কিয়ামত কী; আমরা মনে করি ইহা একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এই বিষয়ে নিশ্চিত নই।'

৩১.

৫০ সূরা কাফ্

আয়াত-(২৩) তাহার সঙ্গী ফেরেশ্‌তা বলিবে, 'এই তো আমার নিকট 'আমলনামানা প্রস্তুত।' (২৪) আদেশ করা হইবে, তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে (২৫) কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী। (২৬) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করিত তাহাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। (২৭) তাহার সহচর শয়তান বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাহাকে অবাধ্য করি নাই। বস্তুত সে-ই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত। (২৮) আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমার সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করিও না; তোমাদেরকে আমি তো পূর্বেই সতর্ক করিয়াছি। (২৯) 'আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করি না।' (৩০) সেই দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করিব, 'তুমি কি পূর্ণ হইয়া গিয়াছ?' জাহান্নাম বলিবে, 'আরও আছে কি?' (৩১) আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হইবে মুত্তাকীদের- কোন দূরত্ব থাকিবে না। (৩২) ইহারই প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হইয়াছিল- প্রত্যেক আল্লাহ্-অভিমুখী, হিফাযতকারীর জন্য- (৩৩) যাহারা না দেখিয়া দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়- (৩৪) তাহাদেরকে বলা হইবে, 'শান্তির সঙ্গে তোমরা উহাতে প্রবেশ কর; উহা অনন্ত জীবনের দিন।' (৩৫) এখানে তাহারা যাহা কামনা করিবে তাহাই পাইবে এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহারও অধিক।

আয়াত-(৪৪) যেদিন তাহাদের উপরস্থ জমীন বিদীর্ণ হইবে এবং মানুষ ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিবে, এই সমবেত সমাবেশকরণ আমার জন্য সহজ। (৪৫) উহারা যাহা বলে তাহা আমি জানি, তুমি উহাদের উপর জবরদস্তিকারী নও, সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাহাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।

৩২.

৫১ সূরা যারিয়াত

আয়াত-(৬) কর্মফল দিবস আবশ্যম্ভাবী। (৭) শপথ বহু পথবিশিষ্ট আকাশের, (৮) তোমার তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। (৯) যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সে-ই উহা পরিত্যাগ করে, (১০) অভিশপ্ত হউক মিথ্যাচারীরা, (১১) যাহারা অজ্ঞ ও উদাসীন! (১২) উহারা জিজ্ঞাসা করে, 'কর্মফল দিবস কবে হইবে?' (১৩) বল, 'সেই দিন যখন উহাদেরকে শাস্তি দেওয়া হইবে অগ্নিতে।' (১৪) 'তোমরা তোমাদের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে।' (১৫) সেদিন নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকিবে প্রস্রবণ-বিশিষ্ট জান্নাতে, (১৬) উপভোগ করিবে তাহা যাহা তাহাদের প্রতিপালক তাহাদেরকে দিবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তাহারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ, (১৭) তাহারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করিত নিদ্রায়, (১৮) রাত্রির শেষ প্রহরে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত, (১৯) এবং তাহাদের ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক। (২০) নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে ধরিত্রীতে (২১) এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করিবে না? (২২) আকাশে রহিয়াছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু! (২৩) আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমাদের বাক্‌স্ফূর্তির মতই এই সকল সত্য।

৩৩.

৫২ সূরা তুর

আয়াত-(২১) এবং যাহারা ঈমান আনে আর তাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাহাদের অনুগামী হয়, তাহাদের সঙ্গে মিলিত করিব তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাহাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করিব না; প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।

৩৪.

৫৪ সূরা কামার

আয়াত-(১) কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে, আর চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।

৩৫.

৫৫ সূরা রহমান

আয়াত-(৩৭) যেই দিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে সেই দিন উহা রক্ত-রঙ্গে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করিবে। (৩৮) সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? (৩৯) সেই দিন না মানুষকে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে, না জ্বিনকে।

৩৬.

৫৬ সূরা ওয়াকিয়া (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

৩৭.

৫৭ সূরা হাদীদ

আয়াত-(১৫) 'আজ তোমাদের নিকট হইতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না এবং যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহাদের নিকট হইতেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, ইহাই তোমাদের যোগ্য; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম।'

৩৮.

৫৮ সূরা মুজাদালা

আয়াত-(৬) সেই দিন, যেদিন উহাদের সকলকে একত্রে উত্থিত করা হইবে এবং উহাদেরকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা উহারা করিত; আল্লাহ্ উহার হিসাব রাখিয়াছেন, আর উহারা তাহা বিস্মৃত হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।'

৩৯.

৬০ সূরা মুমতাহিনা

আয়াত-(৩) তোমাদের আত্মীয় স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসিবে না। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন; তোমরা যাহা কর তিনি তাহা দেখেন।

৪০.

৬৪ সূরা তাগাবুন

আয়াত-(৯) স্মরণ কর, যে দিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করিবেন সমাবেশ দিবসে সেদিন হইবে লাভ-লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাহার পাপ মোচন করিবেন এবং তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে; যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা হইবে চিরস্থায়ী। ইহাই মহাসাফল্য।

৪১.

৬৯ সূরা হাক্কা

আয়াত-(১৩) যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে- একটি মাত্র ফুৎকার, (১৪) পর্বতমালাসমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং মাত্র এক ধাক্কায় উহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। (১৫) সেদিন সংঘটিত হইবে মহাপ্রলয়, (১৬) এবং আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে আর সেই দিন উহা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে।

আয়াত-(১৮) সেই দিন উপস্থিত করা হইবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকিবে না। (১৯) তখন যাহাকে তাহার 'আমলনামা' তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, 'লও, আমার 'আমলনামা' পড়িয়া দেখ; (২০) 'নিশ্চয়ই আমি জানিতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে।' (২১) সুতরাং সে যাপন করিবে সন্তোষজনক জীবন; (২২) সুউচ্চ জান্নাতে- (২৩) যাহার ফলরাশি অবনমিত থাকিবে নাগালের মধ্যে। (২৪) তাহাদেরকে বলা হইবে, 'পানাহার কর তৃপ্তির সঙ্গে, তোমরা অতীত দিনে যাহা করিয়াছিলে তাহার বিনিময়ে।' (২৫) কিন্তু যাহার 'আমলনামা' তাহার বাম হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, 'হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হইত আমার 'আমলনামা', (২৬) 'এবং আমি যদি না জানিতাম আমার হিসাব! (২৭) 'হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হইত। (২৮) 'আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসিল না। (২৯) 'আমার ক্ষমতাও বিনষ্ট হইয়াছে।' (৩০) ফেরেশ্তাদেরকে বলা হইবে, 'ধর উহাকে, উহার গলদেশে বেড়ি পরাইয়া দাও। (৩১) 'অতঃপর উহাকে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। (৩২) 'পুনরায় তাহাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর হস্ত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে', (৩৩) সে তো মহান আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ছিল না, (৩৪) এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করিত না, (৩৫) অতএব এই দিন সেখানে তাহার কোন সুহৃদ থাকিবে না, (৩৬) এবং কোন খাদ্য থাকিবে না ক্ষতনিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত, (৩৭) যাহা অপরাধী ব্যতীত কেহ খাইবে না।

৪২.

৭৭ সূরা মুরসালাত

আয়াত-(৩৮) 'ইহাই ফয়সালার দিন, আমি একত্র করিয়াছি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে।'

৪৩.

৮১ সূরা তাকভীর

আয়াত-(১) সূর্যকে যখন নিস্প্রভ করা হইবে, (২) যখন নক্ষত্ররাজি খসিয়া

পড়িবে, (৩) পর্বতকে যখন চলমান করা হইবে, (৪) যখন পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হইবে, (৫) যখন বন্য পশু একত্র করা হইবে, (৬) সমুদ্র যখন স্ফীত করা হইবে, (৭) দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হইবে, (৮) যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, (৯) কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হইয়াছিল? (১০) যখন 'আমলনামা' উন্মোচিত হইবে, (১১) যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হইবে, (১২) জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হইবে, (১৩) এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী করা হইবে, (১৪) তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানিবে সে কী লইয়া আসিয়াছে।

৪৪.

৮২ সূরা ইনফিতার (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

আয়াত-(১) আকাশ যখন বিদীর্ণ হইবে, (২) যখন নক্ষত্রমণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরিয়া পড়িবে, (৩) সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হইবে, (৪) এবং যখন কবর উন্মোচিত হইবে, (৫) তখন প্রত্যেকে জানিবে, সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে। (৬) হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিল?

আয়াত-(৯) না, কখনও না, তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করিয়া থাক; (১০) অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ; (১১) সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ; (১২) তাহারা জানে তোমরা যাহা কর। (১৩) পুণ্যবানগণ তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে: (১৪) এবং পাপাচারীরা তো থাকিবে জাহান্নামে; (১৫) উহারা কর্মফল দিবসে উহাতে প্রবেশ করিবে; (১৬) এবং উহারা উহা হইতে অন্তর্হিত হইতে পারিবে না। (১৭) কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান? (১৮) আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান? (১৯) সেই দিন একে অপরের জন্য কিছু করিবার সামর্থ্য থাকিবে না; এবং সেই দিন সমস্ত কর্তৃত্ব হইবে আল্লাহ্‌র।

৪৫.

৮৩ সূরা মুতাফফিফীন

আয়াত-(৭) কখনও না, পাপাচারীদের আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে। (৮) সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কী জান? (৯) উহা চিহ্নিত 'আমলনামা'। (১০) সেই দিন দুর্ভোগ হইবে অস্বীকারকারীদের। (১১) যাহারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে। (১২) কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী ইহা অস্বীকার করে। (১৩) উহার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইলে সে বলে, 'ইহা পূর্ববর্তীদের উপকথা।' (১৪)

কখনও নয়; বরং উহাদের কৃতকর্মই উহাদের হৃদয়ে জং ধরাইয়াছে। (১৫) না, অবশ্যই সেই দিন উহারা উহাদের প্রতিপালক হইতে অন্তর্হিত থাকিবে। (১৬) অতঃপর উহারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। (১৭) তৎপর বলা হইবে, 'ইহাই তাহা যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।' (১৮) অবশ্যই পুণ্যবানদের 'আমলনামা'

ইল্লিয়্যীনে। (১৯) 'ইল্লিয়্যীন' সম্পর্কে তুমি কি জান? (২০) উহা চিহ্নিত 'আমলনামা'। (২১) যাহারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তাহারা উহা দেখে। (২২) পুণ্যবানগণ তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। (২৩) তাহারা সুসজ্জিত আসনে বসিয়া অবলোকন করিবে। (২৪) তুমি তাহাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখিতে পাইবে। (২৫) তাহাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হইতে পান করান হইবে। (২৬) উহারা মোহর মিস্‌কের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। (২৭) উহার মিশ্রণ হইবে তাস্‌নীমের। (২৮) ইহা একটি প্রস্রবণ, যাহা হইতে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে। (২৯) যাহারা অপরাধী তাহারা তো মু'মিনদেরকে উপহাস করিত। (৩০) এবং উহারা যখন মু'মিনদের নিকট দিয়া যাইত তখন চক্ষু টিপিয়া ইশারা করিত। (৩১) এবং যখন উহাদের আপনজনের নিকট ফিরিয়া আসিত তখন উহারা ফিরিত উৎফুল্ল হইয়া। (৩২) এবং যখন উহাদেরকে দেখিত তখন বলিত, 'ইহারাই তো পথভ্রষ্ট।' (৩৩) উহাদেরকে তো তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক করিয়া পাঠান হয় নাই। (৩৪) আজ মু'মিনগণ উপহাস করিতেছে কাফিরদেরকে। (৩৫) সুসজ্জিত আসন হইতে উহাদেরকে অবলোকন করিয়া। (৩৬) কাফিররা উহাদের কৃতকর্মের ফল পাইল তো?

৪৬.

৮৪ সূরা ইন্‌শিকাক (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

৪৭.

৮৮ সূরা গাশিয়া (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

৪৮.

৯৯ সূরা যিল্‌যাল (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

৪৯.

১০১ সূরা কারি'আ (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

৫০.

১০৩ সূরা আস্‌র (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

বিষয়-৩১

সৎকর্ম

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(২৫) যাহারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম করে তাহাদেরকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত-যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাহাদেরকে ফলমূল খাইতে দেওয়া হইবে তখনই তাহারা বলিবে; 'আমাদেরকে পূর্বে জীবিকারূপে যাহা দেওয়া হইত ইহা তো তাহাই; তাহাদের অনুরূপ ফলই দেওয়া হইবে এবং সেখানে তাহাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী রহিয়াছে, তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে।

আয়াত-(২১৯) লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।' লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কী তাহারা ব্যয় করিবে? বল, 'যাহা উদ্বৃত্ত।' এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তোমরা চিন্তা কর-

আয়াত-(২৭২) তাহাদের সৎপথ গ্রহণের দায়িত্ব তোমার নয়; বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহা তোমাদের নিজেদের জন্য এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করিয়া থাক। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তাহার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হইবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না। (২৭৩) ইহা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত লোকদের; যাহারা আল্লাহ্র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘোরাফেরা করিতে পারে না; যাচ্ঞা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাহাদেরকে অভাবমুক্ত বলিয়া মনে করে; তুমি তাহাদের লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে। তাহারা মানুষের নিকট নাছোড় হইয়া যাচ্ঞা করে না। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ্ তো তাহা সবিশেষ অবহিত।

২.

৩ সূরা আলে ইমরান

আয়াত-(৮) 'হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনপ্রবণ করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদেরকে করুণা দান কর, নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা। (৯) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমবেত করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই;

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

আয়াত-(১০৩) তোমরা সকলে আল্লাহ্র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর; তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ উহা হইতে তোমাদের রক্ষা করিয়াছেন। এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা সৎপথ পাইতে পার।

আয়াত-(১১৫) উত্তম কাজের যাহা কিছু তাহারা করে তাহা হইতে তাহাদের কখনও বঞ্চিত করা হইবে না। আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

আয়াত-(১৩৬) উহারাই তাহারা, যাহাদের পুরুস্কার তাহাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম!

আয়াত-(১৭১) আল্লাহ্র নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তাহারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং ইহা এই কারনে যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

৩.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(১২৫) তাহার অপেক্ষা দ্বীনে কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হইয়া আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? এবং আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

৪.

৫ সূরা মায়িদা

আয়াত-(৯) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাহাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার আছে।

আয়াত-(৯৩) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন গুনাহ্ নাই, যদি তাহারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণকারীদেরকে ভালবাসেন।

৫.

৬ সূরা আন'আম

আয়াত-(১৬০) কেহ কোন সৎকাজ করিলে সে তাহার দশ গুন পাইবে এবং কেহ কোন অসৎ কাজ করিলে তাহাকে শুধু উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে, আর তাহাদের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

৬.

৯ সূরা তওবা

আয়াত-(৭১) মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু, ইহারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজ নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে; ইহাদেরকেই আল্লাহ্ কৃপা করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৭২) আল্লাহ্ মু'মিন নর ও মু'মিন নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জান্নাতের- যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসস্থানের। আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উহাই মহাসাফল্য।

৭.

১০ সূরা ইউনুস

আয়াত-(২৬) যাহারা কল্যাণকর কাজ করে তাহাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং আরও অধিক। কালিমা ও হীনতা উহাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিবে না। উহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে। (২৭) যাহারা মন্দ কাজ করে তাহাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাহাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করিবে; আল্লাহ্ হইতে উহাদের রক্ষা করিবার কেহ নাই; উহাদের মুখমণ্ডল যেন রাত্রির অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত। উহারা দোজখের অধিবাসী, সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে।

৮.

১১ সূরা হূদ

আয়াত-(২৩) যাহারা মু'মিন, সৎকর্মপরায়ণ এবং তাহাদের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত, তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। (২৪) দল দুইটির উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণ শক্তিসম্পন্নের ন্যায়, তুলনায় এই দুই কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?

৯.

১৬ সূরা নাহল

আয়াত-(১২৮) আল্লাহ্ তাহাদেরই সঙ্গে আছেন যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা সৎকর্মপরায়ণ।

১০.

১৭ সূরা বাণী ইসরাঈল

আয়াত-(৭) তোমরা সৎকর্ম করিলে সৎকর্ম নিজেদের জন্য করিবে এবং মন্দকর্ম করিলে তাহাও করিবে নিজেদের জন্য। অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত

হইলে আমি আমার বান্দাদেরকে প্রেরণ করিলাম তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করিবার জন্য, প্রথমবার তাহারা যেভাবে মসজিদে প্রবেশ করিয়াছিল পুনরায় সেইভাবেই উহাতে প্রবেশ করিবার জন্য এবং তাহারা যাহা অধিকার করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিবার জন্য।

১১.

১৮ সূরা কাহ্ফ

আয়াত-(৩০) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে-আমি তো তাহার শ্রমফল নষ্ট করি না-সে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করে। (৩১) উহাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে উহাদেরকে স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হইবে, উহারা পরিধান করিবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সেখানে সমাসীন হইবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল।

আয়াত-(১০৭) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের আপ্যায়নের জন্য আছে ফিরদাওসের উদ্যান, (১০৮) সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে, উহা হইতে স্থানান্তর কামনা করিবে না।

১২.

১৯ সূরা মার্ইয়াম

আয়াত-(৯৬) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় অবশ্যই তাহাদের জন্য সৃষ্টি করিবেন ভালবাসা।

১৩.

২১ সূরা আম্বিয়া

আয়াত-(৯৪) সুতরাং যদি কেহ মু'মিন হইয়া সৎকর্ম করে তাহার কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হইবে না এবং আমি তো উহা লিখিয়া রাখি।

১৪.

২২ সূরা হাজ্জ

আয়াত-(১৪) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ অবশ্যই তাহাদেরকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

আয়াত-(২৩) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদেরকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহাদেরকে অলঙ্কৃত করা হইবে স্বর্ণ-কঙ্কন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের।

আয়াত-(৪৯) বল,'হে মানুষ! আমি তো তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী; (৫০) সুতরাং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা; (৫১) এবং যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহারাই হইবে জাহান্নামের অধিবাসী।
আয়াত-(৫৬) সেই দিন আল্লাহ্‌রই আধিপত্য; তিনিই তাহাদের বিচার করিবেন। সুতরাং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা অবস্থান করিবে সুখদ কাননে। (৫৭) আর যাহারা কুফরী করে ও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাহাদেরই জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।
আয়াত-(৭৭) হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজ্‌দা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর, যাহাতে সফলকাম হইতে পার।

১৫.
২৩ সূরা মু'মিনুন
আয়াত-(১১১) আমি আজ তাহাদেরকে তাহাদের ধৈর্য্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করিলাম যে, তাহারাই হইল সফলকাম।

১৬.
২৪ সূরা নূর
আয়াত-(৩৮) যাহাতে তাহারা যে কর্ম করে তজ্জন্য আল্লাহ্ তাহাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাহাদের প্রাপ্যের অধিক দেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

১৭.
২৭ সূরা নামল
আয়াত-(৮৯) যে কেহ সৎকর্ম লইয়া আসিবে, সে উহা হইতে উৎকৃষ্ট প্রতিফল পাইবে এবং সেই দিন উহারা শংকা হইতে নিরাপদ থাকিবে। (৯০) যে কেহ অসৎকর্ম লইয়া আসিবে, তাহাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হইবে দোজখে এবং উহাদেরকে বলা হইবে, 'তোমরা যাহা করিতে তাহারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেওয়া হইতেছে।'

১৮.
২৮ সূরা কাসাস
আয়াত-(৮৪) যে কেহ সৎকর্ম লইয়া উপস্থিত হয় তাহার জন্য রহিয়াছে উহা অপেক্ষা উত্তম ফল, আর যে মন্দ কর্ম লইয়া উপস্থিত হয়, তবে যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদেরকে তাহারা যাহা করিয়াছে উহারই শাস্তি দেওয়া হইবে।

১৯.
২৯ সূরা আনকাবূত
আয়াত-(৮) আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়াছি তাহার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তবে উহারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সঙ্গে এমন কিছু শীরক করিতে যাহার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাহাদেরকে মানিও না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানাইয়া দিব তোমরা কী করিতেছিলে। (৯) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাহাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত করিব।
আয়াত-(৫৮) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাহাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করিব জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে, কত উত্তম প্রতিদান সেই সকল কর্মশীলদের জন্য, (৫৯) যাহারা ধৈর্য্যধারণ করে এবং তাহাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

২০.
৩০ সূরা রূম
আয়াত-(৪৫) কারণ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। তিনি কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না।

২১.
৩১ সূরা লুকমান
আয়াত-(৮) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে সুখদ কানন;
আয়াত-(২২) যে কেহ আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় সে তো দৃঢ়ভাবে ধারন করে এক মজবূত হাতল, যাবতীয় কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।

২২.
৩৩ সূরা আহযাব
আয়াত-(৩১) তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি অনুগত হইবে ও সৎকার্য করিবে তাহাকে আমি পুরস্কার দিব দুইবার এবং তাহার জন্য আমি প্রস্তুত রাখিয়াছি সম্মানজনক রিযিক।

২৩.

৩৪ সূরা সাবা

আয়াত-(৩৭) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যাহা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করিয়া দিবে; তবে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহারাই তাহাদের কর্মের জন্য পাইবে বহুগুণ পুরস্কার; আর তাহারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকিবে। (৩৮) যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিবে তাহারা শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

২৪.

৩৫ সূরা ফাতির

আয়াত-(৭) যাহারা কুফরী করে তাহাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (৮) কাহাকেও যদি তাহার মন্দ কর্ম শোভন করিয়া দেখান হয় এবং সে ইহাকে উত্তম মনে করে, সেই ব্যক্তি কি তাহার সমান যে সৎকর্ম করে? আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব ইহাদের জন্য আক্ষেপ করিয়া তোমার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়। উহারা যাহা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহা জানেন।

২৫.

৩৮ সূরা সোয়াদ

আয়াত-(২৮) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, আমি কি তাহাদেরকে সমান গণ্য করিব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করিব?

২৬.

৩৯ সূরা যুমার

আয়াত-(৪৭) যাহারা জুলুম করিয়াছে যদি তাহাদের থাকে, দুনিয়ায় যাহা আছে তাহা সম্পূর্ণ এবং ইহার সমপরিমাণ সম্পদও, তবে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হইতে মুক্তিপণস্বরূপ সেই সকলই তাহারা দিয়া দিবে এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট হইতে এমন কিছু প্রকাশিত হইবে যাহা উহারা কল্পনাও করে নাই। (৪৮) উহাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল উহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদেরকে পরিবেষ্টন করিবে। (৪৯) মানুষকে বিপদ-আপদ স্পর্শ করিলে সে আমাকে আহ্বান করে; অতঃপর যখন আমি আমার কোন নিয়ামত দ্বারা তাহাকে অনুগৃহীত করি তখন সে বলে, 'আমাকে

তো ইহা দেওয়া হইয়াছে আমার জ্ঞানের কারণে।' বস্তুত ইহা এক পরীক্ষা, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই বুঝে না। (৫০) ইহাদের পূর্ববর্তিগণও ইহাই বলিত, কিন্তু উহাদের কৃতকর্ম উহাদের কোন কাজে আসে নাই। (৫১) উহাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল উহাদের উপর আপতিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে যাহারা জুলুম করে উহাদের উপরও উহাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল আপতিত হইবে এবং উহারা ব্যর্থও করিতে পারিবে না।

২৭.

৪১ সূরা হা-মীম আস্-সাজ্দা

আয়াত-৮ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার।

২৮.

৪৬ সূরা আহকাফ

আয়াত-(১৫) আমি মানুষকে তাহার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সঙ্গে এবং প্রসব করে কষ্টের সঙ্গে, তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে ও তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয় তখন বলে, 'হে আমার প্রতিপালক। তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকর্ম করিতে পারি যাহা তুমি পছন্দ কর; আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হইলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকরীদের অন্তর্ভুক্ত।

২৯.

৫৩ সূরা নাজ্ম

আয়াত-(৩১) আকাশমণ্ডলীতে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্রই। যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (৩২) উহারাই বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইতে, ছোটখাট অপরাধ করিলেও তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম। আল্লাহ্ তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত-যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন মৃত্তিকা হইতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করিও না, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে।

বিষয়-৩২

জ্ঞানী ও বোধশক্তিস্পন্ন মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র বাণী

১.
২ সূরা বাকারা
আয়াত-(১৭৯) হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রহিয়াছে, যাহাতে তোমরা সাবধান হইতে পার।
আয়াত-(২৬৯) তিনি যাহাকে ইচ্ছা হিক্‌মত প্রদান করেন এবং যাহাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাহাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয় এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে।

২.
৩ সূরা আলে ইমরান
আয়াত-(১৮) আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নাই, ফেরেশ্‌তাগণ এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ্‌ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্‌ নাই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
আয়াত-(১৯০) নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য।

৩.
৫ সূরা মায়িদা
আয়াত-(১০০) 'বল, মন্দ ও ভাল এক নয়; যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চকৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধশক্তিসম্পন্নরা; আল্লাহ্‌কে ভয় কর-যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।'

৪.
৬ সূরা আন'আম
আয়াত-(১০৫) আমি এইভাবে নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃতি করি। ফলে, উহারা বলে, 'তুমি পড়িয়া লইয়াছ?' কিন্তু আমি তো তাহা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।

৫.
৭ সূরা আ'রাফ
আয়াত-(১৭৬) আমি ইচ্ছা করিলে ইহা দ্বারা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে ও তাহার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তাহার অবস্থা কুকুরের ন্যায়; উহার উপর তুমি বোঝা চাপাইলে সে হাঁপাইতে থাকে এবং তুমি বোঝা না চাপাইলেও হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের অবস্থাও এইরূপ, তুমি বৃত্তান্ত বিবৃত কর যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।
আয়াত-(১৭৯) আমি তো বহু জ্বিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি; তাহাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্‌দ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে না, তাহাদের চক্ষু আছে তদ্‌দ্বারা দেখে না এবং তাহাদের কর্ণ আছে তদ্‌দ্বারা শ্রবণ করে না; ইহারা পশুর ন্যায়, বরং উহারা অধিক পথভ্রষ্ট। উহারাই গাফিল।

৬.
৮ সূরা আনফাল
আয়াত-(২২) আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মুক যাহারা কিছুই বুঝে না।

৭.
১০ সূরা ইউনুস
আয়াত-(৫) তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করিয়াছেন এবং উহার মন্‌যিল নির্দিষ্ট করিয়াছেন যাহাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসাব জানিতে পার। আল্লাহ্‌ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন। (৬) নিশ্চয়ই দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্‌ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে নিদর্শন রহিয়াছে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য। (৭) নিশ্চয়ই যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট এবং ইহাতেই পরিতৃপ্ত থাকে এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে গাফিল।

৮.
১২ সূরা ইউসুফ
আয়াত-(১১০) অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হইল এবং লোকে ভাবিল যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে তখন তাহাদের নিকট আমার সাহায্য আসিল। এইভাবে আমি যাহাকে ইচ্ছা করি, সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায় হইতে আমার শাস্তি রদ করা যায় না। (১১১) উহাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন

ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। ইহা এমন বাণী যাহা মিথ্যা রচনা নয়। কিন্তু মু'মিনদের জন্য ইহা পূর্বগ্রন্থে যাহা আছে তাহার প্রত্যায়ন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়াত ও রহমত।

৯.
১৬ সূরা নাহল
আয়াত-(৪৪) প্রেরণ করিয়াছিলাম স্পষ্টভাবে প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলীসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, মানুষকে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিবার জন্য যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, যাহাতে উহারা চিন্তা করে।

১০.
২১ সূরা আম্বিয়া
আয়াত-(১০৫) আমি 'উপদেশের' পর কিতাবে লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হইবে। (১০৬) নিশ্চয়ই ইহাতে রহিয়াছে বাণী সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা ইবাদত করে। (১০৭) আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।

১১.
৩০ সূরা রূম
আয়াত-(২২) আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। ইহাতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে। (২৩) আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রাত্রিতে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের অন্বেষণ তাঁহার অনুগ্রহ হইতে। ইহাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য। (২৪) আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে এবং আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন ও তদ্দ্বারা ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন উহার মৃত্যুর পর; ইহাতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য। (২৫) এবং তাহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তাঁহারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি থাকে; অতঃপর আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে মৃত্তিকা হইতে উঠিবার জন্য একবার আহ্বান করিবেন তখন তোমরা উঠিয়া আসিবে।
আয়াত-(৫৯) যাহাদের জ্ঞান নাই আল্লাহ্ এইভাবে তাহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেন।

১২.
৩৫ সূরা ফাতির
আয়াত-(২৮) এইভাবে রং বেরং এর মানুষ, জন্তু ও আন'আম রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী তাহারাই তাঁহাকে ভয় করে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

১৩.
৩৭ সূরা সাফ্‌ফাত
আয়াত-(৫৭) 'আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকিলে আমিও তো হাজিরকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হইতাম।' (৫৮) 'আমাদের তো আর মৃত্যু হইবে না' (৫৯) 'প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেওয়া হইবে না!' (৬০) ইহা তো মহাসাফল্য। (৬১) এইরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা।

১৪.
৪১ সূরা হা-মীম আস সাজদা
আয়ত-(৩) এক কিতাব, বিশদভাবে বিবৃতি হইয়াছে ইহার আয়াতসমূহ, আরবী ভাষায় কুরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য,

১৫.
৪৫ সূরা জাছিয়া
আয়াত-(৫) নির্দশন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জ্জীবিত করেন তাহাতে ও বায়ুর পরিবর্তনে।

১৬.
৫৩ সূরা নাজম
আয়াত-(২৯) অতএব, যে আমার স্মরণে বিমূখ তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চল; সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে। (৩০) উহাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত, তিনিই ভাল জানেন কে সৎপথপ্রাপ্ত।

১৭.
৮৯ সূরা ফাজর (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

১৮.
১০২ সূরা তাকাসুর (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

বিষয়-৩৩

সালাত ও যাকাত, সিয়াম সাধনা, হজ্জ ও ওমরা, সিজদা ইত্যাদি

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(১৫৮) নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেহ কা'বাগৃহের হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে এই দুইটির মধ্যে সা'ঈ করিলে তাহার কোন পাপ নাই আর কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করিলে আল্লাহ্‌ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

আয়াত-(১৮৩) হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হইল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হইতে পার- (১৮৪) সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে বা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। ইহা যাহাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাহাদের কর্তব্য ইহার পরিবর্তে ফিদ্‌য়া- একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করা। যদি কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে উহা তাহার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানিতে। (১৮৫) রামাযান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এই মাস পাইবে তাহারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেহ পীড়িত থাকিলে কিংবা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিবে। আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা চাহেন এবং যাহা তোমাদের জন্য কষ্টকর তাহা চাহেন না এইজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করিবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করিবার কারণে তোমরা আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করিবে এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

আয়াত-(১৮৭) সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্‌ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করিতেছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইয়াছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাহাদের সঙ্গে সংগত হও এবং আল্লাহ্‌ যাহা তোমাদের জন্য নির্ধারণ

করিয়াছেন তাহা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হইতে ঊষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাহাদের সঙ্গে সংগত হইও না। এইগুলি আল্লাহ্‌র সীমারেখা। সুতরাং এইগুলির নিকটবর্তী হইও না। এইভাবে আল্লাহ্‌ তাঁহার বিধানাবলী মানব জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাহাতে তাহারা মুত্তাকী হইতে পারে।

আয়াত-(২৩৮) তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হইবে, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াইবে; (২৩৯) যদি তোমরা আশংকা কর তবে পদচারী অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করিবে। আর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তোমরা জানিতে না।

আয়াত-(২৭৭) নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

২.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(৪৩) হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইও না, যতক্ষণ না তোমরা যাহা বল তাহা বুঝিতে পার, এবং যদি তোমরা মুসাফির না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচস্থান হইতে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করিবে এবং মাসেহ্‌ করিবে মুখমণ্ডল ও হাত, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

আয়াত-(১০৩) যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করিবে তখন দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শুইয়া আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে, যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন যথাযথ সালাত কায়েম করিবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।

৩.

৫ সূরা মায়িদা

আয়াত-(৬) হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হইবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডলী ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করিবে এবং তোমাদের মাথা মসেহ্‌ করিবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করিবে; যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হইবে। তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক

অথবা তোমাদের কেহ শৌচস্থান হইতে আসে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সঙ্গে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিবে এবং উহা দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মসেহ্ করিবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না; বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করিতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিতে চান; যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

আয়াত-(৫৫) তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনগণ যাহারা বিনত হইয়া সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। (৫৬) কেহ আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে আল্লাহ্র দলই তো বিজয়ী হইবে।

আয়াত-(৫৮) তোমরা যখন সালাতের জন্য আহ্বান কর তখন তাহারা উহাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে ইহা এইহেতু যে, তাহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদের বোধশক্তি নাই।

৪.

৭ সূরা আ'রাফ

আয়াত-(৩১) হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, আহার করিবে ও পান করিবে কিন্তু অপচয় করিবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

৫.

১১ সূরা হুদ

আয়াত-(১১৪) তুমি সালাত কায়েম কর দিবসের দুই প্রান্ত ভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটাইয়া দেয়। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে, ইহা তাহাদের জন্য এক উপদেশ। (১১৫) তুমি ধৈর্য্যধারণ কর, কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

৬.

১৩ সূরা রা'দ

আয়াত-(১৫) আল্লাহ্র প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাহাদের ছায়াগুলিও সকাল ও সন্ধ্যায়।

৭.

১৬ সূরা নাহল

আয়াত-(৪৮)উহারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যাহার ছায়া দক্ষিণে ও বামে ঢলিয়া পড়িয়া আল্লাহ্র প্রতি সিজদাবনত হয়? (৪৯) আল্লাহ্কেই

সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে যত জীবজন্তু আছে সে সমস্ত এবং ফেরেশ্তাগণও, উহারা অহংকার করে না।

৮.

১৭ সূর বনী ইসরাঈল

আয়াত-(৭৮) সূর্য হেলিয়া পড়িবার পর হইতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করিবে এবং কায়েম করিবে ফজরের সালাত। নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময়। (৭৯) এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করিবে, ইহা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রশংসিত স্থানে।

৯.

২২ সূরা হাজ্জ

আয়াত-(১৮) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্কে সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হইয়াছে শাস্তি। আল্লাহ্ যাহাকে হেয় করেন তাহার সম্মানদাতা কেহই নাই; আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

আয়াত-(২৭) এবং মানুষের নিকট হজ্জ-এর ঘোষণা করিয়া দাও, উহারা তোমার নিকট আসিবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে, ইহারা আসিবে দূর-দূরান্তর পথ অতিক্রম করিয়া,

আয়াত-(৩১) আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া এবং তাঁহার কোন শরীক না করিয়া; এবং যে কেহ আল্লাহ্র শরীক করে সে যেন আকাশ হইতে পড়িল, অতঃপর পাখি তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল, কিংবা বায়ু তাহাকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করিল। (৩২) ইহাই আল্লাহ্র বিধান এবং কেহ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করিলে ইহা তো তাহার হৃদয়ের তাকওয়া-সঞ্জাত।

১০.

২৫ সূরা ফুরকান

আয়াত-(৬০) যখন ইহাদেরকে বলা হয়, সিজদাবনত হও, "রাহমান" এর প্রতি তখন উহারা বলে, 'রাহমান আবার কে? তুমি কাহাকেও সিজদা করিতে বলিলেই কি আমরা তাহাকে সিজদা করিব?' ইহাতে উহাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

১১.
৩০ সূরা রূম
আয়াত-(১৭) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে- (১৮) এবং অপরাহ্নে ও যোহরের সময়ে; আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁহারই।
আয়াত-(৩৮) অতএব আত্মীয়কে দিবে তাহার হক এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে তাহাদের জন্য ইহা শ্রেয় এবং তাহারাই সফলকাম। (৩৯) মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তোমরা যে সুদ দিয়া থাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাহা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়া থাক তাহাই বৃদ্ধি পায়; উহারাই সমৃদ্ধিশালী।

১২.
৩১ সূরা লুকমান
আয়াত-(১৭) 'হে, বৎস! সালাত কায়েম করিও, সৎকর্মের নির্দেশ দিও আর অসৎ কর্মে নিষেধ করিও এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য্যধারণ করিও। ইহাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

১৩.
৩৫ সূরা ফাতির
আয়াত-(১৮) কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করিবে না; কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাহাকেও ইহা বহন করিতে আহ্বান করে তবে উহার কিছুই বহন করা হইবে না-সে নিকট আত্মীয় হইলেও। তুমি কেবল তাহাদেরকেই সতর্ক করিতে পার যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে না দেখিয়া ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। যে কেহ নিজকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন।

১৪.
৫২ সূরা তূর
আয়াত-(৪৮) ধৈর্য্যধারন কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চক্ষুর সামনেই রহিয়াছ। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর। (৪৯) এবং তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও তারকার অস্তগমনের পর।

১৫.
৬২ সূরা জুমু'আ
আয়াত-(৯) হে মুমিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (১০) সালাত সমাপ্ত হইলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করিবে ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করিবে, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

১৬.
৬৪ সূরা তাকাবুন (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

১৭.
১০৭ সূরা মা'উন
আয়াত-(৫) যাহারা তাহাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, (৬) যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে,

১৮.
১০৮ সূরা কাওসার (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

বিষয়-৩৪

কুরবানীর বিধান

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(১৯৬) তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর, কিন্তু তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী করিও। যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু উহার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মস্তক মুণ্ডন করিও না। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানীর দ্বারা উহার ফিদ্‌য়া দিবে। যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে উমরা দ্বারা লাভবান হইতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করিবে। কিন্তু যদি কেহ উহা না পায় তবে তাহাকে হজ্জের সময় তিনদিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন –এই পূর্ণ দশদিন সিয়াম পালন করিতে হইবে। ইহা তাহাদের জন্য, যাহাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ শাস্তি দানে কঠোর।

২.

৩ সূরা আলে ইমরান

আয়াত-(১৮৩) যাহারা বলে, আল্লাহ্‌ আমাদেরকে আদেশ দিয়াছেন, আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের নিকট এমন কুরবানী উপস্থিত না করিবে যাহা; অগ্নি গ্রাস করিবে; তাহাদেরকে বল, 'আমার পূর্বে অনেক রাসূল স্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তোমরা যাহা বলিতেছ তাহাসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছিল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কেন তাহাদেরকে হত্যা করিয়াছিলে?'

৩.

৫ সূরা মায়িদা

আয়াত-(২) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌র নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরান চিহ্নবিশিষ্ট পশুর এবং নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র গৃহ অভিমুখে যাত্রীদের পবিত্রতার অবমাননা করিবে না। যখন তোমরা ইহ্‌রামমুক্ত হইবে তখন শিকার করিতে পার।

তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাক্‌ওয়ায় তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করিবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সহযোগিতা করিবে না। আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ শাস্তিদানে কঠোর।

আয়াত-(২৭) আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাহাদেরকে যথাযথভাবে শোনাও। যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী করিয়াছিল তখন একজনের কুরবানী কবূল হইল এবং অন্যজনের কবূল হইল না। সে বলিল, 'আমি তোমাকে হত্যা করিবই।' অপরজন বলিল, 'আল্লাহ্‌ তো একমাত্র মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করেন।'

আয়াত-(৯৫) হে মু'মিনগণ! ইহ্‌রামে থাকাকালে তোমরা শিকার- জন্তু হত্যা করিও না; তোমাদের মধ্যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে উহা হত্যা করিলে যাহা সে হত্যা করিল তাহার বিনিময় হইতেছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যাহার ফয়সালা করিবে তোমাদের মধ্যে দুইজন ন্যায়বান লোক কা'বায় প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে। অথবা উহার কাফ্‌ফারা হইবে দরিদ্রকে খাদ্য দান করা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা, যাহাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যাহা গত হইয়াছে আল্লাহ্‌ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন। কেহ উহা পুনরায় করিলে আল্লাহ্‌ তাহার শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, শাস্তিদাতা।

আয়াত-(৯৭) পবিত্র কা'বাগৃহ, পবিত্র মাস, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে আল্লাহ্‌ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহা এইহেতু যে, তোমরা যেন জানিতে পার যাহা কিছু আসমান ও জমীনে আছে আল্লাহ্‌ তাহা জানেন এবং আল্লাহ্‌ তো সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৪.

২২ সূরা হাজ্জ

(৩৩) এই সমস্ত আন'আমে তোমাদের জন্য নানাবিধ উপকার রহিয়াছে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য; অতঃপর উহাদের কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট।

৫.

৩৭ সূরা সাফ্‌ফাত

আয়াত-(১০৭) আমি তাহাকে মুক্ত করিলাম এক কুরবানীর বিনিময়ে। (১০৮) আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি। (১০৯) ইব্‌রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

বিষয়-৩৫

আল্লাহ্‌র মসজিদ সম্পর্কে বানী

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(১১৪) যে কেহ আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁহার নাম স্মরণ করিতে বাধা প্রদান করে এবং উহাদের বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয় তাহার অপেক্ষা বড় জালিম কে হইতে পারে? অথচ ভয়-বিহ্বল না হইয়া তাহাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সংগত ছিল না। পৃথিবীতে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগও পরকালে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে। (১১৫) পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই; এবং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকেই আল্লাহ্‌র দিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

আয়াত-(১২৫) এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন আমি কা'বাগৃহকে মানব জাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, 'তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।' এবং ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখিতে আদেশ দিয়াছিলাম।

আয়াত-(১৪৪) আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলার দিকে ফিরাইয়া দিতেছি যাহা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাও এবং যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, উহা তাহাদের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্য। তাহারা যাহা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবহিত নহেন।

আয়াত-(১৪৮) প্রত্যেকের একটি দিক রহিয়াছে, যেদিকে সে মুখ করে। অতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্র করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আয়াত-(১৫০) তুমি যেখান হইতেই বাহির হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন উহার দিকে মুখ ফিরাইবে, যাহাতে তাহাদের মধ্যে জালিমদের ব্যতীত অপর লোকের তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের কিছু না থাকে। সুতরাং তাহাদেরকে ভয় করিও না, শুধু আমাকেই ভয় কর। যাহাতে আমি আমার নিয়ামত তোমাদেরকে পূর্ণরূপে দান করিতে পারি এবং যাহাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হইতে পার।

আয়াত-(১৭৭) পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নাই, কিন্তু পুণ্য আছে কেহ আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশ্‌তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করিলে এবং আল্লাহ্‌প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাস-মুক্তির জন্য অর্থ দান করিলে, সালাত কায়েম করিলে ও যাকাত প্রদান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য্যধারণ করিলে। ইহারাই তাহারা যাহারা সত্যপরায়ণ এবং ইহারাই মুত্তাকী।

২.

৩ সূরা আলে ইমরান

আয়াত-(৯৬) নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তো বাক্কায় উহা বরকতময় ও বিশ্বগজতের দিশারী। (৯৭) উহাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে যেমন মাকামে ইবরাহীম। আর যে কেহ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যাহার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তাহার অবশ্যকর্তব্য। এবং কেহ প্রত্যাখ্যান করিলে সে জানিয়া রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।

৩.

৯ সূরা তওবা

আয়াত-(১৯) হাজীদের জন্য পানি সরবরাহ এবং মসজিদুল হারামের রক্ষনাবেক্ষণ করাকে তোমরা কি তাহাদের পুণ্যের সমজ্ঞান কর, যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে? আল্লাহ্‌র নিকট উহারা সমতুল্য নয়। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

আয়াত-(১০৭) এবং যাহারা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করিয়াছে তাহার গোপন ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তাহারা অবশ্যই শপথ করিবে, 'আমরা সদুদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছি; আল্লাহ্ সাক্ষী, তাহারা তো মিথ্যাবাদী। (১০৮) তুমি ইহাতে কখনও দাঁড়াইও না। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হইতেই স্থাপিত হইয়াছে তাক্‌ওয়ার উপর, উহাই তোমার সালাতের জন্য অধিক যোগ্য। সেখানে এমন লোক আছে যাহারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন। (১০৯) যে ব্যক্তি তাহার গৃহের ভিত্তি আল্লাহ্‌ভীতি ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সে উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তাহার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের ধ্বংসোন্মুখ কিনারায়, ফলে যাহা উহাকেসহ জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয়?

আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (১১০) উহাদের গৃহ যাহা উহারা নির্মাণ করিয়াছে তাহা উহাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হইয়া থাকিবে। যে পর্যন্ত না উহাদের অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৪.

২২ সূরা হাজ্জ

আয়াত-(২৫) যাহারা কুফরী করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্‌র পথ হইতে ও মসজিদুল হারাম হইতে, যাহা আমি করিয়াছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান, আর যে ইচ্ছা করে সীমালংঘন করিয়া উহাতে পাপ কার্যের, তাহাকে আমি আস্বাদন করাইব মর্মন্তুদ শাস্তির।

আয়াত-(৪০) তাহাদেরকে তাহাদের ঘর-বাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হইয়াছে শুধু এই কারনে যে, তাহারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।' আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত খ্রিষ্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান, গির্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যাহাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্‌র নাম। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাকে সাহায্য করেন যে তাঁহাকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

৫.

২৯ সূরা আনকাবূত

আয়াত-(৬৭) উহারা কি দেখে না আমি 'হারাম' কে নিরাপদ স্থান করিয়াছি, অথচ ইহার চতুস্পার্শ্বে যেসব মানুষ আছে, তাহাদের উপর হামলা করা হয়, তবে কি উহারা অসত্যেই বিশ্বাস করিবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৬.

৪৮ সূরা ফাত্হ্

আয়াত-(২৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করিয়া দেখাইয়াছেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করিবে নিরাপদে-তোমাদের কেহ কেহ মস্তক মুণ্ডিত করিবে আর কেহ কেহ কেশ কর্তন করিবে। তোমাদের কোন ভয় থাকিবে না। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যাহা জান না। ইহা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন এক সদ্য বিজয়।

৭.

৭২ সূরা জ্বিন

আয়াত-(১৮) এবং এই যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। সুতরাং আল্লাহ্‌র সঙ্গে তোমরা অন্য কাহাকেও ডাকিও না। (১৯) আর এই যে, যখন আল্লাহ্‌র বান্দা তাঁহাকে ডাকিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল তখন তাহারা তাহার নিকট ভিড় জমাইল।

৮.

১০৬ সূরা কুরায়শ

আয়াত-(৩) অতএব, উহারা ইবাদত করুক এই গৃহের মালিকের।

বিষয়-৩৬

কলম সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র বাণী

১.

৩ সূরা আলে ইমরান

আয়াত-(৪৪) ইহা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ-যাহা তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি। মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাহাদের মধ্যে কে গ্রহণ করিবে ইহার জন্য যখন তাহারা তাহাদের কলম নিক্ষেপ করিতেছিল তুমি তখন তাহাদের নিকট ছিলে না এবং তাহারা যখন বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না।

২.

১৮ সূরা কাহ্‌ফ

আয়াত-(১০৯) বল, 'আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে- আমরা ইহার সাহায্যার্থে ইহার অনুরূপ আরও সমুদ্র আনিলেও।'

৩.

৩১ সূরা লুকমান

আয়াত-(২৭) পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং ইহার সঙ্গে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষ হইবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৪.

৬৮ সূরা কালাম

আয়াত-(১) নূন- শপথ কলমের এবং উহারা যাহা লিপিবদ্ধ করে তাহার,

৫.

৯৬ সূরা আলাক (প্রথম সুরা)

আয়াত-(৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন (৫) শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে, যাহা সে জানিত না। (৬) বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করিয়াই থাকে, (৭) কারণ সে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করে। (৮) তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।

বিষয়-৩৭

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(১৮৮) তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জানিয়া-শুনিয়া অন্যায়ভাবে গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে উহা বিচারকগণের নিকট পেশ করিও না।

২.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(৩৫) তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করিলে তোমরা তাহার পরিবার হইতে একজন ও উহার পরিবার হইতে একজন সালিস নিযুক্ত করিবে; তাহারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাহিলে আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।

আয়াত-(৫৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিতেছেন আমানত উহার হকদারকে প্রত্যর্পণ করিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করিবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তাহা কত উৎকৃষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

আয়াত-(১৩৫) হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ; যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীন হউক আল্লাহ্ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করিতে প্রবৃত্তির অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটাইয়া যাও তবে তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তো তাহার সম্যক খবর রাখেন।

৩.

৫ সূরা মায়িদা

আয়াত-(৩৮) পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাহাদের হস্তচ্ছেদন কর; ইহা তাহাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আয়াত-(৪৫) আমি তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহারই পাপ মোচন হইবে। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই জালিম।

৪.
৭ সূরা আ'রাফ
আয়াত-(৮৫) আমি মাদ্‌য়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শু'আয়বকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তোমাদের প্রতিপালক হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে, লোকদেরকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাইবে না; তোমরা মু'মিন হইলে তোমাদের জন্য ইহা কল্যাণকর।

৫.
১২ সূরা ইউসূফ (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

৬.
১৭ সূরা বনী ইসরাঈল
আয়াত-(৩৫) মাপিয়া দিবার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওজন করিবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, ইহাই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট।

৭.
২৬ সূরা শু'আরা
আয়াত-(১৮১) 'তোমরা মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিবে; যাহারা মাপে ঘাটতি করে তোমরা তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।' (১৮২) 'এবং ওজন করিবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়। (১৮৩) 'লোকদেরকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইবে না।

৮.
৪০ সূরা মু'মিন
আয়াত-(২০) আল্লাহ্‌ই বিচার করেন সঠিকভাবে। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উহারা যাহাদেরকে ডাকে তাহারা বিচার করিতে অক্ষম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৯.
৮৩ সূরা মুতাফ্‌ফিফীন
(১) দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়, (২) যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পর্ণূমাত্রায় গ্রহণ করে, (৩) এবং যখন তাহাদের জন্য মাপিয়া অথবা ওজন করিয়া দেয়, তখন কম দেয়। (৪) উহারা কি চিন্তা করে না যে, উহারা পুনরুত্থিত হইবে (৫) মহাদিবসে? (৬) যে দিন দাঁড়াইবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে।

বিষয়-৩৮
ফারায়েজ, অছিয়ত এবং মুসলিম বন্ধন সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র বাণী

১.
২ সূরা বাকারা
আয়াত-(১৮০) তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যায় তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তাহার পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়াত করার বিধান তোমাদেরকে দেওয়া হইল। ইহা মুত্তাকীদের জন্য একটি কর্তব্য। (১৮১) উহা শ্রবণ করিবার পর যদি কেহ উহার পরিবর্তন সাধন করে, তবে যাহারা পরিবর্তন করিবে অপরাধ তাহাদেরই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (১৮২) তবে যদি কেহ ওসিয়াতকারীর পক্ষপাতিত্ব কিংবা অন্যায়ের আশংকা করে, অতঃপর সে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেয়, তবে তাহার কোন অপরাধ নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।
আয়াত-(২২০) দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে; লোকে তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বল, 'তাহাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম।' তোমরা যদি তাহাদের সঙ্গে একত্র থাক তবে তাহারা তো তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই কষ্টে ফেলিতে পারিতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।
আয়াত-(২২৩) তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করিতে পার। তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু করিও এবং আল্লাহ্‌কেও ভয় করিও। আর জানিয়া রাখিও যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সম্মুখীন হইতে যাইতেছ এবং মু'মিনগণকে সুসংবাদ দাও।
আয়াত-(২৩১) যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তাহারা ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাহাদেরকে রাখিয়া দিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করিয়া দিবে। কিন্তু তাহাদের ক্ষতি করিয়া সীমালংঘনের উদ্দেশ্যে তাহাদেরকে তোমরা আটকাইয়া রাখিও না। যে এইরূপ করে, সে নিজের প্রতি জুলুম করে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু করিও না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও কিতাব এবং হিক্‌মত যাহা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন- যদ্‌দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, তাহা স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে জ্ঞানময়।

আয়াত-(২৩৭) তোমরা যদি তাহাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, অথচ দেনমোহর ধার্য্য করিয়া থাক তবে যাহা তোমরা ধার্য্য করিয়াছ তাহার অর্ধেক, যদি না স্ত্রী অথবা যাহার হাতে বিবাহ-বন্ধন রহিয়াছে সে মাফ করিয়া দেয়; এবং মাফ করিয়া দেওয়াই তাকওয়ার নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাসহায়তার কথা বিস্মৃত হইও না। তোমরা যাহা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

আয়াত-(২৪৫) কে সে, যে আল্লাহ্‌কে 'করযে হাসানা' প্রদান করিবে? তিনি তাহার জন্য ইহা বহুগুণে বৃদ্ধি করিবেন। আর আল্লাহ্ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁহার পানেই তোমরা প্রত্যানীত হইবে।

আয়াত-(২৭১) তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে উহা ভাল; আর যদি তাহা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দান কর তাহা তোমাদের জন্য আরও ভাল; এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করিবেন; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবহিত।

২.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(২) ইয়াতীমদেরকে তাহাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করিবে এবং ভালর সঙ্গে মন্দ বদল করিবে না। তোমাদের সম্পদের সঙ্গে তাহাদের সম্পদ মিশাইয়া গ্রাস করিও না। নিশ্চয়ই ইহা মহাপাপ। (৩) তোমরা যদি আশংকা কর, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে বিবাহ করিবে নারীদের মধ্যে যাহাকে তোমার ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার; আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করিতে পারিবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। ইহাতে পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা অধিকতর। (৪) আর তোমরা নারীদেরকে তাহাদের দেনমোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রদান করিবে; সন্তুষ্টচিত্তে তাহারা দেনমোহরের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিলে তোমরা তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবে। (৫) তোমাদের সম্পদ, যাহা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করিয়াছেন, তাহা নির্বোধ মালিকগণের হাতে অর্পণ করিও না; উহা হইতে তাহাদের অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাদের সঙ্গে সদালাপ করিবে। (৬) ইয়াতীমদেরকে যাচাই করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা বিবাহযোগ্য হয়; এবং তাহাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখিলে তাহাদের সম্পদ তাহাদের ফিরাইয়া দিবে। তাহারা বড় হইয়া যাইবে বলিয়া অপচয় করিয়া তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলিও না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাহাদেরকে তাহাদের সম্পদ সমর্পণ করিবে তখন সাক্ষী রাখিও। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (৭) পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও

আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে উহা অল্পই হউক অথবা বেশিই হউক, এক নির্ধারিত অংশ। (৮) সম্পত্তি বণ্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম এবং অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকিলে তাহাদেরকে উহা হইতে কিছু দিবে এবং তাহাদের সঙ্গে সদালাপ করিবে। (৯) তাহারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পিছনে ছাড়িয়া গেলে তাহারও তাহাদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইত। সুতরাং তাহারা যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে। (১০) যাহারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তাহারা তো তাহাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তাহারা অচিরেই দোজখের জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করিবে। (১১) আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছেন : এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু কেবল কন্যা দুই-এর অধিক থাকিলে তাহাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকিলে তাহার জন্য অর্ধাংশ। তাহার সন্তান থাকিলে তাহার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ; সে নিঃসন্তান হইলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হইলে তাহার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ; তাহার ভাই-বোন থাকিলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ; এ সবই সে যাহা ওসিয়াত করে তাহা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তাহা তোমরা অবগত নও। নিশ্চয়ই ইহা আল্লাহ্‌র বিধান; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১২) তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাহাদের সন্তান থাকিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ; তাহাদের ওসিয়াত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ; তোমরা যাহা ওসিয়াত করিবে তাহা দেওয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তাহার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা ভগ্নী, তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তাহারা ইহার অধিক হইলে সকলে সম অংশীদার হইবে এক-তৃতীয়াংশে; ইহা যাহা ওসিয়াত করা হয় তাহা দেওয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর, যদি কাহারও জন্য ক্ষতিকর না হয়। ইহা আল্লাহ্‌র নির্দেশ, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। (১৩) এইসব আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিলে আল্লাহ্ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহা মহাসাফল্য।

আয়াত-(২২) নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাহাদের বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদের বিবাহ করিও না; পূর্বে যাহা হইয়াছে নিশ্চয়ই ইহা অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ। (২৩) তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে

তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুগ্ধ-মাতা, দুগ্ধ-ভগিনী, শাশুড়ি ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাহার সঙ্গে সংগত হইয়াছ তাহার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাহার গর্ভজাত কন্যা, যাহারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাহাদের সঙ্গে সংগত না হইয়া থাক, তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই। এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই ভগ্নীকে একত্র করা, পূর্বে যাহা হইয়াছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৪) এবং নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তোমাদের জন্য ইহা আল্লাহ্‌র বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাহাদের মধ্যে যাহাদেরকে তোমরা সম্ভোগ করিয়াছ তাহাদের নির্ধারিত দেনমোহর অর্পণ করিবে। দেনমোহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হইলে তাহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (২৫) তোমাদের মধ্যে কাহারও স্বাধীনা; ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকিলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বিবাহ করিবে; আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান; সুতরাং তাহাদেরকে বিবাহ করিবে তাহাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাহাদেরকে তাহাদের দেনমোহর ন্যায়সংগতভাবে দিবে। তাহারা হইবে সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়। বিবাহিতা হইবার পর যদি তাহারা ব্যভিচার করে তবে তাহাদের শাস্তি স্বাধীনা নারীর অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচারকে ভয় করে ইহা তাহাদের জন্য; ধৈর্য্যধারণ করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

আয়াত-(২৯) হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না; কিন্তু তোমাদের পরস্পরে রাজী হইয়া ব্যবসায় করা বৈধ; এবং একে অপরকে হত্যা করিও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৩০) আর যে কেহ সীমালংঘন করিয়া অন্যায়ভাবে উহা করিবে তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিব; ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। (৩১) তোমাদেরকে যাহা নিষেধ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে যাহা গুরুতর তাহা হইতে বিরত থাকিলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলি মোচন করিব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করিব। (৩২) যদ্দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন তোমরা তাহার লালসা করিও না। পুরুষ যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যাহা অর্জন করে তাহা তাহার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহ্‌র নিকট তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (৩৩) পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী স্থির করিয়াছি এবং যাহাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাহাদেরকে তাহাদের অংশ দিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা।

আয়াত-(১২৭) আর লোকে তোমার নিকট নারীদের বিষয়ে ফাতওয়া জানিতে চায়। বল, 'আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাহাদের সম্বন্ধে বিধান জানাইতেছেন এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে যাহাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাহাদেরকে বিবাহ করিতে চাও এবং অসহায় শিশুদের সম্বন্ধে ও ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায়বিচার সম্পর্কে যাহা কিতাবে তোমাদেরকে শোনান হয়, তাহাও পরিস্কারভাবে জানাইয়া দেন।' আর যে কোন সৎকাজ তোমরা কর আল্লাহ্ তো তাহা সবিশেষ অবহিত।

আয়াত-(১৭৬) লোকে তোমার নিকট ফাতওয়া জানিতে চায়। বল, 'পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ্ ব্যবস্থা জানাইতেছেন : কোন পুরুষ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তাহার এক ভগ্নি থাকে তবে তাহার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তাহার ভাই তাহার উত্তরাধিকারী হইবে, আর দুই ভগ্নি থাকিলে তাহাদের জন্য তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয়ে থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান।' তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে এই আশংকায় আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে জানাইতেছেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৩.

৫ সূরা মায়িদা

আয়াত-(১০৬) হে মু'মিনগণ! তোমাদের কাহারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে; তোমরা সফরে থাকিলে এবং তোমাদের মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত হইলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হইতে দুইজন সাক্ষী মনোনীত করিবে। তোমাদের সন্দেহ হইলে সালাতের পর তাহাদেরকে অপেক্ষমাণ রাখিবে। অতঃপর তাহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'আমরা উহার বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করিব না যদি সে আত্মীয়ও হয় এবং আমরা আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য গোপন করিব না; করিলে অবশ্যই পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।' (১০৭) যদি ইহা প্রকাশ পায় যে, তাহারা দুইজন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে তবে যাহাদের স্বার্থহানি ঘটিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে নিকটতম দুইজন তাহাদের স্থলবর্তী হইবে এবং আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে, 'আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাহাদের সাক্ষ্য হইতে অধিকতর সত্য এবং আমরা সীমালংঘন করি নাই করিলে অবশ্যই আমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইব।' (১০৮) এই পদ্ধতিতেই অধিকতর সম্ভাবনা আছে লোকের যথাযথ সাক্ষ্যদানের অথবা শপথের পর আবার তাহাদেরকে শপথ করান হইবে—এই ভয়ের। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং শ্রবণ কর, আল্লাহ্ ফাসিক সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৪.

২৪ সূরা নূর

আয়াত-(৫৮) হে মু'মিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসিগণ এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই তাহারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করিতে তিন সময়ের অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বি-প্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলিয়া রাখ তখন এবং এশার সালাতের পর; এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এই তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিলে তোমাদের জন্য এবং তাহাদের জন্য কোন দোষ নাই। তোমাদের এক-কে অপরের নিকট তো যাতায়াত করিতেই হয়। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তাঁহার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫৯) আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করিয়া থাকে তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৬০) বৃদ্ধা নারী, যাহারা বিবাহের আশা রাখে না, তাহাদের জন্য অপরাধ নাই, যদি তাহারা তাহাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করিয়া তাহাদের বহির্বাস খুলিয়া রাখে; তবে ইহা হইতে তাহাদের বিরত থাকাই তাহাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬১) অন্ধের জন্য দোষ নাই, খঞ্জের জন্য দোষ নাই, রুগ্নের জন্য দোষ নাই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নাই আহার করা তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগ্নিগণের গৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মাতুলদের গৃহে, খালাদের গৃহে অথবা সেইসব গৃহে যাহার চাবির মালিক তোমরা অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাহাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নাই। তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করিবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম করিবে অভিবাদনস্বরূপ যাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কল্যাণময় ও পবিত্র। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

৫.

৩৩ সূরা আহযাব

আয়াত-(৪) আল্লাহ্ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই। তোমাদের স্ত্রীগণ, যাহাদের সঙ্গে তোমরা জিহার করিয়া থাক, তিনি তাহাদেরকে তোমাদের জননী করেন নাই এবং তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকে তিনি তোমাদের

পুত্র করেন নাই; এইগুলি তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন, এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন। (৫) তোমরা তাহাদেরকে ডাক তাহাদের পিতৃ-পরিচয়ে: আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা অধিক ন্যায়সংগত। যদি তোমরা তাহাদের পিতৃ-পরিচয় না জান তবে তাহারা তোমাদের দ্বীনী ভাই এবং বন্ধু। এই ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করিলে তোমাদের কোন অপরাধ নাই; কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকিলে অপরাধ হইবে, আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আয়াত-(৫০) হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাহাদের দেনমোহর তুমি প্রদান করিয়াছ এবং বৈধ করিয়াছি ফায় হিসাবে আল্লাহ্ তোমাকে যাহা দান করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে যাহারা তোমার মালিকানাধীন হইয়াছে তাহাদেরকে, এবং বিবাহের জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যাহারা তোমার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করিয়াছে এবং কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করিলে এবং নবী তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে সেও বৈধ- ইহা বিশেষ করিয়া তোমারই জন্য, অন্য মু'মিনদের জন্য নয়; যাহাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। মু'মিনদের স্ত্রী এবং তাহাদের মালিকানাধীন দাসিগন সম্মন্ধে যাহা নির্ধারিত করিয়াছি, তাহা আমি জানি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬.

৬৫ সূরা তালাক

আয়াত-(১) হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর, উহাদেরকে তালাক দিও 'ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং তোমরা 'ইদ্দতের হিসাব রাখিও এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করিও। তোমরা উহাদেরকে উহাদের বাসগৃহ হইতে বহিষ্কার করিও না এবং উহারাও যেন বাহির না হয়, যদি না উহারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়। এইগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা; যে আল্লাহ্‌র সীমা লংঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ্ ইহার পর কোন উপায় করিয়া দিবেন।

বিষয়-৩৯

বায়'আত গ্রহণ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী

১.

৪৮ সূরা ফাত্‌হ

আয়াত-(১০) যাহারা তোমার হাতে বায়'আত করে তাহারা তো আল্লাহ্‌রই হাতে বায়'আত করে। আল্লাহ্‌র হাত তাহাদের হাতের উপর। অতঃপর যে উহা ভঙ্গ করে, উহা ভঙ্গ করিবার পরিণাম তাহারই এবং যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি অবশ্যই তাহাকে মহাপুরস্কার দিবেন।

আয়াত-(১৮) আল্লাহ্ তো মু'মিনগণের উপর সন্তুষ্ট হইলেন যখন তাহারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিল, তাহাদের অন্তরে যাহা ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন; তাহাদেরকে তিনি দান করিলেন প্রশান্তি এবং তাহাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।

২.

৫৭ সূরা হাদীদ

আয়াত-(২৭) অতঃপর আমি তাহাদের পশ্চাতে অনুগামী করিয়াছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করিয়াছিলাম মারইয়াম-তনয় ঈসাকে, আর তাহাকে দিয়াছিলাম ইঞ্জীল এবং তাহার অনুসারীদের অন্তরে দিয়াছিলাম করুণা ও দয়া। আর সন্ন্যাসবাদ ইহা তো উহারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করিয়াছিল। আমি উহাদেরকে ইহার বিধান দেই নাই; অথচ ইহাও উহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই। উহাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, উহাদেরকে আমি দিয়াছিলাম পুরস্কার এবং উহাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। (২৮) হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তাঁহার অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমদেরকে দিবেন আলো, যাহার সাহায্যে তোমরা চলিবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করিবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৯) ইহা এইজন্য যে, কিতাবীগণ যেন জানিতে পারে, আল্লাহ্‌র সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও উহাদের কোন অধিকার নাই। অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি তাহা দান করেন। আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।

৩.

৬০ সূরা মুম্‌তাহিনা

আয়াত-(১২) হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার নিকট আসিয়া বায়'আত করে এই মর্মে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন শরীক স্থির করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করিবে না, তাহারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করিয়া রটাইবে না এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করিবে না তখন তাহাদের বায়'আত গ্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বিষয়-৪০

দুগ্ধ, মৌমাছির মধু, ফল-ফুল খাদ্য-দ্রব্য, পশু এবং হালাল-হারাম প্রসঙ্গ

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(৬১) যখন তোমরা বলিয়াছিলে, হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্য্যধারণ করিব না; সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সব্জি, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন।' মূসা বলিল, 'তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সঙ্গে বদল করিতে চাও? তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যাহা চাও নিশ্চয়ই তাহা সেখানে আছে।' তাহারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হইল এবং তাহারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হইল। ইহা এইজন্য যে, তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করিত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিত। অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করিবার জন্যই তাহাদের এই পরিণতি হইয়াছিল।

আয়াত-(১২৬) স্মরণ কর, যখন ইব্‌রাহীম বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক। ইহাকে নিরাপদ শহর করিও, আর ইহার অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্‌ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাহাদেরকে ফলমূল হইতে জীবিকা প্রদান করিও।' তিনি বলিলেন, 'যে কেহ কুফরী করিবে তাহাকেও কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ করিতে দিব, অতঃপর তাহাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব এবং কত নিকৃষ্ট তাহাদের প্রত্যাবর্তনস্থল!'

আয়াত-(১৭৩) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর মাংস এবং যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হইয়াছে তাহা তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালংঘনকারী নয় তাহার কোন পাপ হইবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২.

৫ সূরা মায়িদা

আয়াত-(১) হে, মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে। যাহা তোমাদের নিকট বর্ণিত হইতেছে তাহা ব্যতীত চতুস্পদ আন'আম তোমাদের জন্য হালাল করা হইল, তবে ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করিবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ যাহা ইচ্ছা আদেশ করেন।

আয়াত-(৪) লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাহাদের জন্য কী কী হালাল করা হইয়াছে? বল, 'সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে এবং শিকারী পশু-পাখি যাহাদেরকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়াছ যেভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়াছেন, উহারা যাহা তোমাদের জন্য ধরিয়া আনে তাহা ভক্ষণ করিবে এবং ইহাতে আল্লাহ্‌র নাম নিবে আর আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।' (৫) আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস হালাল করা হইল, যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাহাদের জন্য হালাল; এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল যদি তোমরা তাহাদের দেনমোহর প্রদান কর বিবাহের জন্য প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণের জন্য নয়। কেহ ঈমান প্রত্যাখ্যান করিলে তাহার কর্ম নিষ্ফল হইবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আয়াত-(৮৭) হে, মু'মিনগণ! আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করিয়াছেন সেই সমুদয়কে তোমরা হারাম করিও না এবং সীমালংঘন করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৮৮) আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়াছেন তাহা হইতে ভক্ষণ কর এবং ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যাঁহার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

আয়াত-(৯০) হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর—যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

৩.

৬ সূরা আন'আম

আয়াত-(১৩৮) তাহারা তাহাদের ধারণা অনুসারে বলে, 'এইসব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; আমরা যাহাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত কেহ এইসব আহার করিতে পারিবে না', এবং কতক গবাদিপশুর পৃষ্ঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং কতক পশু যবেহ্‌ করিবার সময় তাহারা আল্লাহ্‌র নাম নেয় না। এই সমস্তই তাহারা আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে বলে, তাহাদের এই মিথ্যা রচনার প্রতিফল তিনি অবশ্যই তাহাদেরকে দিবেন। (১৩৯) তাহারা আরও বলে, 'এইসব গবাদিপশুর গর্ভে যাহা আছে তাহা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং ইহা আমাদের স্ত্রীদের জন্য অবৈধ; আর উহা যদি মৃত হয় তবে সকলেই ইহাতে অংশীদার।' তিনি তাহাদের এইরূপ বলিবার প্রতিফল অচিরেই তাহাদেরকে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

আয়াত-(১৪২) গবাদিপশুর মধ্যে কতক ভারবাহী ও কতক ক্ষুদ্রাকার পশু সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্ যাহা রিযিকরূপে তোমাদেরকে দিয়াছেন তাহা হইতে আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না; সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৪৩) নর মাদী আটটি : মেষের দুইটি ও ছাগলের দুইটি; বল, 'নর দুইটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন কিংবা মাদী দুইটিই অথবা মাদী দুইটির গর্ভে যাহা আছে তাহা? তোমরা সত্যবাদী হইলে প্রমাণসহ আমাকে অবহিত কর; (১৪৪) এবং উটের দুইটি ও গরুর দুইটি। বল, 'নর দুইটিই কি তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন কিংবা মাদী দুইটিই অথবা মাদী দুইটির গর্ভে যাহা আছে তাহা? এবং আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে এইসব নির্দেশ দান করেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে?' সুতরাং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশত মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহার চেয়ে অধিক জালিম আর কে? আল্লাহ্ তো জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (১৪৫) বল, 'আমার প্রতি যে ওহী হইয়াছে তাহাতে, লোকে যাহা আহার করে তাহার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না মৃত, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত। কেননা এইগুলি অবশ্যই অপবিত্র অথবা যাহা অবৈধ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে।' তবে কেহ অবাধ্য না হইয়া এবং সীমালংঘন না করিয়া নিরুপায় হইয়া উহা আহার করিলে তোমার প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৪৬) আমি ইয়াহুদীদের জন্য নখরযুক্ত সমস্ত পশু হারাম করিয়াছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছিলাম; তবে এইগুলির পিঠের অথবা অন্ত্রের কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি ব্যতীত, তাহাদের অবাধ্যতার দরুন তাহাদেরকে এই প্রতিফল দিয়াছিলাম। নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। (১৪৭) অতঃপর যদি তাহারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তবে বল, 'তোমাদের প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর হইতে তাঁহার শাস্তি রদ করা হয় না।' (১৪৮) যাহারা শির্ক করিয়াছে তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষগণ শির্ক করিতাম না এবং কোন কিছুই হারাম করিতাম না।' এইভাবে তাহাদের পূর্ববর্তীরাও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, অবশেষে তাহারা আমার শাস্তি ভোগ করিয়াছিল, বল, 'তোমাদের নিকট কোন প্রমাণ আছে কি? থাকিলে আমার নিকট তাহা পেশ কর; তোমরা শুধু কল্পনারই অনুসরণ কর এবং শুধু মনগড়া কথা বল।'

৪.

১০ সূরা ইউনুস

আয়াত-(৫৯) বল, 'তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ আল্লাহ্ তোমাদের যে রিযিক দিয়াছেন তোমরা যে তাহার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করিয়াছ? বল, 'আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে ইহার অনুমতি দিয়াছেন, না তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিতেছ?'

৫.

১৩ সূরা রা'দ

আয়াত-(৪) পৃথিবীতে রহিয়াছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, উহাতে আছে আঙ্গুর বাগান, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খর্জুর-বৃক্ষ সিঞ্চিত একই পানিতে, এবং ফল হিসাবে উহাদের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন।

৬.

১৬ সূরা নাহল

আয়াত-(৮) তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যাহা তোমরা অবগত নও।

আয়াত-(৬৬) অবশ্যই গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রহিয়াছে। উহাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হইতে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যাহা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (৬৭) এবং খর্জুর বৃক্ষের ফল ও আঙ্গুর হইতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাক, ইহাতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন। (৬৮) তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছেন, 'গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাহাতে; (৬৯) ইহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর।' উহার উদর হইতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়; যাহাতে মানুষের জন্য রহিয়াছে আরোগ্য। অবশ্যই ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

আয়াত-(১১৫) আল্লাহ্ তো কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যাহা যবেহ্ কালে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যের নাম লওয়া হইয়াছে তাহাই তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন, কিন্তু কেহ অবাধ্য কিংবা সীমালংঘনকারী না হইয়া অনন্যোপায় হইলে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭.

২২ সূরা হাজ্জ

(২৮) যাহাতে তাহারা তাহাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হইতে পারে এবং তিনি তাহাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হইতে যাহা রিযিক হিসাবে দান করিয়াছেন উহার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিতে পারে। অতঃপর তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। (২৯) অতঃপর তাহারা যেন তাহাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাহাদের মানত পূর্ণ করে এবং

তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের। (৩০) ইহাই বিধান এবং কেহ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করিলে তাহার প্রতিপালকের নিকট তাহার জন্য ইহাই উত্তম। তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে গবাদিপশু জন্তু এইগুলি ব্যতীত যাহা তোমাদেরকে শোনান হইয়াছে। সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হইতে।

৮.

২৩ সূরা মু'মিনুন

আয়াত (১৮) এবং আমি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে; অতঃপর আমি উহা মৃত্তিকায় সংরক্ষণ করি; আমি উহাকে অপসারিত করিতেও সক্ষম। (১৯) অতঃপর আমি উহা দ্বারা তোমাদের জন্য খর্জুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করি; ইহাতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল; আর উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক; (২০) এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যাহা জন্মায় সিনাই পর্বতে, ইহাতে উৎপন্ন হয় তৈল এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন। (২১) এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে আন'আম-এ; তোমাদেরকে আমি পান করাই উহাদের উদরে যাহা আছে তাহা হইতে এবং উহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা উহা হইতে আহার কর, (২২) এবং তোমরা উহাতে ও নৌযানে আরোহণও করিয়া থাক।

৯.

৩৫ সূরা ফাতির

আয়াত-(২৭) তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন; এবং আমি ইহা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্গত করি। আর পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের, পথ-শুভ্র, লাল ও নিকষ কাল।

১০.

৩৬ সূরা ইয়াসিন

আয়াত-(৭১) উহারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমার হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে উহাদের জন্য আমি সৃষ্টি করিয়াছি আন'আম এবং উহারাই এইগুলির অধিকারী? (৭২) এবং আমি এইগুলিকে তাহাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছি। এইগুলির কতক তাহাদের বাহন এবং উহাদের কতক তাহারা আহার করে। (৭৩) তাহাদের জন্য এইগুলিতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞ হইবে না?

১১.

৩৭ সূরা সাফ্ফাত

আয়াত-(৬২) আপ্যায়নের জন্য কি ইহাই শ্রেয় না যাক্কুম বৃক্ষ? (৬৩) জালিমদের জন্য আমি ইহা সৃষ্টি করিয়াছি পরীক্ষাস্বরূপ,

১২.

৪০ সূরা মু'মিন

আয়াত-(৭৯) আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য আন'আম সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে উহাদের কতকের উপর তোমরা আরোহণ কর এবং কতক তোমরা আহার কর। (৮০) ইহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকার। তোমরা অন্তরে যাহা প্রয়োজন বোধ কর, ইহা দ্বারা যেন তাহা পূর্ণ করিতে পার, আর ইহাদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়।

১৩.

৪২ সূরা শূরা

আয়াত-(২৯) তাঁহার অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীবজন্তু ছড়াইয়া দিয়াছেন সেইগুলি। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই উহাদেরকে সমবেত করিতে সক্ষম।

১৪.

৪৪ সূরা দুখান

আয়াত-(৪৩) নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হইবে- (৪৪) পাপীর খাদ্য; (৪৫) গলিত তাম্রের মত, উহাদের উদরে ফুটিতে থাকিবে (৪৬) ফুটন্ত পানির মত।

১৫.

৫৫ সূরা রাহমান

আয়াত-(১০) তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছেন সৃষ্ট জীবের জন্য; (১১) ইহাতে রহিয়াছে ফলমূল এবং খর্জুর বৃক্ষ যাহার ফল আবরণযুক্ত, (১২) এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ ফুল।

বিষয়-৪১

ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ)

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(১২৪) এবং স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীমকে তাহার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেইগুলি সে পূর্ণ করিয়াছিল, আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করিতেছি।' সে বলিল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য হইতেও?' আল্লাহ্ বলিলেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি জালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নয়।'

আয়াত-(১৩০) যে নিজেকে নির্বোধ করিয়াছে সে ব্যতীত ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ হইতে আর কে বিমুখ হইবে। পৃথিবীতে তাহাকে আমি মনোনীত করিয়াছি; আর আখিরাতেও সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণগণের অন্যতম।

আয়াত-(১৩৪) সেই ছিল এক উম্মত, তাহা অতীত হইয়াছে। তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা তাহাদের। তোমরা যাহা অর্জন কর তাহা তোমাদের। তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তোমাদের কোন প্রশ্ন করা হইবে না।

আয়াত-(১৪০) তোমরা কি বল, 'ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব ও তাহার বংশধরগণ অবশ্যই ইয়াহুদী কিংবা খ্রিষ্টান ছিল?' বল, 'তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ্?' আল্লাহ্র নিকট হইতে তাহার কাছে যে প্রমাণ আছে তাহা যে গোপন করে তাহার অপেক্ষা অধিকতর জালিম আর কে হইতে পারে? তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।

২.

৩ সূরা আলে ইমরান

আয়াত-(৯৫) বল, 'আল্লাহ্ সত্য বলিয়াছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর, সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'

৩.

৬ সূরা আন'আম

আয়াত-(৭৪) স্মরণ কর, ইব্রাহীম তাহার পিতা আযরকে বলিয়াছিল, 'আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি।' (৭৫) এইভাবে আমি ইব্রাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও

পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা দেখাই, যাহাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়। (৭৬) অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাহাকে আচ্ছন্ন করিল তখন সে নক্ষত্র দেখিয়া বলিল, 'ইহাই আমার প্রতিপালক।' অতঃপর যখন উহা অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, 'যাহা অস্তমিত হয় তাহা আমি পছন্দ করি না।' (৭৭) অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হইতে দেখিল তখন সে বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালক।' যখন ইহা অস্তমিত হইল তখন বলিল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করিলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হইব।' (৭৮) অতঃপর যখন সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হইতে দেখিল তখন বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালক, ইহা সর্ববৃহৎ। যখন ইহাও অস্তমিত হইল, তখন সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহাকে আল্লাহ্র শরীক কর তাহার সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নাই। (৭৯) 'আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই।'

৪.

৯ সূরা তওবা

আয়াত-(১১৪) ইব্রাহীম তাহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাকে ইহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল বলিয়া; অতঃপর যখন ইহা তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল যে, সে আল্লাহ্র শত্রু তখন ইব্রাহীম উহার সম্পর্ক ছিন্ন করিল। ইব্রাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।

৫.

১১ সূরা হূদ

আয়াত-(৬৯) আমার ফেরেশ্তাগন তো সুসংবাদ লইয়া ইব্রাহীমের নিকট আসিল। তাহারা বলিল, 'সালাম'। সেও বলিল, 'সালাম'। সে অবিলম্বে এক কাবাবকৃত গো-বৎস লইয়া আসিল। (৭০) সে যখন দেখিল তাহাদের হস্ত উহার দিকে প্রসারিত হইতেছে না, তখন তাহাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করিল এবং তাহাদের সম্বন্ধে তাহার মনে ভীতি সঞ্চার হইল। তাহারা বলিল, 'ভয় করিও না, আমরা তো লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি।' (৭১) আর তাহার স্ত্রী দণ্ডায়মান এবং সে হাসিয়া ফেলিল। অতঃপর আমি তাহাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। (৭২) সে বলিল, 'কী আশ্চর্য! সন্তানের জননী হইব আমি, যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! ইহা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার।' (৭৩) তাহারা বলিল, আল্লাহ্র কাজে তুমি বিস্ময় বোধ করিতেছ? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রহিয়াছে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি তো প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ।' (৭৪) অতঃপর যখন ইব্রাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাহার নিকট

সুসংবাদ আসিল তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে লাগিল। (৭৫) ইব্রাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমলহৃদয়, সতত আল্লাহ্-অভিমুখী।

৬.

১৬ সূরা নাহল

আয়াত-(১২০) ইব্রাহীম ছিল এক 'উম্মত', আল্লাহ্র অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত; (১২১) সে ছিল আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ্ তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন সরল পথে। (১২২) আমি তাহাকে দুনিয়ায় দিয়াছিলাম মঙ্গল এবং আখিরাতেও, সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। (১২৩) এখন আমি তোমাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তুমি একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

৭.

১৯ সূরা মার্ইয়াম

আয়াত-(৪১) স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লিখিত ইব্রাহীমের কথা; সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, নবী। (৪২) যখন সে তাহার পিতাকে বলিল, 'হে আমার পিতা! তুমি তাহার 'ইবাদত কর কেন যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোনই কাজে আসে না?' (৪৩) 'হে আমার পিতা! আমার নিকট তো আসিয়াছে জ্ঞান যাহা তোমার নিকট আসে নাই; সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাইব। (৪৪) 'হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করিও না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। (৪৫) 'হে আমার পিতা! আমি তো আশংকা করি যে, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করিবে, তখন তুমি হইয়া পড়িবে শয়তানের বন্ধু।' (৪৬) পিতা বলিল, 'হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হইতে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করিবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাও।' (৪৭) ইব্রাহীম বলিল, 'তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। (৪৮) আমি তোমাদের হইতে ও তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদের ইবাদত কর তাহাদের হইতে পৃথক হইতেছি; আমি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করি; আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া আমি ব্যর্থকাম হইব না।' (৪৯) অতঃপর সে যখন তাহাদের হইতে ও তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদের ইবাদত করিত সেই সকল হইতে পৃথক হইয়া গেল তখন আমি তাহাকে দান করিলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব এবং প্রত্যেককে নবী করিলাম।

৮.

২১ সূরা আম্বিয়া

আয়াত-(৫১) আমি তো ইহার পূর্বে ইব্রাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়াছিলাম এবং আমি তাহার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত। (৫২) যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, 'এই মূর্তিগুলি কী, যাহাদের পূজায় তোমরা রত রহিয়াছ!' (৫৩) উহারা বলিল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে ইহাদের পূজা করিতে দেখিয়াছি।' (৫৪) সে বলিল, 'তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণও রহিয়াছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।' (৫৫) উহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট সত্য আনিয়াছ, না তুমি কৌতুক করিতেছ?' (৫৬) সে বলিল, 'না, তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি উহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।' (৫৭) 'শপথ আল্লাহ্র, তোমরা চলিয়া গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করিব।' (৫৮) অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল মূর্তিগুলিকে, উহাদের প্রধানটি ব্যতীত; যাহাতে উহারা তাহার দিকে ফিরিয়া আসে। (৫৯) উহারা বলিল, 'আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এইরূপ করিল কে? সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী।' (৬০) কেহ কেহ বলিল, 'এক যুবককে উহাদের সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি; তাহাকে বলা হয় ইব্রাহীম।' (৬১) উহারা বলিল, 'তাহাকে উপস্থিত কর লোকসম্মুখে, যাহাতে উহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে।' (৬২) উহারা বলিল 'হে ইব্রাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এইরূপ করিয়াছ?' (৬৩) সে বলল, 'বরং ইহাদের এই প্রধান, সে-ই তো ইহা করিয়াছে, ইহাদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি ইহারা কথা বলিতে পারে।' (৬৪) তখন উহারা মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিল এবং একে অপরকে বলিতে লাগিল, 'তোমরাই তো সীমালংঘনকারী!' (৬৫) অতঃপর উহাদের মস্তক অবনত হইয়া গেল এবং উহারা বলিল, 'তুমি তো জানই যে, ইহারা কথা বলে না।' (৬৬) ইব্রাহীম বলিল, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যাহা তোমাদের কোন উপকার করিতে পারে না, ক্ষতিও করিতে পারে না?' (৬৭) 'ধিক্ তোমাদেরকে এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাহাদের ইবাদত কর তাহাদেরকে! তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?' (৬৮) উহারা বলিল, 'তাহাকে পোড়াইয়া দাও, সাহায্য কর তোমাদের দেবতাগুলিকে, তোমরা যদি কিছু করিতে চাও।' (৬৯) আমি বলিলাম, 'হে অগ্নি! তুমি ইব্রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হইয়া যাও।' (৭০) উহারা তাহার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু আমি উহাদেরকে করিয়া দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (৭১) এবং আমি তাহাকে ও লূতকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলাম সেই দেশে, যেখানে আমি কল্যাণ রাখিয়াছি বিশ্ববাসীর জন্য। (৭২) এবং আমি ইব্রাহীমকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক এবং পৌত্ররূপে ইয়াকূব; আর প্রত্যেককেই করিয়াছিলাম সৎকর্মপরায়ণ;

৯.

২২ সূরা হাজ্জ

আয়াত-(২৬) এবং স্মরণ কর, যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলাম সেই গৃহের স্থান, তখন বলিয়াছিলাম, 'আমার সঙ্গে কোন শরীক স্থির করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও তাহাদের জন্য যাহারা তাওয়াফ করে এবং যাহারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকূ করে ও সিজ্‌দা করে।

১০.

২৬ সূরা শু'আরা

(৬৯) উহাদের নিকট ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। (৭০) সে যখন তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা কিসের ইবাদত কর?' (৭১) উহারা বলিল, 'আমরা মূর্তির পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে উহাদের পূজায় নিয়ত থাকিব। (৭২) সে বলিল, 'তোমরা প্রার্থনা করিলে উহারা কি শুনে?' (৭৩) অথবা উহারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে? (৭৪) উহারা বলিল, 'না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এইরূপই করিতে দেখিয়াছি।' (৭৫) সে বলিল, 'তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, কিসের পূজা করিতেছ, (৭৬) তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষেরা?'

আয়াত-(৮৩) 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং সৎকর্মপরায়ণদের শামিল কর। (৮৪) 'আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর, (৮৫) এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর, (৮৬) আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর, তিনি তো পথভ্রষ্টদের শামিল ছিলেন। (৮৭) এবং আমাকে লাঞ্ছিত করিও না পুনরুত্থান দিবসে।

১১.

২৯ সূরা আনকাবূত

আয়াত-(৩১) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্‌তাগণ সুসংবাদসহ ইব্রাহীমের নিকট আসিল, তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা এই জনপদবাসীদেরকে ধ্বংস করিব, ইহার অধিবাসীরা তো জালিম।' (৩২) ইব্রাহীম বলিল, 'এই জনপদে তো লূত রহিয়াছে।' উহারা বলিল, 'সেখানে কাহারা আছে, তাহা আমরা ভাল জানি, আমরা তো লূতকে ও তাহার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবই, তাহার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

১২.

৩৭ সূরা সাফ্‌ফাত

আয়াত-(১০০) 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর'। (১০১) অতঃপর আমি তাহাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। (১০২) অতঃপর সে যখন তাহার পিতার সঙ্গে কাজ করিবার মত বয়সে উপনীত হইল তখন ইব্রাহীম বলিল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ্ করিতেছি, এখন তোমার অভিমত কি বল?' সে বলিল, 'হে আমার পিতা! আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাই করুন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাইবেন।' (১০৩) যখন তাহারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করিল এবং ইব্রাহীম তাহার পুত্রকে কাত করিয়া শায়িত করিল, (১০৪) তখন আমি তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলাম, 'হে ইব্রাহীম! (১০৫) 'তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করিলে!'-এই ভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। (১০৬) নিশ্চয়ই ইহা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

বিষয়-৪২

ঈসা (আঃ) ও মারইয়াম

১.

৩ সূরা আলে ইমরান

আয়াত (৩৫) স্মরণ কর, যখন ইমরানের স্ত্রী বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যাহা আছে তাহা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করিলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হইতে উহা কবূল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৩৬) অতঃপর যখন সে উহাকে প্রসব করিল তখন সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করিয়াছি। সে যাহা প্রসব করিয়াছে আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবগত। আর ছেলে তো এই মেয়ের মত নয়, আমি উহার নাম মারই্য়াম রাখিয়াছি এবং অভিশপ্ত শয়তান হইতে তাহার ও তাহার বংশধরদের জন্য তোমার শরণ লইতেছি। (৩৭) অতঃপর তাহার প্রতিপালক তাহাকে ভালভাবে কবুল করিলেন এবং তাহাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করিলেন এবং তিনি তাহাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। যখনই যাকারিয়ার কক্ষে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইত তখনই তাহার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখিতে পাইত। সে বলিত, হে মারইয়াম! এই সব তুমি কোথায় পাইলে?' সে বলিত, 'উহা আল্লাহ্র নিকট হইতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।

আয়াত-(৪২) স্মরণ কর, যখন ফেরেশ্তাগণ বলিয়াছিল, হে মার্ইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন।' (৪৩) 'হে মার্ইয়াম তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর এবং যাহারা রুকূ করে তাহাদের সঙ্গে রুকূ কর।'

আয়াত-(৪৫) স্মরণ কর, যখন ফিরি্শতাগণ বলিল, 'হে মার্ইয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে তাঁহার পক্ষ হইতে একটি কালেমার সুসংবাদ দিতেছেন। তাহার নাম মাসীহ মারইয়াম-তনয় ঈসা, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং নৈকট্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হইবে। (৪৬) সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সঙ্গে কথা বলিবে এবং সে হইবে পুণ্যবানদের একজন।'

আয়াত-(৪৮) 'এবং তিনি তাহাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিক্মত, তাওরাত ও ইন্জীল। (৪৯) এবং তাহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল করিবেন।' সে বলিবে, 'আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। আমি তোমাদের জন্য কর্দম দ্বারা একটি পক্ষীসদৃশ আকৃতি গঠন করিব; অতঃপর ইহাতে আমি ফুৎকার দিব; ফলে আল্লাহ্র হুকুমে উহা পাখি হইয়া যাইবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করিব এবং আল্লাহ্র হুকুমে

মৃতকে জীবন্ত করিব। তোমরা তোমাদের গৃহে যাহা আহার কর ও মওজুদ কর তাহা তোমাদেরকে বলিয়া দিব। তোমরা যদি মু'মিন হও তবে ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে! (৫০) আর আমি আসিয়াছি আমার সম্মুখে তাওরাতে যাহা রহিয়াছে উহার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহার কতকগুলিকে বৈধ করিতে। এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর। (৫১) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা তাহার ইবাদত করিবে। ইহাই সরল পথ। (৫২) যখন ঈসা তাহাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করিল তখন সে বলিল, 'আল্লাহ্র পথে কাহারা আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীগণ বলিল, 'আমরাই আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছি। আমরা আত্মসমর্পণ কারী, তুমি ইহার সাক্ষী থাক। (৫৩) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছ তাহাতে আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং আমরা এই রাসূলের অনুসরণ করিয়াছি। সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্যদান কারীদের তালিকাভুক্ত কর।' (৫৪) আর তাহারা চক্রান্ত করিয়াছিল আল্লাহ্ও কৌশল করিয়াছিলেন; আল্লাহ্ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ। (৫৫) স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ বলিবেন, হে ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করিতেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলিয়া লইতেছি এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে তোমাকে পবিত্র করিতেছি। আর তোমার অনুসারিগণকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিতেছি, অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।' তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটিতেছে আমি উহা মীমাংসা করিয়া দিব।

২.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(১৫৭) আর 'আমরা আল্লাহ্র রাসূল মার্ইয়াম তনয় ঈসা মাসীহ্কে হত্যা করিয়াছি' তাহাদের এই উক্তির জন্য। অথচ তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই, ক্রুশবিদ্ধও করে নাই; কিন্তু তাহাদের এইরূপ বিভ্রম হইয়াছিল। যাহারা তাহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল তাহারা নিশ্চয়ই এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। ইহা নিশ্চিত যে, তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই; (১৫৮) বরং আল্লাহ্ তাহাকে তাঁহার নিকট তুলিয়া লইয়াছেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আয়াত-(১৭২) মাসীহ্ আল্লাহ্র বান্দা হওয়াকে কখনও হেয় জ্ঞান করে না, এবং ঘনিষ্ট ফেরেশ্তাগণও করে না। আর কেহ তাঁহার ইবাদতকে হেয় জ্ঞান করিলে এবং অহংকার করিলে তিনি অবশ্যই তাহাদের সকলকে তাঁহার নিকট একত্র করিবেন।

৩.

৫ সূরা মায়িদা

আয়াত-(১৭) যাহারা বলে, 'মার্‌ইয়াম তনয় মাসীহ্‌ই আল্লাহ্', তাহারা তো কুফরী করিয়াছেই। বল, 'আল্লাহ্ মারইয়াম-তনয় মসীহ্, তাঁহার মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহাকে বাধা দিবার শক্তি কাহার আছে?' আসমান ও জমীনের এবং ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আয়াত-(৪৬) মার্‌ইয়াম তনয় ঈসাকে তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের প্রত্যায়নকারীরূপে উহাদের পশ্চাতে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের প্রত্যায়নকারীরূপে এবং মুত্তাকীদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশরূপে তাহাকে ইন্‌জীল দিয়াছিলাম; উহাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো। (৪৭) ইন্‌জীল-অনুসারিগণ যেন, আল্লাহ্ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই ফাসিক।

আয়াত-(৭৫) মার্‌ইয়াম-তনয় মসীহ্ তো কেবল একজন রাসূল। তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে এবং তাহার মাতা পরম সত্যনিষ্ঠ ছিল। তাহারা উভয়ে খাদ্যাহার করিত। দেখ, আমি উহাদের জন্য আয়াতসমূহ কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি; আরও দেখ, উহারা কিভাবে সত্যাবিমুখ হয়। (৭৬) বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর, তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার কোন ক্ষমতা যাহার নাই? আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

৪.

৯ সূরা তওবা

আয়াত-(৩০) ইয়াহূদীরা বলে, 'উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র' এবং খৃষ্টানরা বলে, 'মাসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র।' উহা তাহাদের মুখের কথা। পূর্বে যাহারা কুফরী করিয়াছিল উহারা তাহাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ উহাদের ধ্বংস করুন। আর কোন্ দিকে উহাদেরকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে!

৫.

১৯ সূরা মার্'ইয়াম

আয়াত-(১৮) মারইয়াম বলিল, আল্লাহ্‌কে ভয় কর যদি তুমি 'মুত্তাকী হও', আমি তোমা হইতে দয়াময়ের শরণ লইতেছি। (১৯) সে বলিল, 'আমি তো তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করিবার জন্য।' (২০)

মারইয়াম বলিল, 'কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই?' (২১) সে বলিল, 'এইরূপই হইবে।' তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, 'ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি উহাকে এইজন্য সৃষ্টি করিব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হইতে এক অনুগ্রহ; ইহা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।' (২২) তৎপর সে গর্ভে উহাকে ধারণ করিল; অতঃপর তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলিয়া গেল; (২৩) প্রসব-বেদনা তাহাকে এক খর্জুর-বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিল। সে বলিল, 'হায়, ইহার পূর্বে আমি যদি মরিয়া যাইতাম ও লোকের স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতাম! (২৪) ফেরেশ্‌তা তাহার নিম্নপার্শ্ব হইতে আহবান করিয়া তাহাকে বলিল, তুমি দুঃখ করিও না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করিয়াছেন; (২৫) 'তুমি তোমার দিকে খর্জুর-বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও, উহা তোমাকে সুপক্ব তাজা খর্জুর দান করিবে। (২৬) সুতরাং আহার কর, পান কর ও চক্ষু জুড়াও। মানুষের মধ্যে কাহাকেও যদি তুমি দেখ তখন বলিও, 'আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করিয়াছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করিব না।' (২৭) অতঃপর সে সন্তানকে লইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইল; উহারা বলিল, 'হে মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিয়াছ। (২৮) 'হে হারূন-ভগ্নি! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী।' (২৯) অতঃপর মারইয়াম সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করিল। উহারা বলিল, 'যে কোলের শিশু তাহার সঙ্গে আমরা কেমন করিয়া কথা বলিব? (৩০) সে বলিল, 'আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন, আমাকে নবী করিয়াছেন, (৩১) 'যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করিয়াছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যত দিন জীবিত থাকি তত দিন সালাত ও যাকাত আদায় করিতে- (৩২) 'আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে করেন নাই উদ্ধত ও হতভাগ্য; (৩৩) 'আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি, যেদিন আমার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হইব।' (৩৪) এই-ই মারইয়াম-তনয় 'ঈসা। আমি বলিলাম সত্য কথা, যে বিষয়ে উহারা বিতর্ক করে।

৬.

২৩ সূরা মু'মিনুন

আয়াত-(৫০) এবং আমি মার্‌ইয়াম-তনয় ও তাহার জননীকে করিয়াছিলাম এক নিদর্শন, তাহাদেরকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে।

৭.

৬১ সূরা সাফ্‌ফ

আয়াত-(১৪) হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মারইয়াম-তনয় ঈসা হাওয়ারীগণকে বলিয়াছিল, 'আল্লাহ্‌র পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে?' হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, 'আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী।' অতঃপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনিল এবং একদল কুফরী করিল। তখন আমি যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাহাদেরকে শক্তিশালী করিলাম, ফলে তাহারা বিজয়ী হইল।

বিষয়-৪৩

মূসা (আঃ), হারুন (আঃ), ফির'আওন ও কারূন

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(৫০) যখন তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করিয়াছিলাম ও ফির'আওনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম আর তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতেছিলে। (৫১) যখন মূসার জন্য চল্লিশ রাত্রি নির্ধারিত করিয়াছিলাম, তাহার প্রস্থানের পর তোমরা তখন গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে; আর তোমরা তো জালিম। (৫২) ইহার পরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়াছি, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (৫৩) আর যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুর'কান দান করিয়াছিলাম যাহাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও। (৫৪) আর যখন মূসা আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়া তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছ, সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার পানে ফিরিয়া যাও এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট ইহাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হইবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (৫৫) যখন তোমরা বলিয়াছিলে, হে মূসা! আমরা আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করিব না'। তখন তোমরা বজ্রাহত হইয়াছিলে আর তোমরা নিজেরাই দেখিতেছিলে।

আয়াত-(৬০) স্মরণ কর, যখন মূসা তাহার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করিল, আমি বলিলাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর।' ফলে উহা হইতে বার টি প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল! প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনিয়া লইল। বলিলাম, 'আল্লাহ্-প্রদত্ত জীবিকা হইতে তোমরা পানাহার কর এবং দুষ্কৃতিকারীরূপে পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না।'

আয়াত-(৬৭) স্মরণ কর, যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গরু যবেহ করার আদেশ দিয়াছেন, তাহারা বলিয়াছিল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছ? মূসা বলিল, 'আল্লাহ্‌র শরণ লইতেছি যাহাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই।' (৬৮) তাহারা বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল, উহা

কিরূপ?' মূসা বলিল, 'আল্লাহ্ বলিতেছেন, উহা এমন গরু যাহা বৃদ্ধও নয়, অল্পবয়স্কও নয়-মধ্যবয়সী। সুতরাং তোমরা যাহা আদিষ্ট হইয়াছ তাহা কর।' (৬৯) তাহারা বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল, উহার রং কি?' মূসা বলিল, 'আল্লাহ্ বলিতেছেন, উহা হলুদ বর্ণের গরু, উহার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যাহা দর্শকদের আনন্দ দেয়।' (৭০) তাহারা বলিল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে বল, উহা কোনটি?' আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হইয়াছি এবং আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় আমরা দিশা পাইব।' (৭১) মূসা বলিল, 'তিনি বলিতেছেন, উহা এমন এক গরু যাহা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই-সুস্থ নিখুঁত।' তাহারা বলিল, 'এখন তুমি সত্য আনিয়াছ।' যদিও তাহারা যবেহ করিতে উদ্যত ছিল না, তবুও তাহারা উহাকে যবেহ করিল।

আয়াত-(৮৭) এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছি এবং তাহার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি, মারইয়াম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছি এবং 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল তোমাদের নিকট এমন কিছু আনিয়াছে যাহা তোমাদের মনঃপুত নয় তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ আর কতককে অস্বীকার করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ?

আয়াত-(৯২) এবং নিশ্চয় মুসা তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছে, তাহার পরে তোমরা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলে। আর তোমরা তো জালিম।

২.

৭ সূরা আ'রাফ

আয়াত-(১০৪) মূসা বলিল, হে ফির'আওন! আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত। (১০৫) ইহা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিব না। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের নিকট আনিয়াছি, সুতরাং বনী ইসরাঈলকে তুমি আমার সঙ্গে যাইতে দাও।' (১০৬) ফির'আওন বলিল, যদি তুমি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক তবে তুমি সত্যবাদী হইলে তাহা পেশ কর। (১০৭) অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল। (১০৮) এবং সে তাহার হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল। (১০৯) ফির'আওন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলিল, 'এ তো একজন সুদক্ষ জাদুকর, (১১০) 'এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে চায়, এখন তোমরা কী পরামর্শ দাও? (১১১) তাহারা বলিল, তাহাকে ও তাহার

ভ্রাতাকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও, (১১২) যেন তাহারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ জাদুকর উপস্থিত করে। (১১৩) জাদুকরেরা ফির'আওনের নিকট আসিয়া বলিল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো?' (১১৪) সে বলিল, হ্যাঁ এবং তোমরা অবশ্যই আমার নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। (১১৫) তাহারা বলিল, হে মূসা! তুমিই কি নিক্ষেপ করিবে, না আমরাই নিক্ষেপ করিব? (১১৬) সে বলিল, 'তোমরাই নিক্ষেপ কর'। যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন তাহারা লোকের চোখে জাদু করিল, তাহাদেরকে আতংকিত করিল এবং তাহারা এক বড় রকমের জাদু দেখাইল। (১১৭) আমি মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। সহসা উহা তাহাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল; (১১৮) ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল। (১১৯) সেখানে তাহারা পরাভূত হইল ও লাঞ্ছিত হইল, (১২০) এবং জাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হইল। (১২১) তাহারা বলিল, 'আমরা ঈমান আনিলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি- (১২২) যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক। (১২৩) ফির'আওন বলিল, কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বে তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিলে? ইহা তো এক চক্রান্ত; তোমরা সজ্ঞানে এই চক্রান্ত করিয়াছ নগরবাসীদেরকে উহা হইতে বহিষ্কারের জন্য। আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই ইহার পরিণাম জানিবে। (১২৪) 'আমি তো তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই; অতঃপর তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করিবই।' (১২৫) তাহারা বলিল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিব; (১২৬) তুমি তো আমাদেরকে শাস্তি দিতেছ শুধু এইজন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে ঈমান আনিয়াছি যখন উহা আমাদের নিকট আসিয়াছে। 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য্য দান কর এবং মুসলমানরূপে আমাদেরকে মৃত্যু দাও।' (১২৭) ফির'আওন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলিল, 'আপনি কি মূসাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদেরকে বর্জন করিতে দিবেন?' সে বলিল, 'আমরা তাহাদের পুত্রদের হত্যা করিব এবং তাহাদের নারীদেরকে জীবিত রাখিব আর আমরা তো তাহাদের উপর প্রবল। (১২৮) মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, 'আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য্যধারণ কর; জমীন তো আল্লাহ্‌রই। তিনি তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।' (১২৯) তাহারা বলিল, 'আমাদের নিকট তোমার আসিবার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হইয়াছি এবং তোমার আসিবার পরেও। সে বলিল, 'শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রু ধ্বংস করিবেন এবং তিনি তোমাদেরকে জমীনে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন, অতঃপর তোমরা কী কর

তাহা তিনি লক্ষ্য করিবেন।' (১৩০) আমি তো ফির'আওনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে। (১৩১) যখন তাহাদের কোন কল্যাণ হইত, তাহারা বলিত, ইহা আমাদের প্রাপ্য। আর যখন কোন অকল্যাণ হইত তখন তাহারা মূসা ও তাহার সঙ্গীদেরকে অলক্ষুণে গণ্য করিত, তাহাদের অকল্যাণ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ইহা জানে না। (১৩২) তাহারা বলিল, 'আমাদেরকে জাদু করিবার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ কর না কেন আমরা তোমাতে বিশ্বাস করিব না। (১৩৩) অতঃপর আমি তাহাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তাহারা দাম্ভিকই রহিয়া গেল; আর তাহারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়। (১৩৪) এবং যখন তাহাদের উপর শাস্তি আসিত তাহারা বলিত, 'হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তোমার সঙ্গে তিনি যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তদনুযায়ী; যদি তুমি আমাদের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা তো তোমাতে ঈমান আনিবই এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার সঙ্গে অবশ্যই যাইতে দিব।' (১৩৫) আমি যখনই তাহাদের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত করিতাম এক নির্দিষ্ট কালের জন্য যাহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তাহারা তখনই তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিত। (১৩৬) সুতরাং আমি তাহাদেরকে শাস্তি দিয়াছি এবং তাহাদেরকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছি। কারণ তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিত এবং এই সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল। (১৩৭) যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হইত তাহাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি; এবং বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হইল, যেহেতু তাহারা ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিল, আর ফির'আওন ও তাহার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যেসব প্রাসাদ তাহারা নির্মাণ করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করিয়াছি। (১৩৮) আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইয়া দেই; অতঃপর তাহারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির নিকট উপস্থিত হয়! তাহারা বলিল, হে মূসা! তাহাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়িয়া দাও। সে বলিল, 'তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়। (১৩৯) এইসব লোক যাহাতে লিপ্ত রহিয়াছে তাহা তো বিধ্বস্ত হইবে এবং তাহারা যাহা করিতেছে তাহাও অমূলক।' (১৪০) সে আরও বলিল, 'আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের জন্য আমি কি অন্য ইলাহ্ খুঁজিব অথচ তিনি তোমাদেরকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন? (১৪১) স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে ফির'আওনের অনুসারীদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি যাহারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত। তাহারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখিত; ইহাতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের এক মহাপরীক্ষা। (১৪২) স্মরণ কর, মূসার জন্য

আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারণ করি এবং ও আরও দশ দ্বারা উহা পূর্ণ করি। এইভাবে তাহার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়। এবং মূসা তাহার ভ্রাতা হারুনকে বলিল, আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, সংশোধন করিবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না।' (১৪৩) মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতিপালক তাহার সঙ্গে কথা বলিলেন, তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখিব।' তিনি বলিলেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখিতে পাইবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, উহা স্বস্থানে স্থির থাকিলে তবে তুমি আমাকে দেখিবে। যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন তখন উহা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। যখন সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল তখন বলিল, মহিমাময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হইয়া তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম। (১৪৪) তিনি বলিলেন, 'হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে বিশিষ্ট করিয়াছি; সুতরাং আমি যাহা দিলাম তাহা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও।' (১৪৫) আমি তাহার জন্য ফলকে সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখিয়া দিয়াছি; সুতরাং এইগুলি শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে উহাদের যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্র সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাইব।

আয়াত-(১৪৮) মূসার সম্প্রদায় তাহার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা গড়িল এক গো-বৎস, এক অবয়ব, যাহা হাম্বা রব করিত। তাহারা কি দেখিল না যে, উহা তাহাদের সঙ্গে কথা বলে না ও তাহাদেরকে পথও দেখায় না? তাহারা উহাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিল এবং তাহারা ছিল জালিম। (১৪৯) তাহারা যখন অনুতপ্ত হইল ও দেখিল যে, তাহারা বিপথগামী হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা বলিল, 'আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা করেন তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হইবই।' (১৫০) মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল তখন বলিল, 'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করিয়াছ! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বে তোমরা ত্বরান্বিত করিলে? এবং সে ফলকগুলি ফেলিয়া দিল আর স্বীয় ভ্রাতাকে চুলে ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিল। হারূন বলিল, 'হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করিয়াই ফেলিয়াছিল। তুমি আমার সঙ্গে এমন করিও না। যাহাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করিও না। (১৫১) মূসা বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর। তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

(১৫২) যাহারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে পার্থিব জীবনে তাহাদের উপর তাহাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হইবেই। আর এইভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে প্রতিফল দিয়া থাকি। (১৫৩) যাহারা অসৎকার্য করে তাহারা পরে তওবা করিলে ও ঈমান আনিলে তোমার প্রতিপালক তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৫৪) মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হইল তখন সে ফলকগুলি তুলিয়া লইল। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের জন্য উহাতে যাহা লিখিত ছিল তাহাতে ছিল পথনির্দেশ ও রহমত। (১৫৫) মূসা স্বীয় সম্প্রদায় হইতে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করিল। তাহারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল, তখন মূসা বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করিলে পূর্বেই তো ইহাদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করিতে পারিতে! আমাদের মধ্যে যাহারা নির্বোধ, তাহারা যাহা করিয়াছে সেইজন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করিবে? ইহা তো শুধু তোমার পরীক্ষা, যদ্দ্বারা তুমি যাহাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক; সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ।

৩.

৮ সূরা আনফাল

আয়াত-(৫২) ফির'আওনের স্বজন ও উহাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে; সুতরাং আল্লাহ্ ইহাদের পাপের জন্য ইহাদেরকে শাস্তি দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শক্তিমান, শাস্তিদানে কঠোর; (৫৩) ইহা এইজন্য যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ্ এমন নন যে, তিনি উহাদেরকে যে সম্পদ দান করিয়াছেন, উহা পরিবর্তন করিবেন; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৫৪) ফির'আওনের স্বজন ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা ইহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করে। তাহাদের পাপের জন্য আমি তাহাদেরকে ধ্বংস করিয়াছি এবং ফির'আওনের স্বজনকে নিমজ্জিত করিয়াছি এবং তাহারা সকলেই ছিল জালিম।

৪.

১০ সূরা ইউনুস

আয়াত-(৮৮) মূসা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো ফির'আওন ও তাহার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করিয়াছ যদ্দ্বারা, হে আমাদের প্রতিপালক! উহারা মানুষকে তোমার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদের প্রতিপালক! উহাদের সম্পদ বিনষ্ট কর, উহাদের হৃদয় কঠিন করিয়া

দাও, উহারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনিবে না। (৮৯) তিনি বলিলেন, 'তোমাদের দুইজনের দু'আ কবূল হইল, সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনও অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করিও না।' (৯০) আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইলাম এবং ফির'আওন ও তাহার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্য সহকারে সীমালংঘন করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্‌ধাবন করিল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হইল তখন বলিল, 'আমি বিশ্বাস করিলাম বনী ইসরাঈল যাহাতে বিশ্বাস করে। নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' (৯১) 'এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (৯২) 'আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করিব যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হইয়া থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল।'

৫.

১১ সূরা হূদ

আয়াত-(৯৬) আমি তো মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম, (৯৭) ফির'আওন ও তাহার প্রধানদের নিকট। কিন্তু তাহারা ফির'আওনের কার্যকলাপের অনুসরণ করিত এবং ফির'আওনের কার্যকলাপ ভাল ছিল না।

আয়াত-(১১০) নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম, অতঃপর ইহাতে মতভেদ ঘটিয়াছিল! তোমার প্রতিপালকের পূর্বসিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদের মীমাংসা হইয়া যাইত। উহারা অবশ্যই ইহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল।

৬.

১৪ সূরা ইব্‌রাহীম

আয়াত-(৮) মূসা বলিয়াছিল, 'তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ।

৭.

১৭ সূরা বনী ইসরাঈল

আয়াত-(১০১) তুমি বণী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়াছিলাম; যখন সে তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, ফির'আওন তাহাকে বলিয়াছিল, 'হে মূসা! আমি মনে করি তুমি তো জাদুগ্রস্ত।' (১০২) মূসা বলিয়াছিল, 'তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করিয়াছেন- প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ।

হে ফির'আওন! আমি তো দেখিতেছি তোমার ধ্বংস আসন্ন।' (১০৩) অতঃপর ফির'আওন তাহাদেরকে দেশ হইতে উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করিল; তখন আমি ফির'আওন ও তাহার সঙ্গীদের সকলকে নিমজ্জিত করিলাম। (১০৪) ইহার পর আমি বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, 'তোমরা ভূপৃষ্ঠে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হইবে তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্র করিয়া উপস্থিত করিব।

৮.

১৮ সূরা কাহ্‌ফ

আয়াত-(৬০) স্মরণ কর, যখন মূসা তাহার সঙ্গীকে বলিয়াছিল, 'দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে না পৌঁছিয়া আমি থামিব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব।' (৬১) উহারা উভয়ে যখন দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছিল উহারা নিজেদের মৎস্যের কথা ভুলিয়া গেল; উহা সুড়ংগের মত নিজের পথ করিয়া সমুদ্রে নামিয়া গেল। (৬২) যখন উহারা আরো অগ্রসর হইল মূসা তাহার সঙ্গীকে বলিল, 'আমাদের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।' (৬৩) সে বলিল, 'আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করিতেছিলাম তখন আমি মৎস্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম? শয়তানই উহার কথা বলিতে আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল; মৎস্যটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করিয়া নামিয়া গেল সমুদ্রে।' (৬৪) মূসা বলিল, আমরা তো সেই স্থানটিরই অনুসন্ধান করিতেছিলাম।' অতঃপর উহারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরিয়া ফিরিয়া চলিল। (৬৫) অতঃপর উহারা সাক্ষাৎ পাইল আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের, যাহাকে আমি আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ দান করিয়াছিলাম ও আমার নিকট হইতে শিক্ষা দিয়াছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। (৬৬) মূসা তাহাকে বলিল, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হইয়াছে। তাহা হইতে আমাকে শিক্ষা দিবেন, এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করিব কি? (৬৭) সে বলিল, আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না, (৬৮) যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্ত নয়। সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য্যধারণ করিবেন কেমন করিয়া? (৬৯) মূসা বলিল, আল্লাহ্ চাহিলে আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাইবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করিব না।' (৭০) সে বলিল, আচ্ছা, আপনি যদি আমার অনুসরণ করিবেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি। (৭১) অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল, পরে যখন উহারা নৌকায় আরোহণ করিল তখন সে উহা বিদীর্ণ করিয়া দিল। মূসা বলিল, আপনি কি আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্য উহা বিদীর্ণ করিলেন?

আপনি তো এক অসমীচীন কাজ করিলেন।' (৭২) সে বলিল, 'আমি কি বলি নাই যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিবেন না?' (৭৩) মূসা বলিল, আমার ভুলিয়া যাওয়ার জন্য আমাকে অপরাধী করিবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করিবেন না।' (৭৪) অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল, চলিতে চলিতে উহাদের সঙ্গে এক বালকের সাক্ষাৎ হইলে সে উহাকে হত্যা করিল। তখন মূসা বলিল, আপনি কি এক নিস্পাপ জীবন নাশ করিলেন, হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক অপছন্দনীয় কাজ করিলেন। (৭৫) সে বলিল, আমি কি আপনাকে বলি নাই যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিবেন না?' (৭৬) মূসা বলিল, ইহার পর, যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখিবেন না; আমার 'ওযর-আপত্তির চূড়ান্ত হইয়াছে। (৭৭) অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল; চলিতে চলিতে উহারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছিয়া তাহাদের নিকট খাদ্য চাহিল; কিন্তু তাহারা তাহাদের মেহমানদারী করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর সেখানে তাহারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখিতে পাইল এবং সে উহাকে সুদৃঢ় করিয়া দিল। মূসা বলিল, আপনি তো ইচ্ছা করিলে ইহার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন। (৭৮) সে বলিল, 'এইখানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হইল, যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য্যধারণ করিতে পারেন নাই আমি তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি। (৭৯) 'নৌকাটির ব্যাপার- ইহা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির, উহারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করিত; আমি, ইচ্ছা করিলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করিতে; কারণ উহাদের পশ্চাতে ছিল এক রাজা, যে বলপ্রয়োগে নৌকাসকল ছিনাইয়া লইত। (৮০) আর কিশোরটি, তাহার পিতামাতা ছিল মু'মিন। আমি আশংকা করিলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা উহাদেরকে বিব্রত করিবে। (৮১) অতঃপর আমি চাহিলাম যে, উহাদের প্রতিপালক যেন উহাদেরকে উহার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হইবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর। (৮২) আর ঐ প্রাচীরটি, ইহা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, ইহার নিম্নদেশে আছে উহাদের গুপ্তধন এবং উহাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রতিপালক দয়াপরবশ হইয়া ইচ্ছা করিলেন যে, উহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হউক এবং উহারা উহাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ হইতে কিছু করি নাই; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য্যধারণে অপারগ হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার ব্যাখ্যা।

৯.

২০ সূরা তা-হা

আয়াত-(২৫) মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দাও। (২৬) এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও। (২৭) আমার জিহ্বার জড়তা দূর করিয়া দাও- (২৮) যাহাতে উহারা আমার কথা বুঝিতে পারে। (২৯) আমার জন্য করিয়া দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হইতে; (৩০) আমার ভ্রাতা হারূনকে; (৩১) তাহার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর, (৩২) ও তাহাকে আমার কর্মে অংশী কর, (৩৩) যাহাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে পারি প্রচুর; (৩৪) এবং তোমাকে স্মরণ করিতে পারি অধিক। (৩৫) 'তুমি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা।' (৩৬) তিনি বলিলেন, হে মূসা! তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইল। (৩৭) এবং আমি তো তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করিয়াছিলাম; (৩৮) যখন আমি তোমার মাতাকে জানাইয়াছিলাম যাহা ছিল জানাইবার, (৩৯) যে, তুমি তাহাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর উহা দরিয়ায় ভাসাইয়া দাও যাহাতে দরিয়া উহাকে তীরে ঠেলিয়া দেয়, উহাকে আমার শত্রু ও উহার শত্রু লইয়া যাইবে। আমি আমার নিকট হইতে তোমার উপর ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছিলাম, যাহাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও। (৪০) 'যখন তোমার ভগ্নী আসিয়া বলিল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিয়া দিব কে এই শিশুর ভার লইবে? তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরাইয়া দিলাম। যাহাতে তাহার চক্ষু জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে; অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হইতে মুক্তি দেই, আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করিয়াছি। অতঃপর তুমি কয়েক বৎসর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে, হে মূসা! ইহার পরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইলে। (৪১) এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি। (৪২) তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করিও না, (৪৩) তোমরা উভয়ে ফির'আওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে। (৪৪) তোমরা তাহার সঙ্গে কথা বলিবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে।' (৪৫) তাহারা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো আশংকা করি সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করিবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করিবে। (৪৬) তিনি বলিলেন, তোমরা ভয় করিও না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।' (৪৭) সুতরাং তোমরা তাহার নিকট যাও এবং বল, আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল, সুতরাং আমাদের সঙ্গে বনী ইস্রাঈলকে যাইতে দাও এবং তাহাদেরকে কষ্ট দিও না, আমরা তো তোমার নিকট আনিয়াছি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে নিদর্শন এবং শান্তি তাহাদের প্রতি যাহারা অনুসরণ করে সৎপথ। (৪৮) আমাদের প্রতি ওহী

প্রেরণ করা হইয়াছে যে, শাস্তি তো তাহার জন্য, যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া নেয়। (৪৯) ফির'আওন বলিল, 'হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক? (৫০) মূসা বলিল, আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহার আকৃতি দান করিয়াছেন, অতঃপর পথনির্দেশ করিয়াছেন। (৫১) ফির'আওন বলিল, 'তাহা হইলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী?' (৫২) মূসা বলিল, ইহার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে রহিয়াছে, আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না।'

আয়াত-(৯০) হারূন উহাদেরকে পূর্বেই বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! ইহা দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে। তোমাদের প্রতিপালক তো দয়াময়; সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মানিয়া চল।' (৯১) উহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের নিকট মূসা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমরা ইহার পূজা হইতে কিছুতেই বিরত হইব না।' (৯২) মূসা বলিল, 'হে হারূন তুমি যখন দেখিলে উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করিল- (৯৩) 'আমার অনুসরণ করা হইতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করিলে?' (৯৪) হারূন বলিল, 'হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরিও না। আমি আশংকা করিয়াছিলাম যে, তুমি বলিবে, তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ ও তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হও নাই।'

১০.

২১ সূরা আম্বিয়া

আয়াত-(৪৮) আমি তো মূসা ও হারূনকে দিয়াছিলাম 'ফুর'কান', জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য-

১১.

২৩ সূরা মু'মিনুন

আয়াত-(৪৫) অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তাহার ভ্রাতা হারূনকে পাঠাইলাম, (৪৬) ফির'আওন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট। কিন্তু উহারা অহংকার করিল; উহারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়। (৪৭) উহারা বলিল, 'আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিব যাহারা আমাদেরই মত এবং যাহাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে?' (৪৮) অতঃপর উহারা তাহাদেরকে অস্বীকার করিল, ফলে উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। (৪৯) আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহাতে উহারা সৎপথ পায়।

১২.

২৫ সূরা ফুরকান

আয়াত-(৩৫) আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাহার সঙ্গে তাহার ভ্রাতা হারূনকে সাহায্যকারী করিয়াছিলাম, (৩৬) এবং বলিয়াছিলাম, 'তোমরা সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও যাহারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছে।' অতঃপর আমি উহাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিলাম।

১৩.

২৬ সূরা শু'আরা

আয়াত-(৫২) আমি মূসার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম এই মর্মে 'আমার বান্দাদেরকে লইয়া রাত্রিকালে বাহির হও, তোমাদের তো পশ্চাদ্‌ধাবন করা হইবে। (৫৩) অতঃপর ফির'আওন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাইল, (৫৪) এই বলিয়া, ইহারা তো ক্ষুদ্র একটি দল (৫৫) এবং উহারা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করিয়াছে; (৫৬) এবং আমরা তো সকলেই সদাশংকিত।' (৫৭) পরিণামে আমি ফির'আওন গোষ্ঠীকে বহিষ্কার করিলাম উহাদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হইতে (৫৮) এবং ধনভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হইতে। (৫৯) এইরূপই ঘটিয়াছিল এবং বনী ইসরাঈলকে করিয়াছিলাম এই সমুদয়ের অধিকারী। (৬০) উহারা সূর্যোদয়কালে তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া পড়িল। (৬১) অতঃপর যখন দুই দল পরস্পরকে দেখিল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলিল, 'আমরা তো ধরা পড়িয়া গেলাম। (৬২) মূসা বলিল, কখনই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক; সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করিবেন। (৬৩) অতঃপর মূসার প্রতি ওহী করিলাম, 'তোমার যষ্টি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে উহা বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হইয়া গেল; (৬৪) আমি সেখানে উপনীত করিলাম অপর দলটিকে; (৬৫) এবং আমি উদ্ধার করিলাম মূসা ও তাহার সঙ্গী সকলকে, (৬৬) তৎপর নিমজ্জিত করিলাম অপর দলটিকে। (৬৭) ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। (৬৮) তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

১৪.

২৭ সূরা নামল

আয়াত-(৭) স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন মূসা তাহার পরিবারবর্গকে বলিয়াছিল, 'আমি আগুন দেখিয়াছি, সত্বর আমি সেখান হইতে তোমাদের জন্য কোন খবর আনিব অথবা তোমাদের জন্য আনিব জ্বলন্ত অঙ্গার, যাহাতে তোমরা আগুন পোহাইতে পার। (৮) অতঃপর সে যখন উহার নিকট আসিল, তখন

ঘোষিত হইল 'ধন্য, যাহারা আছে এই আলোর মধ্যে এবং যাহারা আছে ইহার চতুস্পার্শ্বে, জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত। (৯) 'হে মূসা! আমি তো আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, (১০) 'তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' অতঃপর যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন সে পিছনের দিকে ছুটিতে লাগিল এবং ফিরিয়াও তাকাইল না। বলা হইল, 'হে মূসা! ভীত হইও না, নিশ্চয়ই আমি এমন, আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় পায় না; (১১) 'তবে যাহারা জুলুম করিবার পর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে, তাহাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১২) 'এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, ইহা বাহির হইয়া আসিবে শুভ্র নির্মল অবস্থায়। ইহা ফির'আওন ও তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত। উহারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।' (১৩) অতঃপর যখন উহাদের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসিল, উহারা বলিল, ইহা সুস্পষ্ট জাদু।' (১৪) উহারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করিল, যদিও উহাদের অন্তর এইগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হইয়াছিল!

১৫.

২৮ সূরা কাসাস

আয়াত-(৭) মূসা-জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করলাম, ' শিশুটিকে স্তন্য দান করিতে থাক। যখন তুমি তাহার সম্পর্কে কোন আশংকা করিবে তখন ইহাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও এবং ভয় করিও না, দুঃখও করিও না। আমি অবশ্যই ইহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব এবং ইহাকে রাসূলের একজন করিব।' (৮) অতঃপর ফির'আওনের লোকজন তাহাকে উঠাইয়া লইল। ইহার পরিণাম তো এই ছিল যে, সে উহাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হইবে। অবশ্যই ফির'আওন, হামান ও উহাদের বাহিনী ছিল অপরাধী। (৯) ফির'আওনের স্ত্রী বলিল, 'এই শিশু আমার ও তোমার নয়য়-প্রীতিকর। ইহাকে হত্যা করিও না, সে আমাদের উপকারে আসিতে পারে, আমরা তাহাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করিতে পারি।' প্রকৃতপক্ষে উহারা ইহার পরিণাম বুঝিতে পারে নাই। (১০) মূসা-জননীর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য আমি তাহার হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া না দিলে সে তাহার পরিচয় তো প্রকাশ করিয়াই দিত। (১১) সে মূসার ভগ্নিকে বলির, 'ইহার পিছনে পিছনে যাও।' সে উহাদের অজ্ঞাতসারে দূর হইতে তাহাকে দেখিতেছিল। (১২) পূর্ব হইতেই আমি ধাত্রী-স্তন্যপানে তাহাকে বিরত রাখিয়াছিলাম। মূসার ভগ্নি বলিল, 'তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিব যাহারা তোমাদের হইয়া ইহাকে লালন-পালন করিবে এবং ইহার মঙ্গলকামী হইবে?' (১৩) অতঃপর আমি তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম তাহার জননীর

নিকট যাহাতে তাহার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝিতে পারে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ইহা জানে না। (১৪) যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হইল তখন আমি তাহাকে হিক্‌মত ও জ্ঞান দান করিলাম; এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকি। (১৫) সে নগরীতে প্রবেশ করিল, যখন ইহার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেখানে সে দুইটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখিল, একজন তাহার নিজ সম্প্রদায়ের এবং অপর জন তাহার শত্রু সম্প্রদায়ের। মূসার সম্প্রদায়ের লোকটি উহার শত্রুর বিরুদ্ধে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন মূসা উহাকে ঘুষি মারিল; এইভাবে সে তাহাকে জীবনাবসান ঘটাইল। মূসা বলিল, 'ইহা শয়তানের কাণ্ড। সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।' (১৬) সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর।' অতঃপর তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৭) সে আরও বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হইব না।'

আয়াত-(৭৬) কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাহাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিল। আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যাহার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তাহার সম্প্রদায় তাহাকে বলিয়াছিল, দম্ভ করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না। (৭৭) আল্লাহ্‌ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্‌দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া হইতে তোমার অংশ ভুলিও না; তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ্‌ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিও না। 'আল্লাহ্‌ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।' (৭৮) সে বলিল, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হইয়াছি। সে কি জানিত না আল্লাহ্‌ তাহার পূর্বে ধ্বংস করিয়াছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে যাহারা তাহা অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল, জনসংখ্যায় ছিল অধিক। অপরাধীদেরকে উহাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে না। (৭৯) কারূন তাহার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল জাঁকজমক সহকারে। যাহারা পার্থিব জীবন কামনা করিত তাহারা বলিল, 'আহা, কারূনকে যেইরূপ দেওয়া হইয়াছে, আমাদেরকেও যদি তাহা দেওয়া হইত। প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান। (৮০) এবং যাহাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল তাহারা বলিল, 'ধিক তোমাদেরকে! যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্য্যশীল ব্যতীত ইহা কেহ পাইবে না। (৮১) অতঃপর আমি কারূনকে তাহার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করিলাম। তাহার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে তাহাকে সাহায্য করিতে পারি এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।

১৬.

৩৩ সূরা আহযাব

আয়াত-(৬৯) হে মু'মিনগণ! মূসাকে যাহারা ক্লেশ দিয়াছে তোমরা উহাদের ন্যায় হইও না; উহারা যাহা রটনা করিয়াছিল আল্লাহ্‌ উহা হইতে তাহাকে নির্দোষ প্রমাণ করেন; এবং আল্লাহ্‌র নিকট সে মর্যদাবান।

১৭.

৩৭ সূরা সাফ্‌ফাত

আয়াত-(১১৪) আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি, (১১৫) এবং তাহাদেরকে এবং তাহাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহাসংকট হইতে। (১১৬) আমি সাহায্য করিয়াছিলাম তাহাদেরকে ফলে তাহারাই হইয়াছিল বিজয়ী। (১১৭) আমি উভয়কে দিয়াছিলাম বিশদ কিতাব। (১১৮) এবং তাহাদেরকে আমি পরিচালিত করিয়াছিলাম সরল পথে। (১১৯) আমি তাহাদের উভয়কে পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি। (১২০) মূসা ও হারূনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক! (১২১) এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। (১২২) তাহারা উভয়েই ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

১৮.

৪০ সূরা মু'মিন

আয়াত-(৩৬) ফির'আওন বলিল, 'হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাহাতে আমি পাই অবলম্বন-(৩৭) 'অবলম্বন আসমানে আরোহণের, যেন দেখিতে পাই মূসার ইলাহ্‌কে; তবে আমি তো উহাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।' এইভাবে ফির'আওনের নিকট শোভনীয় করা হইয়াছিল তাহার মন্দ কর্মকে এবং তাহাকে নিবৃত্ত করা হইয়াছিল সরল পথ হইতে এবং ফির'আওনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল সম্পূর্ণরূপে।

১৯.

৬৬ সূরা তাহরীম

আয়াত-(১১) আল্লাহ্‌ মু'মিনদের জন্য দিতেছেন ফির'আওন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করিয়াছিল: 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিও এবং আমাকে উদ্ধার কর ফির'আওন ও তাহার দুষ্কৃতি হইতে এবং আমাকে উদ্ধার কর জালিম সম্প্রদায় হইতে।'

বিষয়-৪৪

যুল-কারনাইন ও ইয়াজুজ-মাজুজ

১.

১৮ সূরা কাহফ

আয়াত-(৮৩) উহারা তোমাকে যুল-কারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'আমি তোমাদের নিকট তাহার বিষয় বর্ণনা করিব।' (৮৪) আমি তো তাহাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়াছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায় উপকরণ দান করিয়াছিলাম। (৮৫) অতঃপর সে এক পথ অবলম্বন করিল। (৮৬) চলিতে চলিতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছিল তখন সে সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করিতে দেখিল এবং সে সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইল। আমি বলিলাম, 'হে যুল-কারনাইন! তুমি ইহাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা ইহাদের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করিতে পার।' (৮৭) সে বলিল, 'যে কেহ সীমালংঘন করিবে আমি তাহাকে শাস্তি দিব, অতঃপর সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে এবং তিনি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবেন। (৮৮) তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহার জন্য প্রতিদানস্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তাহার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলিব।' (৮৯) আবার সে এক পথ ধরিল, (৯০) চলিতে চলিতে যখন সে সূর্যোদয়-স্থলে পৌঁছিল তখন সে দেখিল উহা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হইতেছে যাহাদের জন্য সূর্যতাপ হইতে কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করি নাই; (৯১) প্রকৃত ঘটনা ইহাই, তাহার নিকট যাহা কিছু ছিল আমি সম্যক অবগত আছি। (৯২) আবার সে এক পথ ধরিল, (৯৩) চলিতে চলিতে সে যখন দুই পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছিল তখন সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে পাইল যাহারা কোন কথা বুঝিবার মত ছিল না। (৯৪) উহারা বলিল, হে যুল-কারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ তো পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে। আমরা কি আপনাকে খরচ দিব যে, আপনি আমাদের ও উহাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়িয়া দিবেন? (৯৫) সে বলিল, আমার প্রতিপালক আমাকে এই বিষয়ে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও উহাদের মধ্যস্থলে এক মযবুত প্রাচীর গড়িয়া দিব। (৯৬) তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ আনয়ন কর', অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হইয়া যখন লৌহস্তুপ দুই পর্বতের সমান হইল তখন সে বলিল, 'তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। যখন উহা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইল, তখন সে বলিল, 'তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর, আমি উহা ঢালিয়া দেই ইহার উপর। (৯৭) ইহার পর তাহারা উহা অতিক্রম করিতে পারিল না এবং উহা

ভেদও করিতে পারিল না। (৯৮) সে বলিল, ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।' (৯৯) সেই দিন আমি উহাদেরকে ছাড়িয়া দিব এই অবস্থায় যে, একদল আর একদলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হইবে এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। অতঃপর আমি উহাদের সকলকেই একত্র করিব। (১০০) এবং সেই দিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করিব। কাফিরদের নিকট, (১০১) যাহাদের চক্ষু ছিল অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যাহারা শুনিতেও ছিল অক্ষম।

২.

২১ সূরা আম্বিয়া

আয়াত-(৯৬) এমনকি যখন ইয়াজূজ ও মাজূজকে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং উহারা প্রতি উচ্চভূমি হইতে ছুটিয়া আসিবে।

বিষয়-৪৫

লুত (আঃ)

১.

৭ সূরা আ'রাফ

আয়াত-(৮০) আর আমি লূতকেও পাঠাইয়াছিলাম। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, ' তোমরা এমন কুকর্ম করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই। (৮১) 'তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষের নিকট গমন কর; তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' (৮২) উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল, 'ইহাদেরকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিস্কার কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা অতি পবিত্র হইতে চায়।' (৮৩) অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাহার স্ত্রী ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (৮৪) আমি তাহাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর।

২.

১১ সূরা হুদ

আয়াত-(৮১) তাহারা বলিল, 'হে লূত! নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত ফেরেশ্‌তা। উহারা কখনই তোমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তোমাদের মধ্যে কেহ পিছন দিকে তাকাইবে না, তোমার স্ত্রী ব্যতীত। উহাদের যাহা ঘটিবে তাহারও তাহাই ঘটিবে। নিশ্চয়ই প্রভাত উহাদের জন্য নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়? (৮২) অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিল তখন আমি জনপদকে উল্টাইয়া দিলাম এবং উহাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করিলাম প্রস্তর-কঙ্কর, (৮৩) যাহা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। ইহা জালিমদের হইতে দূরে নয়।

৩.

১৫ সূরা হিজর

আয়াত-(৭৩) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ উহাদেরকে আঘাত করিল; (৭৪) আর আমি জনপদকে উল্টাইয়া উপর নীচ করিয়া দিলাম এবং উহাদের

উপর প্রস্তর-কংকর বর্ষণ করিলাম। (৭৫) অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।

৪.

২৭ সূরা নামল

আয়াত-(৫৭) অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিলাম, তাহার স্ত্রী ব্যতীত, তাহাকে করিয়াছিলাম ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (৫৮) তাহাদের উপর ভয়ংকর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম, ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত নিকৃষ্ট।

৫.

২৯ সূরা আন্‌কাবূত

আয়াত-(২৮) স্মরণ কর লূতের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করিতেছ, যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্ব কেহ করে নাই। (২৯) 'তোমরাই তো পুরুষে উপগত হইতেছ, তোমরাই তো রাহাজানি করিয়া থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করিয়া থাক।' উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু এই বলিল, 'আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনয়ন কর- যদি তুমি সত্যবাদী হও।' (৩০) সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।'

৬.

৩৭ সূরা সাফ্‌ফাত

আয়াত-(১৩৩) লূতও ছিল রাসূলদের একজন। (১৩৪) আমি তাহাকে ও তাহার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলাম- (১৩৫) এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (১৩৬) অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়াছিলাম। (১৩৭) তোমরা তো উহাদের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করিয়া থাক সকালে ও (১৩৮) সন্ধ্যায়। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করিবে না?

বিষয়-৪৬

নূহ (আঃ)

১.

৭ সূরা আরা'ফ

আয়াত-(৫৯) আমি তো নূহকে পাঠাইয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করিতেছি।' (৬০) তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিয়াছিল, 'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি।' (৬১) সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোন ভ্রান্তি নাই, বরং আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল।

২.

১০ সূরা ইউনূস

আয়াত-(৭১) উহাদেরকে নুহ্-এর বৃত্তান্ত শোনাও সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ্‌র নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ দান তোমাদের নিকট যদি দুঃসহ হয় তবে আমি তো আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করি। তোমরা যাহাদেরকে শরীক করিয়াছ তৎসহ তোমাদের কর্তব্য স্থির করিয়া নাও, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। আমার সম্বন্ধে তোমাদের কর্ম নিষ্পন্ন করিয়া ফেল এবং আমাকে অবকাশ দিও না। (৭২) 'অতঃপর তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলে লইতে পার, তোমাদের নিকট আমি তো কোন পারিশ্রমিক চাই নাই, আমার পারিশ্রমিক আছে আল্লাহ্‌র নিকট, আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে আদিষ্ট হইয়াছি।' (৭৩) আর উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে; অতঃপর তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যাহারা তরণীতে ছিল তাহাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং তাহাদেরকে স্থালাভিষিক্ত করি ও যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদেরকে নিমজ্জিত করি। সুতরাং দেখ, যাহাদেরকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের পরিণাম কি হইয়াছিল!

৩.

১১ সূরা হূদ

আয়াত-(২৫) আমি তো নূহকে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, 'আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী, (২৬) যেন তোমরা

আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কিছুর ইবাদত না কর; আমি তো তোমাদের জন্য এক মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তি আশংকা করি।' (২৭) তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা, যাহারা ছিল কাফির তাহার বলিল, 'আমরা তোমাকে তো আমাদের মত মানুষ ব্যতীত কিছু দেখিতেছি না; আমরা তো দেখিতেছি, তোমার অনুসরণ করিতেছে তাহারই, যাহারা আমাদের মধ্যে বাহ্য দৃষ্টিতেই অধম এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতেছি না; বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (২৮) সে বলিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাহার নিজ অনুগ্রহ হইতে দান করিয়া থাকেন, আর ইহা তোমাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছে; আমি কি এই বিষয়ে তোমাদেরকে বাধ্য করিতে পারি, যখন তোমরা ইহা অপছন্দ কর?' (২৯) 'হে আমার সম্প্রদায়! ইহার পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধনসম্পদ যাচঞা করি না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌রই নিকট এবং মু'মিনদেরকে তাড়াইয়া দেওয়াও আমার কাজ নয়; তাহারা নিশ্চিতভাবে তাহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করিবে। কিন্তু আমি তো দেখিতেছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়!' (৩০) 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাহাদেরকে তাড়াইয়া দেই, তবে আল্লাহ্ হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

আয়াত-(৩৬) নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল, যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেহ কখনও ঈমান আনিবে না। সুতরাং তাহারা যাহা করে তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না। (৩৭) তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর এবং যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না; তাহারা তো নিমজ্জিত হইবে।' (৩৮) সে নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিল এবং যখনই তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তাহার নিকট দিয়া যাইত, তাহাকে উপহাস করিত; সে বলিত, 'তোমরা যদি আমাকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করিব, যেমন তোমরা উপহাস করিতেছ; (৩৯) এবং তোমরা অচিরে জানিতে পারিবে কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর তাহার উপর আপতিত হইবে স্থায়ী শাস্তি।' (৪০) অবশেষে যখন আমার আদেশ আসিল এবং উনুন উথলিয়া উঠিল; আমি বলিলাম ইহাতে উঠাইয়া নাও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগলের দুইটি, যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার পরিবার পরিজনকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদেরকে। তাহার সঙ্গে ঈমান আনিয়াছিল অল্প কয়েকজন। (৪১) সে বলিল, ইহাতে আরোহণ কর, আল্লাহ্‌র নামে ইহার গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (৪২) পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গের মধ্যে ইহা তাহাদেরকে লইয়া বহিয়া চলিল; নূহ তাহার পুত্রকে-যে পৃথক ছিল, আহ্বান করিয়া বলিল, হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর এবং কাফিরদের সঙ্গী হইও না।'

আয়াত- (৪৫) নূহ তাহার প্রতিপালককে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য; আর আপনি তো বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক। (৪৬) তিনি বলিলেন, হে নূহ! সে তো তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অবশ্যই অসৎকর্মপরায়ণ। সূতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।' (৪৭) সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে যাহাতে আপনাকে অনুরোধ না করি, এইজন্য আমি আপনার শরণ লইতেছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

৪.
২১ সূরা আম্বিয়া
আয়াত-(৭৬) স্মরণ কর নূহকে, পূর্বে সে যখন আহ্বান করিয়াছিল তখন আমি সাড়া দিয়াছিলাম তাহার আহ্বানে এবং তাহাকে ও তাহার পরিজনবর্গকে মহাসংকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, (৭৭) এবং আমি তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যাহারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিয়াছিল; নিশ্চয়ই উহারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এইজন্য উহাদের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

৫.
২৩ সূরা মু'মিনুন
আয়াত-(২৩) আমি তো নূহকে পাঠাইয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের নিকট। সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না?' (২৪) তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যাহারা কুফরী করিয়াছিল, তাহারা বলিল, 'এ তো তোমাদের মত একজন মানুষই, তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে চাহিতেছে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে ফেরেশ্‌তাই পাঠাইতেন; আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে এইরূপ ঘটিয়াছে, একথা শুনি নাই। (২৫) এ তো এমন লোক যাহাকে উন্মত্ততা পাইয়া বসিয়াছে; সুতরাং তোমরা ইহার সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর।'

৬.
২৫ সূরা ফুরকান
আয়াত-(৩৭) এবং নূহের সম্প্রদায়কেও, যখন তাহারা রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল তখন আমি উহাদেরকে নিমজ্জিত করিলাম এবং উহাদেরকে

মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করিয়া রাখিলাম। জালিমদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

৭.
২৬ সূরা শু'আরা
আয়াত-(১১৯) অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যাহারা ছিল, তাহাদেরকে রক্ষা করিলাম বোঝাই নৌযানে। (১২০) তৎপর অবশিষ্ট সকলকে নিমজ্জিত করিলাম। (১২১) ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১২২) এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৮.
২৯ সূরা আনকাবুত
আয়াত-(১৪) আমি তো নুহ্‌কে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে উহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল পঞ্চাশ কম হাজার বৎসর। অতঃপর প্লাবন উহাদেরকে গ্রাস করে; কারণ উহারা ছিল সীমালংঘনকারী। (১৫) অতঃপর আমি তাহাকে এবং যাহারা তরণীতে আরোহণ করিয়াছিল তাহাদেরকে রক্ষা করিলাম এবং বিশ্বজগতের জন্য ইহাকে করিলাম একটি নিদর্শন।

৯.
৫৪ সূরা কামার
আয়াত-(৯) ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও অস্বীকার করিয়াছিল-অস্বীকার করিয়াছিল আমার বান্দাকে আর বলিয়াছিল, 'এ তো এক পাগল।' আর তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। (১০) তখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, 'আমি তো অসহায়, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর।' (১১) ফলে আমি উন্মুক্ত করিয়া দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে, (১২) এবং মৃত্তিকা হইতে উৎসারিত করিলাম প্রস্রবণ; অতঃপর সকল পানি মিলিত হইল এক পরিকল্পনা অনুসারে। (১৩) তখন নূহকে আরোহণ করাইলাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে, (১৪) যাহা চলিত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে; ইহা পুরস্কার তাহার জন্য, যে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। (১৫) আমি তো ইহাকে রাখিয়া দিয়াছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? (১৬) কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

১০.
৭১ সূরা নূহ (পুরা সূরা পড়িতে হইবে)

বিষয়-৪৭

সুলায়মান (আঃ) ও বিলকিস

১.

২৯ সূরা বাকারা

আয়াত-(১০২) এবং সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানরা যাহা আবৃত্তি করিত তাহারা তাহা অনুসরণ করিত। সুলায়মান কুফরী করে নাই, বরং শয়তানরাই কুফরী করিয়াছিল। তাহারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত এবং যাহা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহারা কাহাকেও শিক্ষা দিত না এই কথা না বলিয়া যে, 'আমরা পরীক্ষাস্বরূপ; সুতরাং তুমি কুফরী করিও না।' তাহারা উভয়ের নিকট হইতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যাহা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাহা শিক্ষা করিত, অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত তাহারা কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিত না। তাহারা যাহা শিক্ষা করিত তাহা তাহাদের ক্ষতি সাধন করিত এবং কোন উপকারে আসিত না; আর তাহারা নিশ্চিতভাবে জানিত যে, যে কেহ উহা ক্রয় করে পরকালে তাহার কোন অংশ নাই। উহা কত নিকৃষ্ট, যাহার বিনিময়ে তাহারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে, যদি তাহারা জানিত!

২.

২১ সূরা আম্বিয়া

আয়াত-(৭৮) এবং স্মরণ কর দাঊদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তাহারা বিচার করিতেছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; উহাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করিয়াছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম তাহাদের বিচার। (৭৯) এবং আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদের প্রত্যেককে আমি দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলকে অধীন করিয়া দিয়াছিলাম-উহারা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিত; আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা। (৮০) আর আমি তাহাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়াছিলাম, যাহাতে উহা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে; সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে না? (৮১) এবং সুলায়মানের বশীভূত করিয়া দিয়াছিলাম উদ্দাম বায়ুকে; উহা তাহার আদেশক্রমে প্রবাহিত হইত সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রাখিয়াছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমিই সম্যক অবগত। (৮২) এবং শয়তানদের মধ্যে কতক তাহার জন্য ডুবুরীর কাজ করিত, ইহা ব্যতীত অন্য কাজও করিত; আমি উহাদের রক্ষাকারী ছিলাম।

৩.

২৭ সূরা নামল

আয়াত-(১৬) সুলায়মান হইয়াছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলিয়াছিল, 'হে মানুষ! আমাকে বিহংগকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে সকল কিছু দেওয়া হইয়াছে, ইহা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।' (১৭) সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাহার বাহিনীকে-জ্বিন, মানুষ ও বিহংগকুলকে এবং উহাদেরকে বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন ব্যূহে। (১৮) যখন উহারা পিপীলিকা-অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছিল তখন এক পিপীলিকা বলিল, 'হে পিপীলিকা বাহিনী তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সুলায়মান এবং তাহার বাহিনী তাহাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষিয়া না ফেলে।' (১৯) সুলায়মান উহার উক্তিতে মৃদু হাস্য করিল এবং বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি, যাহা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল কর।' (২০) সুলায়মান বিহংগদলের সন্ধান লইল এবং বলিল, ব্যাপার কি, হুদহুদকে দেখিতেছি না যে! সে অনুপস্থিত না কি? (২১) 'সে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইলে আমি অবশ্যই উহাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা যবেহ করিব।' (২২) অনতিবিলম্বে হুদহুদ আসিয়া পড়িল এবং বলিল, 'আপনি যাহা অবগত নন আমি তাহা অবগত হইয়াছি এবং 'সাবা' হইতে সুনিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। (২৩) আমি তো এক নারীকে দেখিলাম উহাদের উপর রাজত্ব করিতেছে। তাহাকে দেওয়া হইয়াছে সকল কিছু হইতেই এবং তাহার আছে এক বিরাট সিংহাসন। (২৪) আমি তাহাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে দেখিলাম তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করিতেছে। শয়তান উহাদের কার্যাবলী উহাদের নিকট শোভন করিয়াছে এবং উহাদেরকে সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, ফলে উহারা সৎপথ পায় না; (২৫) নিবৃত্ত করিয়াছে এইজন্য যে, উহারা যেন সিজ্‌দা না করে আল্লাহ্‌কে যিনি-আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন, যাহা তোমরা গোপন কর এবং যাহা তোমরা ব্যক্ত কর।' (২৬) আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি মহাআরশের অধিপতি। (২৭) সুলায়মান বলিল, 'আমি দেখিব তুমি কি সত্য বলিয়াছ, না তুমি মিথ্যাবাদী?' (২৮) তুমি যাও আমার এই পত্র লইয়া এবং ইহা তাহাদের নিকট অর্পণ কর; অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া থাকিও এবং লক্ষ্য করিও তাহাদের প্রতিক্রিয়া কী? (২৯) সেই নারী বলিল, 'হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হইয়াছে; (৩০) ইহা সুলায়মানের নিকট হইতে এবং ইহা এই দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে,

(৩১) 'অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করিও না, এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।' (৩২) সেই নারী বলিল, 'হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। আমি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত। (৩৩) উহারা বলিল, 'আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কী আদেশ করিবেন তাহা আপনি ভাবিয়া দেখুন। (৩৪) সে বলিল, 'রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন উহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় এবং সেখানকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করে, ইহারাও এইরূপই করিবে;' (৩৫) আমি তাহাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাইতেছি, দেখি, দূতেরা কী লইয়া ফিরিয়া আসে। (৩৬) দূত সুলায়মানের নিকট আসিলে সুলায়মান বলিল, 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়া সাহায্য করিতেছ? আল্লাহ্ আমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তোমাদেরকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে উৎকৃষ্ট অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন লইয়া উৎফুল্ল বোধ করিতেছ। (৩৭) উহাদের নিকট ফিরিয়া যাও, আমি অবশ্যই উহাদের বিরুদ্ধে লইয়া আসিব এক সৈন্যবাহিনী যাহার মুকাবিলা করিবার শক্তি উহাদের নাই। আমি অবশ্যই উহাদেরকে সেখান হইতে বহিষ্কার করিব লাঞ্ছিতভাবে এবং উহারা হইবে অবনমিত।' (৩৮) সুলায়মান আরো বলিল, 'হে আমার পারিষদবর্গ! তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়া আমার নিকট আসিবার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তাহার সিংহাসন আমার নিকট লইয়া আসিবে?' (৩৯) এক শক্তিশালী জ্বিন বলিল, আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহা আনিয়া দিব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত। (৪০) কিতাবের জ্ঞান যাহার ছিল, সে বলিল, আপনি চক্ষুর পলক ফেলিবার পূর্বেই আমি উহা আপনাকে আনিয়া দিব।' সুলায়মান যখন উহা সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখিল তখন সে বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাহাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন-আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ, 'সে জানিয়া রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব। (৪১) সুলায়মান বলিল, তাহার সিংহাসনের আকৃতি অপরিচিত করিয়া বদলাইয়া দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পায়, না সে বিভ্রান্তদের শামিল হয়; (৪২) সেই নারী যখন আসিল, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার সিংহাসন কি এইরূপই ?' সে বলিল, ইহা তো যেন উহাই। আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হইয়াছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করিয়াছি।' (৪৩) আল্লাহ্র পরিবর্তে সে যাহার পূজা করিত তাহাই তাহাকে সত্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। (৪৪) তাহাকে বলা হইল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে উহা দেখিল তখন সে উহাকে এক গভীর জলাশয় মনে করিল এবং সে তাহার পদদ্বয় অনাবৃত করিল। সুলায়মান বলিল, ইহা তো

স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত প্রাসাদ। সেই নারী বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছিলাম, আমি সুলায়মানের সঙ্গে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি।'

৪.

৩৪ সূরা সাবা

আয়াত-(১২) আমি সুলায়মানের অধীন করিয়াছিলাম বায়ূকে যাহা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করিত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত। আমি তাহার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছিলাম। তাহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে জ্বিনদের কতক তাহার সম্মুখে কাজ করিত। উহাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাহাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নি-শাস্তি আস্বাদন করাইব।

আয়াত-(১৪) যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটাইলাম তখন জ্বিনদেরকে তাহার মৃত্যু বিষয় জানাইল কেবল মাটির পোকা যাহা তাহার লাঠি খাইতেছিল। যখন সে পড়িয়া গেল তখন জ্বিনেরা বুঝিতে পারিল যে, উহারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকিত তাহা হইলে উহারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকিত না।

৫.

৩৮ সূরা সোয়াদ

আয়াত-(৩৪) আমি তো সুলায়মানকে পরীক্ষা করিলাম এবং তাহার আসনের উপর রাখিলাম একটি ধড়; অতঃপর সুলায়মান আমার অভিমুখী হইল। (৩৫) সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যাহার অধিকারী আমি ছাড়া কেহ না হয়। তুমি তো পরম দাতা।' (৩৬) তখন আমি তাহার অধীন করিয়া দিলাম বায়ুকে, যাহা তাহার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করিত সেখানে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইত, (৩৭) এবং শয়তানদেরকে, যাহারা সকলেই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী, (৩৮) এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ আরও অনেককে। (৩৯) 'এইসব আমার অনুগ্রহ, ইহা হইতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখিতে পার। ইহার জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হইবে না।' (৪০) এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহার জন্য নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

বিষয়-৪৮

ইউনুস (আঃ)

১.

১০ সূরা ইউনুস

আয়াত-(৯৮) তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোন জনপদবাসী কেন এমন হইল না যাহারা ঈমান আনিত এবং তাহাদের ঈমান তাহাদের উপকারে আসিত? তাহারা যখন ঈমান আনিল তখন আমি তাহাদের নিকট হইতে পার্থিব জীবনের হীনতাজনক শাস্তি দূর করিলাম এবং উহাদেরকে কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিলাম।

২.

৩৭ সূরা সাফ্‌ফাত

আয়াত-(১৩৯) ইউনুস ছিল রাসুলদের একজন। (১৪০) স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করিয়া বোঝাই নৌযানে পৌঁছিল, (১৪১) অতঃপর সে লটারীতে যোগদান করিল এবং পরাভূত হইল। (১৪২) পরে এক বৃহদাকার মৎস তাহাকে গিলিয়া ফেলিল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল। (১৪৩) সে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করিত, (১৪৪) তাহা হইলে তাহাকে উত্থান দিবস পর্যন্ত থাকিতে হইত উহার উদরে। (১৪৫) অতঃপর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করিলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন। (১৪৬) পরে আমি তাহার উপর এক লাউ গাছ উদ্গাত করিলাম (১৪৭) তাহাকে আমি এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম। (১৪৮) এবং তাহারা ঈমান আনিয়াছিল; ফলে আমি তাহাদেরকে কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিলাম। (১৪৯) এখন উহাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'তোমার প্রতিপালকের জন্যই কি রহিয়াছে কন্যা সন্তান এবং উহাদের জন্য পুত্র সন্তান?' (১৫০) অথবা আমি কি ফেরেশ্‌তাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলাম, আর উহারা প্রত্যক্ষ করিতেছিল? (১৫১) দেখ উহারা তো মনগড়া কথা বলে যে, (১৫২) আল্লাহ্‌ সন্তান জন্ম দিয়েছেন!' উহারা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী। (১৫৩) তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করিতেন? (১৫৪) তোমাদের কী হইয়াছে, তোমরা কিরূপ বিচার কর? (১৫৫) তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না? (১৫৬) তোমাদের কী সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে। (১৫৭) তোমরা সত্যবাদী হইলে তোমাদের কিতাব উপস্থিত কর।

আয়াত-(১৫৯) উহারা যাহা বলে তাহা হইতে আল্লাহ্‌ পবিত্র, মহান- (১৬০) আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাগণ ব্যতীত, (১৬১) তোমরা এবং তোমরা যাহাদের ইবাদত কর উহারা-(১৬২) তোমরা কাহাকেও আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না-(১৬৩) কেবল প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশকারীকে ব্যতীত।

বিষয়-৪৯

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(৯৯) এবং নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছি। ফাসিকরা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা প্রত্যাখ্যান করে না।

২.

৩ সূরা আলে ইমরান

আয়াত-(১৩২) তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত্য কর যাহাতে তোমরা কৃপা লাভ করিতে পার। (১৩৩) তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যাহার বিস্তৃতি আসমান ও জমীনের ন্যায়, যাহা প্রস্তুত রাখা হইয়াছে মুত্তাকীদের জন্য।

আয়াত-(১৪৪) মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র; তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয় তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে? এবং কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে কখনও আল্লাহ্র ক্ষতি করিতে পারিবে না; বরং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করিবেন।

আয়াত-(১৫৩) স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটিতেছিলে এবং পিছন ফিরিয়া কাহারও প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলে না, আর রাসূল তোমাদেরকে পিছন দিক হইতে আহ্বান করিতেছিল। ফলে তিনি তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাহাতে তোমরা যাহা হারাইয়াছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর আসিয়াছে তাহার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত। (১৫৪) অতঃপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করিলেন প্রশান্তি তন্দ্রারূপে, যাহা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করিয়া নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল এই বলিয়া যে, 'আমাদের কি কোন অধিকার আছে?' বল, 'সমস্ত বিষয় আল্লাহ্রই ইখতিয়ার।' যাহা তাহারা তোমার নিকট প্রকাশ করে না, তাহারা তাহাদের অন্তরে উহা গোপন রাখে, আর বলে, 'এই ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকিলে আমরা এই স্থানে নিহত হইতাম না।' বল, 'যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করিতে তবুও নিহত হওয়া

যাহাদের জন্য অবধারিত ছিল তাহারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বাহির হইত। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা পরিশোধন করেন। অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।

আয়াত-(১৮৪) তাহারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তোমরা পূর্বে যে সকল রাসূল স্পষ্ট নিদর্শন, আসমানী সহীফা এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ আসিয়াছিল তাহাদেরকেও তো অস্বীকার করা হইয়াছিল।

৩.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(১৪) আর কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্য হইলে এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমালংঘন করিলে তিনি তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিবেন; সেখানে সে স্থায়ী হইবে এবং তাহার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

৪.

৫ সূরা মায়িদা

আয়াত-(৯২) তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক হও; যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া নেও তবে জানিয়া রাখ, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য।

৫.

৬ সূরা আন'আম

আয়াত-(১০) তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে। তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল পরিণামে তাহাই বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করিয়াছে।

আয়াত-(১৪) বল, 'আমি কি আসমান ও জমীনের স্রষ্টা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব? তিনিই আহার্য দান করেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ আহার্য দান করে না'; এবং বল, 'আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমি প্রথম ব্যক্তি হই'; আমাকে আরও আদেশ করা হইয়াছে, 'তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।'

আয়াত-(৪২) তোমার পূর্বেও আমি বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি; অতঃপর তাহাদেরকে অর্থসংকটে ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা বিনীত হয়।

৬.
৯ সূরা তওবা
আয়াত-(৯৪) তোমরা উহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে উহারা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করিবে। বলিও, 'অজুহাত পেশ করিও না, আমরা তোমাদেরকে কখনও বিশ্বাস করিব না; আল্লাহ্ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানাইয়া দিয়াছেন এবং আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন এবং তাঁহার রাসূলও। অতঃপর যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁহার নিকট তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে এবং তিনি তোমরা যাহা করিতে, তাহা তোমদেরকে জানাইয়া দিবেন।'
আয়াত-(১২৮) অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট এক রাসূল আসিয়াছে। তোমাদের যাহা বিপন্ন করে উহা তাঁহার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। (১২৯) অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া নেয় তবে তুমি বলিও, 'আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আমি তাহারই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহাআর্শের অধিপতি।'

৭.
১০ সূরা ইউনুস
আয়াত-(৪১) এবং তাহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তুমি বলিও, 'আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদের কর্মের দায়িত্ব তোমাদের। আমি যাহা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়মুক্ত এবং তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আমিও দায়মুক্ত।'
আয়াত-(৪৭) প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল এবং যখন উহাদের রাসূল আসিয়াছে তখন ন্যায়বিচারের সঙ্গে উহাদের মীমাংসা হইয়াছে এবং উহাদের প্রতি জুলুম করা হয় নাই।
আয়াত-(৯৪) আমি তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি উহাতে যদি তুমি সন্দেহে থাক তবে তোমার পূর্বের কিতাব যাহারা পাঠ করে তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা কর; তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার নিকট সত্য অবশ্যই আসিয়াছে। তুমি কখনও সন্দিগ্ধচিত্তদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।
আয়াত-(১০৯) তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে তুমি তাহার অনুসরণ কর এবং তুমি ধৈর্য্যধারণ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ফয়সালা করেন এবং আল্লাহ্ই সর্বোত্তম বিধানকর্তা।

৮.
১২ সূরা ইউসুফ
আয়াত-(১০৯) তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হইতে পুরুষগণকেই প্রেরণ করিয়াছিলাম, যাহাদের নিকট ওহী পাঠাইতাম। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই এবং তাহাদের পূর্ববর্তীদর কি পরিণাম হইয়াছিল তাহা কি দেখে নাই? যাহারা মুত্তাকী তাহাদের জন্য পরলোকই শ্রেয়; তোমরা কি বুঝ না?

৯.
১৩ সূরা রা'দ
আয়াত-(৩২) তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদেরকে আমি কিছু অবকাশ দিয়াছিলাম, তাহার পর উহাদেরকে শাস্তি দিয়াছিলাম। কেমন ছিল আমার শাস্তি! (৩৩) তবে কি প্রত্যেক মানুষ যাহা করে তাহার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি ইহাদের অক্ষম ইলাহ্গুলির মত? অথচ উহারা আল্লাহ্র বহু শরীক করিয়াছে। বল, 'উহাদের পরিচয় দাও। তোমরা কি পৃথিবীর মধ্যে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও-যাহা তিনি জানেন না? অথবা ইহা বাহ্যিক কথা মাত্র? না, কাফিরদের নিকট উহাদের ছলনা শোভন প্রতীয়মান হইয়াছে এবং উহাদেরকে সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে, আর আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথপ্রদর্শক নাই।
আয়াত-(৩৮) তোমার পূর্বে আমি তো অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়াছিলাম। আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।
আয়াত-(৪৩) যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, 'তুমি আল্লাহ্ প্রেরিত নও।' বল, 'আল্লাহ্ এবং যাহাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে, তাহারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।'

১০.
১৪ সূরা ইব্রাহীম
আয়াত-(৪) আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি তাহাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১১.
১৬ সূরা নাহ্ল
আয়াত-(৪২) যাহারা ধৈর্য্যধারণ করে ও তাহাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। (৪৩) তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ পুরুষই প্রেরণ করিয়াছিলাম, তোমরা

যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা কর-

আয়াত-(৬৩) শপথ আল্লাহ্‌র! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু শয়তান ঐসব জাতির কার্যকলাপ উহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল; সুতরাং সে-ই আজ উহাদের অভিভাবক এবং উহাদেরই জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।

১২.

১৭ সূরা বনী ইসরাঈল

আয়াত-(১) পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁহার বান্দাকে রজনীতে ভ্রমন করাইয়াছিলেন আল-মসজিদুল হারাম হইতে আল-মসজিদুল আক্‌সা পর্যন্ত, যাহার পরিবেশ আমি করিয়াছিলাম বরকতময়, তাহাকে আমার নিদর্শন দেখাইবার জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

১৩.

১৯ সূরা মার্‌ইয়াম

আয়াত-(৯৭) আমি তো তোমার ভাষায় কুর'আনকে সহজ করিয়া দিয়াছি যাহাতে তুমি উহা দ্বারা মুত্তকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে উহা দ্বারা সতর্ক করিতে পার।

১৪.

২১ সূরা আম্বিয়া

আয়াত-(৭) তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ মানুষই পাঠাইয়াছিলাম; তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।

আয়াত-(৪১) তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছিল; পরিণামে তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল।

১৫.

২৫ সূরা ফুরকান

আয়াত-(৭) উহারা বলে, 'এ কেমন রাসূল' যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তাহার নিকট কোন ফেরেশ্‌তা কেন অবতীর্ণ করা হইল না, যে তাহার সঙ্গে থাকিত সতর্ককারীরূপে?' (৮) অথবা তাহাকে ধনভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন অথবা তাহার একটি বাগান নাই কেন, যাহা হইতে সে আহার সংগ্রহ করিতে পারে?' সীমালংঘনকারীরা আরও বলে, 'তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত

ব্যক্তিরই অনুসরণ করিতেছ।' (৯) দেখ, উহারা তোমার কী উপমা দেয়! উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, ফলে উহারা পথ পাইবে না।

১৬.

২৭ সূরা নাম্‌ল

আয়াত-(৬) নিশ্চয়ই তোমাকে আল্‌-কুর'আন দেওয়া হইতেছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হইতে।

১৭.

২৮ সূরা কাসাস

আয়াত-(৮৫) যিনি তোমার জন্য কুর'আনকে করিয়াছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরাইয়া আনিবেন জন্মভূমিতে। বল, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে সৎপথের নির্দেশ আনিয়াছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।' (৮৬) তুমি আশা কর নাই যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইবে। ইহা তো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনও কাফিরদের সহায় হইও না। (৮৭) তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর উহারা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলি হইতে বিমুখ না করে। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

১৮.

৩৩ সূরা আহ্‌যাব

আয়াত-(৪০) মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়; বরং সে আল্লাহ্‌র রাসুল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

১৯.

৩৪ সূরা সাবা

আয়াত-(২৮) আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

২০.

৩৫ সূরা ফাতির

আয়াত-(২৪) আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই। (২৫) ইহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে ইহাদের পূর্ববর্তীগণও তো মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল- তাহাদের নিকট আসিয়াছিল তাহাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ। (২৬) অতঃপর আমি কাফিরদেরকে শাস্তি দিয়াছিলাম। কী ভয়ংকর আমার শাস্তি!

২১.

৩৬ সূরা ইয়াসিন

আয়াত-(৬৯) আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করিতে শিখাই নাই এবং ইহা তাহার পক্ষে শোভনীয় নয়। ইহা তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুর'আন; (৭০) যাহাতে সে সতর্ক করিতে পারে জীবিতগণকে এবং যাহাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হইতে পারে।

২২.

৩৯ সূরা যুমার

আয়াত-(১১) বল, 'আমি তো আদিষ্ট হইয়াছি, আল্লাহ্‌র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া তাঁহার ইবাদত করিতে; (১২) 'আর আদিষ্ট হইয়াছি, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই।' (১৩) বল, 'আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহাদিবসের শাস্তির।' (১৪) বল, 'আমি ইবাদত করি আল্লাহ্‌রই তাঁহার প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রাখিয়া। (১৫) 'আর তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহার ইচ্ছা তাহার ইবাদত কর।' বল, 'ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জানিয়া রাখ, ইহাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।'

২৩.

৪১ সূরা হা-মীম আস্-সাজ্‌দা

আয়াত-(৬) বল, 'আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। অতএব তোমরা তাঁহারই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য-

২৪.

৪৬ সূরা আহকাফ

আয়াত-(৭) যখন উহাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় এবং উহাদের নিকট সত্য উপস্থিত হয়, তখন কাফিররা বলে, 'ইহা তো সুস্পষ্ট জাদু।' (৮) তবে কি উহারা বলে যে, 'সে ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে।' বল, 'যদি আমি ইহা উদ্ভাবন করিয়া থাকি, তবে তোমরা তো আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (৯) বল, 'আমি কোন নতুন রাসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হইবে; আমি আমার

প্রতি যাহা ওহী করা হয় কেবল তাহারই অনুসরণ করি। আর আমি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।' (১০) বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি এই কুর'আন আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে আর তোমরা ইহাতে অবিশ্বাস কর, অথচ বনী ইসরাঈলের একজন ইহার অনুরূপ কিতাব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়াছে এবং ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে; আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমাদের পরিণাম কি হইবে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

বিষয়-৫০

বিতাড়িত শয়তান (ইবলীস) প্রসঙ্গ

১.

২ সূরা বাকারা

আয়াত-(৩০) আর স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাদের বলিলেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতেছি,' 'তাহারা বলিল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন, যে অশান্তি ঘটাইবে ও রক্তপাত করিবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয়ই আমি যাহা জানি; তাহা তোমরা জান না।' (৩১) আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সেই সমুদয় ফেরেশ্‌তাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (৩২) তাহারা বলিল, 'আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নাই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।' (৩৩) তিনি বলিলেন, 'হে আদম! তাহাদেরকে এই সকল নাম বলিয়া দাও।' সে তাহাদেরকে এই সকলের নাম বলিয়া দিলে তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যাহা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তাহাও জানি? (৩৪) যখন আমি ফেরেশ্‌তাদের বলিলাম, আদমকে সিজদা কর', তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজ্‌দা করিল; সে অমান্য করিল ও অহংকার করিল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইল। (৩৫) এবং আমি বলিলাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দে আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না; হইলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।' (৩৬) কিন্তু শয়তান উহা হইতে তাহাদের পদস্খলন ঘটাইল এবং তাহারা যেখানে ছিল সেখান হইতে তাহাদেরকে বহিষ্কার করিল। আমি বলিলাম, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নামিয়া যাও, পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।'

আয়াত-(১৬৮) হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যাহা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রহিয়াছে তাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

আয়াত-(২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁহার ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

২.

৩ সূরা আলে-ইমরান

আয়াত-(১৫৫) যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল সেদিন তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাহাদের পদস্খলন ঘটাইয়াছিল। অবশ্য আল্লাহ্ তাহাদের ক্ষমা করিয়াছেন, আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল।

৩.

৪ সূরা নিসা

আয়াত-(৩৮)এবং যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না আল্লাহ্ তাহাদেরকে ভালবাসেন না। আর শয়তান কাহারও সংগী হইলে সে সংগী কত মন্দ!

আয়াত-(১১৭) তাঁহার পরিবর্তে তাহারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে- (১১৮) আল্লাহ্ তাহাকে লা'নত করেন এবং সে বলে, 'আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করিয়া লইব। (১১৯) আমি তাহাদেরকে পথভ্রষ্ট করিবই; তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করিবই, আমি তাহাদের নিশ্চয়ই নির্দেশ দিব আর তাহারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করিবেই এবং তাহাদেরকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দিব আর তাহারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করিবেই। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কেহ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিলে সে স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (১২০) সে তাহাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে; আর শয়তান তাহাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তাহা ছলনামাত্র। (১২১) ইহাদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, উহা হইতে তাহারা নিষ্কৃতির উপায় পাইবে না।

৪.

৫ সূরা মায়িদা

আয়াত-(৯১) শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না?

৫.

৬ সূরা আন'আম

আয়াত-(৬৮) তুমি যখন দেখ, তাহারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয় তখন তুমি তাহাদের হইতে সরিয়া পড়িবে, যে পর্যন্ত না তাহারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে তবে স্মরণ হওয়ার পরে জালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসিবে না।

৬.

৭ সূরা আ'রাফ

আয়াত-(২২) এইভাবে সে তাহাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করিল। তৎপর যখন তাহারা সেই বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিল, তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করিতে লাগিল। তখন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইতে বারণ করি নাই এবং আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, শয়তান তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?' (২৩) তাহারা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব।' (২৪) তিনি বলিলেন, 'তোমরা নামিয়া যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু এবং পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল। (২৫) তিনি বলিলেন, সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করিবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হইবে এবং সেখান হইতেই তোমাদেরকে বাহির করিয়া আনা হইবে। (২৬) হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং তাক্ওয়ার পরিচ্ছদ, ইহাই সর্বোকৃষ্ট। ইহা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। (২৭) হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে-যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিষ্কার করিয়াছিল, তাহাদেরকে তাহাদের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল। সে নিজে এবং তাহার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাহাদেরকে দেখিতে পাও না। যাহারা ঈমান আনে না, শয়তানকে আমি তাহাদের অভিভাবক করিয়াছি।

আয়াত-(৩০) একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং অপর দলের পথভ্রান্তি নির্ধারিত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্কে ছাড়িয়া শয়তানকে তাহাদের অভিভাবক করিয়াছিল এবং মনে করিত তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।

আয়াত-(২০০) যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্র শরণ লইবে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২০১) যাহারা তাক্ওয়ার অধিকারী হয় তাহাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তাহারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের চোখ খুলিয়া যায়। (২০২) তাহাদের সঙ্গী-সাথীগণ তাহাদেরকে ভ্রান্তির দিকে টানিয়া নেয় এবং এ বিষয়ে তাহারা কোন ত্রুটি করে না ।

৭.

৮ সূরা আনফাল

আয়াত-(১১) স্মরণ কর, তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ হইতে তোমাদের উপর বারি বর্ষণ করেন উহা দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করিবার জন্য, তোমাদের মধ্য হইতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করিবার জন্য এবং তোমাদের পা স্থির রাখিবার জন্য।

আয়াত-(৪৮) স্মরণ কর, শয়তান যখন তাহাদের কার্যাবলী তাহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেহই তোমাদের উপর বিজয়ী হইবে না, আমি তোমাদের পাশেই থাকিব; অতঃপর দুই দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইল তখন সে পিছনে সরিয়া পড়িল ও বলিল, 'তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক রহিল না, তোমরা যাহা দেখিতে পাও না আমি তো তাহা দেখি, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্কে ভয় করি, 'আর আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

৮.

১৫ সূরা হিজর

আয়াত-(৩০) তখন ফেরেশ্তাগণ সকলেই একত্রে সিজ্দা করিল, (৩১) ইবলীস ব্যতীত, সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল। (৩২) আল্লাহ্ বলিলেন, 'হে ইবলীস! তোমার কি হইল যে, তুমি সিজ্দাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে না?' (৩৩) সে বলিল, 'আপনি গন্ধযুক্ত কর্দমের শুষ্ক ঠন্ঠনা মৃত্তিকা হইতে যে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন আমি তাহাকে সিজ্দা করিবার নহি'। (৩৪) তিনি বলিলেন, তবে তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, কারণ তুমি তো অভিশপ্ত; (৩৫) এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত অবশ্যই তোমার প্রতি রহিল লা'নত।' (৩৬) সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।' (৩৭) তিনি বলিলেন, যাহাদেরকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইলে; (৩৮) 'অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।' (৩৯) সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করিলেন তজ্জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে অবশ্যই শোভন করিয়া তুলিব এবং আমি উহাদের সকলকেই বিপথগামী করিব, (৪০) তবে উহাদের মধ্যে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণ ব্যতীত। (৪১) আল্লাহ্ বলিলেন, ইহাই আমার নিকট পৌঁছিবার সরল পথ, (৪২) বিভ্রান্তদের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহারা ব্যতীত আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা থাকিবে না;

৯.

১৭ সূরা বনী ইসরাঈল

আয়াত-(২৭) যাহারা অপব্যয় করে তাহারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তাহার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

আয়াত-(৫৩) আমার বান্দাদেরকে যাহা উত্তম তাহা বলিতে বল। নিশ্চয়ই শয়তান উহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

১০.

১৮ সূরা কাহফ

আয়াত-(৫০) এবং স্মরণ কর, আমি যখন ফেরেশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলাম, আদমের প্রতি সিজ্‌দা কর', তখন তাহারা সকলেই সিজদা করিল ইবলীস ব্যতীত; সে জ্বিনদের একজন, সে তাহার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে উহাকে এবং উহার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতেছ? উহারা তো তোমাদের শত্রু। জালিমদের এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট! (৫১) আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি উহাদেরকে ডাকি নাই এবং উহাদের সৃজনকালেও নয়, আমি বিভ্রান্তকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করিবার নই।

১১.

১৯ সূরা মারইয়াম

আয়াত-(৬৬) মানুষ বলে, 'আমার মৃত্যু হইলে আমি কি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হইব?' (৬৭) মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাহাকে পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি যখন সে কিছুই ছিল না? (৬৮) সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের। আমি তো উহাদেরকে এবং শয়তানদেরকেসহ একত্র সমবেত করিবই ও পরে আমি উহাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করিবই। (৬৯) অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য আমি তাহাকে টানিয়া বাহির করিবই। (৭০) এবং আমি তো উহাদের মধ্যে যাহারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাহাদের বিষয় ভাল জানি।

১২.

২০ সূরা তা-হা

আয়াত-(১১৬) স্মরণ কর, যখন ফেরেশ্‌তাগণকে বলিলাম, 'আদমের প্রতি সিজ্‌দা কর,' তখন ইবলিস সে ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল, সে অমান্য করিল। (১১৭) অতঃপর আমি বলিলাম, 'হে আদম! নিশ্চয়ই এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া না

দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাইবে। (১১৮) 'তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হইবে না ও নগ্নও হইবে না; (১১৯) এবং সেখানে পিপাসার্ত হইবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হইবে না।' (১২০) অতঃপর শয়তান তাহাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলিল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?' (১২১) অতঃপর তাহারা উভয়ে উহা হইতে ভক্ষণ করিল; তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করিতে লাগিল। আদম তাহার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করিল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হইল। (১২২) ইহার পর তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন, তাহার তওবা কবুল করিলেন ও তাহাকে পথনির্দেশ করিলেন। (১২৩) তিনি বলিলেন, 'তোমরা উভয়ে একই সঙ্গে জান্নাত হইতে নামিয়া যাও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসিলে যে আমার পথ অনুসরণ করিবে সে বিপথগামী হইবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাইবে না। (১২৪) 'যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকিবে, অবশ্যই তাহার জীবন-যাপন হইবে সংকুচিত এবং আমি তাহাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করিব অন্ধ অবস্থায়।' (১২৫) সে বলিবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করিলে? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান।' (১২৬) তিনি বলিলেন, 'এইরূপই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি উহা ভুলিয়া গিয়াছিলে এবং সেইভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হইলে।'

১৩.

২২ সূরা হাজ্জ

আয়াত-(৩) মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের, (৪) তাহার সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে কেহ তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে সে তাহাকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহাকে পরিচালিত করিবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে।

আয়াত-(৫২) আমি তোমার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করিয়াছি তাহাদের কেহ যখনই কিছু আকাঙ্খা করিয়াছে, তখনই শয়তান তাহার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে, কিন্তু শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ্ তাহা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়; (৫৩) ইহা এইজন্য যে, শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি উহাকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাহাদের জন্য যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে ও যাহারা পাষাণ হৃদয়। নিশ্চয়ই জালিমরা দুস্তর মতভেদে রহিয়াছে। (৫৪) এবং এইজন্যও যে, যাহাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, ইহা

তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য: অতঃপর তাহারা যেন উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহাদের অন্তর যেন উহার প্রতি অনুগত হয়। যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্ সরল পথে পরিচালিত করেন।

১৪.

২৫ সূরা ফুরকান

আয়াত-(২৯) 'আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করিয়াছিল আমার নিকট উপদেশ পৌছিবার পর।' শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।

১৫.

২৬ সূরা শু'আরা

আয়াত-(৯৪) অতঃপর উহাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে অধোমুখী করিয়া, (৯৫) এবং ইব্লীসের বাহিনীর সকলকেও।

আয়াত-(২২১) তোমাদেরকে কি আমি জানাইব কাহার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়? (২২২) উহারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। (২২৩) উহারা কান পাতিয়া থাকে এবং উহাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (২২৪) এবং কবিদেরকে অনুসরণ করে বিভ্রান্তরাই। (২২৫) তুমি কি দেখ না উহারা উদ্ভ্রান্ত হইয়া প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়ায়? (২২৬) এবং তাহারা তো বলে যাহা তাহারা করে না।

১৬.

৩৬ সূরা ইয়াসীন

আয়াত-(৬০) হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেই নাই যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করিও না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

১৭.

৩৭ সূরা সাফ্ফাত

আয়াত-(৬২) আপ্যায়নের জন্য কি ইহাই শ্রেয় না যাক্কুম বৃক্ষ? (৬৩) জালিমদের জন্য আমি ইহা সৃষ্টি করিয়াছি পরীক্ষাস্বরূপ, (৬৪) এই বৃক্ষ উদ্গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হইতে (৬৫) ইহার মোচা যেন শয়তানের মাথা।

১৮.

৩৮ সূরা সোয়াদ

আয়াত-(৭১) স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদেরকে বলিয়াছিলেন,

আমি মানুষ সৃষ্টি করিতেছি কর্দম হইতে।

আয়াত-(৭৩) তখন ফেরেশ্তারা সকলেই সিজদাবনত হইল-(৭৪) কেবল ইবলীস ব্যতীত, সে অহংকার করিল এবং কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হইল। (৭৫) তিনি বলিলেন, 'হে ইবলীস! আমি যাহাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার প্রতি সিজদাবনত হইতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?' (৭৬) সে বলিল, 'আমি উহা হইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুণ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন কর্দম হইতে।' (৭৭) তিনি বলিলেন, 'তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত। (৭৮) 'এবং তোমার উপর আমার লা'নত স্থায়ী হইবে, কর্মফল দিবস পর্যন্ত।' (৭৯) সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অবকাশ দিন উত্থান দিবস পর্যন্ত।' (৮০) তিনি বলিলেন, 'তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইলে-(৮১) 'অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।' (৮২) সে বলিল, 'আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি উহাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করিব, (৮৩) 'তবে উহাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়।' (৮৪) তিনি বলিলেন, 'তবে ইহাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি- (৮৫) 'তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করিবই?' (৮৬) বল, 'আমি ইহার জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং যাহারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নই।' (৮৭) ইহা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র।

১৯.

৪১ সূরা হা-মীম, আস-সাজ্দা

আয়াত-(৩৬) যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্র শরণ লইবে, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২০.

৪৩ সূরা যুখরুফ

আয়াত-(৩৬) যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরনে বিমুখ হয় আমি তাহার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সে-ই হয় তাহার সহচর। (৩৭) শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে।

আয়াত-(৬২) শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই নিবৃত্ত না' করে, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২১.

৪৭ সূরা মুহাম্মদ

আয়াত-(২৪) তবে কি উহারা কুর'আন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে

না? না উহাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (২৫) যাহারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হইবার পর উহা পরিত্যাগ করে, শয়তান উহাদের কাজকে শোভন করিয়া দেখায় এবং উহাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। (২৬) ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহা যাহারা অপছন্দ করে তাহাদেরকে উহারা বলে, 'আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করিব।' আল্লাহ্ উহাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন। (২৭) ফেরেশ্তারা যখন উহাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে, তখন উহাদের দশা কেমন হইবে। (২৮) ইহা এইজন্য যে, উহারা তাহার অনুসরণ করে, যাহা আল্লাহ্র অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁহার সন্তুষ্টিকে অপ্রিয় গণ্য করে; তিনি ইহাদের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দেন।

২২.

৫৮ সূরা মুজাদালা

আয়াত-(১০) শয়তানের প্ররোচনায় হয় এই গোপন পরামর্শ মু'মিনদেরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য। তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাহাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। মু'মিনদের কর্তব্য আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা।

বিষয়-৫১

আল কুরআন এর সংক্ষিপ্ত আয়াতসমূহ

১ আলিফ-লাম-মীম

২ সূরা বাকারা
৩ সূরা আলে ইমরান
২৯ সূরা আনকাবূত
৩০ সূরা রূম
৩১ সূরা লুকমান
৩২ সূরা সাজ্দা

২ হা-মীম

৪০ সূরা মু'মিন
৪১ সূরা হা-মীম আস্-সাজ্দা
৪২ সূরা শুরা
আয়াত-(১) হা-মীম, (২) আইন-সীন-কাফ
৪৩ সূরা যুখ্রুফ
৪৪ সূরা দুখান
৪৫ সূরা জাছিয়া
৪৬ সূরা আহ্কাফ

৩ আলিফ-লাম-রা

১০ সূরা ইউনুস
আয়াত-(১) আলিফ-লাম-রা। এইগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত।
১১ সূরা হূদ
আয়াত-(১) আলিফ-লাম-রা, এই কিতাব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হইতে; ইহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত যে,

১২ সূরা ইউসুফ

আয়াত-(১) আলিফ-লাম-রা। এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

১৪ সূরা ইব্রাহীম

আয়াত-(১) আলিফ-লাম-রা, এই কিতাব, ইহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি মানবজাতিকে তাহাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বাহির করিয়া আনিতে পার অন্ধকার হইতে আলোকে, তাঁহার পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ,

১৫ সূরা হিজ্‌র

আয়াত-(১) আলিফ-লাম-রা, এইগুলি আয়াত মহাগ্রন্থের, সুস্পষ্ট কুরআনের।

৪ তা-সীন-মীম

২৬ সূরা শু'আরা

২৮ সূরা কাসাস

আয়াত-(১) তা-সীন-মীম, (২) এই আয়াতগুলি সুস্পস্ট কিতাবের।

৫ আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ

৭ সূরা আ'রাফ

৬ আলিফ-লাম-মীম-রা

১৩ সূরা রা'দ

আয়াত-(১) আলিফ-লাম-রা, এইগুলি কুরআনের আয়াত, যাহা তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাই সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহাতে ঈমান আনে না।

৭ কাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ

১৯ সূরা মারইয়াম

৮ তা-হা

২০ সূরা তা-হা

৯ তা-সীন

২৭ সূরা নাম্‌ল

আয়াত-১ তা-সীন; এইগুলি আয়াত আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের,

১০ কাফ

৫০ সূরা কাফ্‌

আয়াত-১ কাফ্‌, শপথ সম্মানিত কুরআনের।

১১ নূন

৬৮ সূরা কালাম

আয়াত-১ নূন-শপথ কলমের এবং উহারা যাহা লিপিবদ্ধ করে তাহার,

১২ ইয়া- সীন

৩৬ সূরা ইয়া- সীন

১৩ সোয়াদ

আয়াত-১ শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের! তুমি আবশ্যই সত্যবাদী।

বিষয়-৫২

আল কুরআন এর ১১৪ টি সূরার নাম ও বাংলা অর্থ

১. ফাতিহা (সূচনা)
২. বাকারা (গাভী)
৩. আলে-ইমরান (ইমরানের পরিবার)
৪. নিসা (নারী)
৫. মায়িদা (খাদ্য পরিবেশিত টেবিল)
৬. আন্'আম (গৃহপালিত পশু)
৭. আ'রাফ (উঁচু স্থান)
৮. আন্‌ফাল (যুদ্ধে-লব্ধ ধনসম্পদ)
৯. তওবা (অনুশোচনা)
১০. ইউনুস (একজন নবী)
১১. হুদ (একজন নবী)
১২. ইউসুফ (একজন নবী)
১৩. রা'দ (মেঘের গর্জন)
১৪. ইব্‌রাহীম (একজন নবী)
১৫. হিজ্‌র (প্রস্ড়রময় পথ)
১৬. নাহ্‌ল (মৌমাছি)
১৭. বনী ইসরাঈল (ইসরাঈল এর বংশধর)
১৮. কাহ্‌ফ (গুহা)
১৯. মার'ইয়াম (নবী ঈসা (আঃ) এর মা)
২০. তা-হা (তা-হা)
২১. আম্বিয়া (নবীগণ)
২২. হাজ্জ (হজ্জ)
২৩. মু'মিনুন (মু'মিনগণ)
২৪. নূর (আলো)
২৫. ফুরকান (বিচারের মানদন্ড)
২৬. শু'আরা (কবিগণ)

২৭. নামল (পিপীলিকা)
২৮. কাসাস (কাহিনী)
২৯. আনকাবুত (মাকড়সা)
৩০. রুম (রোমান জাতি)
৩১. লুকমান (লুকমান হাকিম)
৩২. সাজদা (সিজদা)
৩৩. আহ্‌যাব (বাহিনী সমূহ)
৩৪. সাবা (সাবা সাম্রাজ্য)
৩৫. ফাতির (আদি স্রষ্টা)
৩৬. ইয়া-সীন (ইয়াসীন)
৩৭. সাফ্‌ফাত (সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো)
৩৮. সোয়াদ (আরবি বর্ণ)
৩৯. যুমার (দল-বদ্ধ জনতা)
৪০. মু'মিন (বিশ্বাসী)
৪১. হা-মীম-আস্-সাজ্‌দা (সুস্পষ্ট বিবরণ)
৪২. শূরা (পরামর্শ)
৪৩. যুখরুফ (স্বর্ণের সাজ-সজ্জা)
৪৪. দুখান (ধোঁয়া)
৪৫. জাছিয়া (নতজানু)
৪৬. আহ্‌কাফ (প্রাচীন শহর)
৪৭. মুহাম্মদ (নবী মুহাম্মদ সা:)
৪৮. ফাতহ্ (বিজয়)
৪৯. হুজুরাত (বাসগৃহসমূহ)
৫০. কাফ্ (আরবি বর্ণ)
৫১. যারিয়াত (উড়ন্ত ধুলা)
৫২. তূর (তুর পাহাড়)
৫৩. নাজম (তারা)
৫৪. কামার (চন্দ্র)
৫৫. রাহ্‌মান (পরম করুণাময়)
৫৬. ওয়াকি'য়া (নিশ্চিত ঘটনা)
৫৭. হাদীদ (লোহা)
৫৮. মুজাদালা (বিতর্ক)
৫৯. হাশর (সমাবেশ)
৬০. মুম্‌তাহিনা (পরীক্ষনীয় নারী)

৬১. সাফ্ফ (সারি)
৬২. জুমু'আ (সম্মেলন)
৬৩. মুনাফিকুন (মুনাফিক)
৬৪. তাগাবুন (জয়-পরাজয়)
৬৫. তালাক (বিবাহ বিচ্ছেদ)
৬৬. তাহ্রীম (নিষিদ্ধকরণ)
৬৭. মুলক (সার্বভৌম)
৬৮. কালাম (কলম)
৬৯. হাক্কা (নিশ্চিত সত্য)
৭০. মা'আরিজ (উচ্চ মর্যাদা)
৭১. নূহ (একজন নবী)
৭২. জ্বিন (জ্বিন সম্প্রদায়)
৭৩. মুয্যাম্মিল (বস্ত্রাচ্ছাদিত)
৭৪. মুদাস্সির (আচ্ছাদিত)
৭৫. কিয়ামা (পুনরুত্থান)
৭৬. দাহ্র বা ইন্সান (মানুষ)
৭৭. মুরসালাত (প্রেরিত পুরুষ)
৭৮. নাবা (মহাসংবাদ)
৭৯. নাযি'আত (সজোরে প্রাণ নির্গতকারী)
৮০. আবাসা (বিরক্তি প্রকাশ করিল)
৮১. তাকভীর (অন্ধকারাচ্ছন্ন)
৮২. ইনফিতার (বিদীর্ণ করা)
৮৩. মুতাফ্ফিফীন (প্রতারণা করা)
৮৪. ইন্শিকাক্ (খন্ড-বিখন্ড করণ)
৮৫. বুরূজ (নক্ষত্রপুঞ্জ)
৮৬. তারিক (রাতের আগন্তুক)
৮৭. আ'লা (মহান)
৮৮. গাশিয়া (আচ্ছন্নকারী)
৮৯. ফাজ্র (ভোরবেলা)
৯০. বালাদ (শহর)
৯১. শাম্স (সূর্য)
৯২. লায়ল (রাত্রি)
৯৩. দুহা (পূর্বাহ্ন)
৯৪. ইনশিরাহ (উন্মুক্ত করা)

৯৫. তীন (ডুমুর)
৯৬. আলাক (রক্তপিন্ড)
৯৭. কাদ্র (মহিমান্বিত)
৯৮. বায়্যিনা (প্রমান্য দলিল)
৯৯. যিল্যাল (ভূমিকম্প)
১০০. আদিয়াত (অভিযানকারী)
১০১. কারি'আ (মহা প্রলয়)
১০২. তাকাছুর (প্রাচুর্য)
১০৩. আসর (মহাকাল)
১০৪. হুমাযা (পরনিন্দাকারী)
১০৫. ফীল (হাতি)
১০৬. কুরাইশ (কুরাইশ গোত্র)
১০৭. মা'উন (সাহায্য-সহায়তা)
১০৮. কাওছার (জান্নাতের নহর)
১০৯. কাফিরূন (অবিশ্বাসী গোষ্ঠী)
১১০. নাস্র (সাহায্য)
১১১. লাহাব বা মাসাদ (অগ্নিশিখা)
১১২. ইখ্লাস (একত্ব)
১১৩. ফালাক (নিশিভোর)
১১৪. নাস (মানবজাতি)

বিষয়-৫৩

আল কুরআন এর মধ্যে ১৪ টি সিজদাহ্

যে সকল আয়াত পাঠ করার পর সিজদাহ্ প্রদান করিতে হয়:

সূরা	আয়াত	রুকু	সিজদাহ্
৭ সূরা আ'রাফ	আয়াত-২০৬	রুকু-২৪	সিজদাহ্-১
১৩ সূরা রা'দ	আয়াত-১৫	রুকু-০২	সিজদাহ্-২
১৬ সূরা নাহল	আয়াত-৫০	রুকু-০৬	সিজদাহ্-৩
১৭ সূরা বনী ইসরাঈল	আয়াত-১০৯	রুকু-১২	সিজদাহ্-৪
১৯ সূরা মারইয়াম	আয়াত-৫৮	রুকু-০৪	সিজদাহ্-৫
২২ সূরা হাজ্জ	আয়াত-১৮	রুকু-০২	সিজদাহ্-৬
২৫ সূরা ফুরকান	আয়াত-৬০	রুকু-০৫	সিজদাহ্-৭
২৭ সূরা নামল	আয়াত-২৬	রুকু-০২	সিজদাহ্-৮
৩২ সূরা সাজদা	আয়াত-১৫	রুকু-০২	সিজদাহ্-৯
৩৮ সূরা সোয়াদ	আয়াত-২৪	রুকু-০২	সিজদাহ্-১০
৪১ সূরা হা-মীম আস-সাজদা	আয়াত-৩৮	রুকু-৫	সিজদাহ্-১১
৫৩ সূরা নাজম	আয়াত-৬২	রুকু-০৩	সিজদাহ্-১২
৮৪ সূরা ইনশিকাক	আয়াত-২১	রুকু-০১	সিজদাহ্-১৩
৯৬ সূরা আলাক	আয়াত-১৯	রুকু-০১	সিজদাহ্-১৪

আমিন